শুক্রাচার্য্য বা দেবযানী

(পৌরাণিক নাটক)

[সচিত্র]

[শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার নিয়োগীর যাত্রা-সম্প্রদায়ে অভিনীত]

কাদম্বরী ও নলদময়ন্তী প্রভৃতি নাটক প্রণেতা

শ্রীহারাধন রায় প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২০

মূল্য ১॥• দেড় টাকা।

কলিকাতা
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীমনোরঞ্জন সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে, ভৃগু-নন্দন শুক্রাচার্য্যের অদ্ভুত জন্মান্তর-রহস্য বর্ণিত আছে। সেই বৃত্তান্ত এবং বিশাল মহাভারতীয় দেবযানী ও কচের ঘটনা অবলম্বনে, এই নাটকখানি বিরচিত হইয়াছে। সাধারণের সবিশেষ পরিচিত এই ঘটনার, বিশেষ কিছু পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। দেব-দানবের বিরাটসংগ্রামে, জগতের সাম্যনীতি রক্ষা হইয়াছে ও হইতেছে। এই উভয় শক্তির মূলে ব্রাহ্মণ-শক্তি নিহিত। একপক্ষে বৃহস্পতি, অন্য পক্ষে শুক্রাচার্য্য। "দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা" এই দুই কুমারী, এই দুই শক্তির অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন মহাশক্তি। এই দুই শক্তিই আমি এই নাটকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সে বিবেচনার ভার পাঠক মহোদয়গণের উপর। কচ ও দেবযানীর পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠুর অভিশাপ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া, অনেকেই মনঃকষ্ট পাইবেন। কিন্তু যাঁহারা হৃদয়বান্ ভাবুক, তাঁহারা জগৎকারণ ইচ্ছাময় হরিকে ভক্তিভরে ধন্যবাদ দিবেন। এই রহস্যপূর্ণ ভিত্তির উপর, বিশাল মহাভারতীয় ঘটনা সংস্থাপিত।

এক্ষণে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, হাস্যরসের পূর্ণ-মূর্ত্তি—স্বভাবসুন্দর অভিনেতা—হাস্যার্ণব উপাধিযুক্ত—আমার প্রিয়-সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, এই নাটকের উপযুক্ত স্থলে সন্নিবেশিত নৃত্যকাণ্ড, সুন্দর সুপ্রণালীতে শিক্ষা দিয়া, নাটকখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু যে হৃদয়বান্ প্রেমিক অভিনেতা, তাহা বর্ত্তমান বঙ্গীয় নাট্য-সমাজে কাহারও অবিদিত নাই। ইতি—

শ্রীহারাধন রায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

বিষ্ণু, শিব, সুদর্শন, বৃহস্পতি, নারদ, ভৃগু, ইন্দ্র, শুক্র (ভৃগু-নন্দন), কচ (বৃহস্পতি-নন্দন), কুবের, যম, জয়ন্ত (ইন্দ্র-পুত্র), পবন, কাল (ধ্বংস-কর্ত্তা),বাসুদেব (জন্মান্তরীণ শুক্রের দ্বিতীয় মূর্ত্তি), ব্রহ্ম-তেজ, ব্রহ্মদৈত্য, বৃষপর্ব্বা (দৈত্যরাজ), ঢেঁকিরাম (নারদের শিষ্য), মন্ত্রী (বৃষপর্ব্বার মন্ত্রী), গজেন্দ্র সিংহ (দৈত্যসেনাপতি), মোহ, বিবেক, বিষ্ণু-দূতগণ, মুনিকুমারগণ, মায়াশিল্পকর, ভৈরবগণ, দানব-সৈন্যগণ, ভগ্নদূতদ্বয়, দেব-সৈন্যগণ, গণককুমার (ছদ্মবেশী বিষ্ণু), বনদেব, যক্ষ-সৈন্য, রাখালগণ, প্রমথগণ, শববাহক, জনৈক দৈত্য।

স্ত্রীগণ।

ভৃগুপত্নী, শচী (ইন্দ্র-পত্নী), মায়া (অবিদ্যা), ঘৃতাচী (অপ্সরা), দেবযানী (শুক্রকন্যা), ভগবতী, মায়া-শিল্পকরী, বনদেবী, মোহিনী (ছদ্মবেশী বিষ্ণু), শব-বাহিকা, বিদ্যাধরীগণ, অপ্সরাগণ, শর্ম্মিষ্ঠা (দৈত্যরাজ-কুমারী), সুরবালা-গণ, যোগিনীগণ, জলবালাগণ।



"ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ি"

শুক্রাচার্য্য—১৬৫ পৃষ্ঠা



শুক্রাচার্য্য বা দেবযানী

(পৌরাণিক নাটক)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভৃগুর আশ্রম-সন্নিহিত তপোবন।

(ভৃগুপত্নীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া জনৈক ব্রহ্মদৈত্যের প্রবেশ)

ভৃগুপত্নী। (সরোদনে) ওগো! কে কোথায় আছ, শীঘ্র আমায় এই দুর্ব্বৃত্ত ব্রহ্মদৈত্যের হাতে রক্ষা কর! হা নাথ! তুমি এ সময় কোথায়? তুমি ঋষিকুলের বরণীয়, তোমার অভিসম্পাতে জগৎ ধ্বংস হ'তে পারে; সেই তোমার সহধর্ম্মিণী আজ দৈত্য-করে লাঞ্ছিতা! হা প্রাণাধিক শুক্র রে! তুই বা এ সময় কোথায়? তোর হতভাগিনী জননীকে কুটীরে

একাকিনী পেয়ে, দুষ্ট ব্রহ্মদৈত্য বলপূর্ব্বক হরণ ক'রে নিয়ে যায়। ছাড়্—ছাড়্ দুর্ব্বৃত্ত! অবলার উপর বলপ্রকাশ!

ব্রহ্মদৈত্য। বলি মাগি! অত বিট্‌কেল চেঁচাস্ কেন? বল প্রকাশ করি কি সাধে! ভালোয় ভালোয় আমার সঙ্গে গেলে—আমার কথায় রাজি হ'লেই—সকল গোল মিটে যায়। কার্ হাতে প'ড়েছ, তা বুঝ্‌তে পার্‌চ কি? কার্ সাধ্য আমার হাতে আজ তোমায় রক্ষা করে!

ভৃগুপত্নী। হা ধর্ম্মান্ধ কামাতুর! হা নরকের কীট! পতিপ্রাণা ঋষিপত্নীর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌তে, তোর পাপ-হৃদয় বিন্দুমাত্র কম্পিত হ'ল না! একবার পরকালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'র্‌লি না! মহর্ষি এ কথা শুন্‌লে, ক্রোধানলে তোরে ভস্ম ক'র্‌বে। পরকালে নরক-যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌বি।

ব্রহ্মদৈত্য। হা হা হা! পরকাল! পরকালই যদি মান্‌ব, তা হ'লে বিধাতার এমন সুখের ভাণ্ডার মজা ক'রে লুটে খাবে কে? জোর যার পৃথিবীটা তার! ধর্ম্মকর্ম্ম আবার কি বাবা? ধর্ম্মের দিকে চেয়ে চেয়ে, চোখের জ্যোতি নষ্ট হ'য়েচে চাঁদ! ধর্ম্মের ভয় দেখিয়ে, এই ব্রহ্মদৈত্যের মন ভুলাতে পার্‌বে না।

ভৃগুপত্নী। দুর্ব্বৃত্ত! যদি নিজের মঙ্গল চাস্, তা হ'লে এখনই আমায় পরিত্যাগ কর্। পাষণ্ড! তুই আজ বলপূর্ব্বক কালসর্পের মস্তকের মণি অপহরণ ক'রে নিয়ে যাচ্চিস্। আমার স্বামীর অসীম তপোবল—ব্রহ্মতেজ কি একেবারেই ভুলে গেছিস্? তিনি এ বৃত্তান্ত অবগত হ'লে, তোর সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য!

ব্রহ্মদৈত্য। ঈস্! মাগীর ভারি রোখ্ যে! চোখ্ মিলে আমার মুখের দিকে চেয়েই দেখ্। আমি তোর ঐ রূপ দেখে পাগল হ'য়েচি। তাই এখনও বিনয়ে ব'ল্‌চি, আমার আশা পূর্ণ কর। তুমি সম্মত হ'লেই, হৃদয়ের ধন তোমাকে হৃদয়ে ধ'রে অত্যুচ্চ গিরি-শৃঙ্গে ল'য়ে যাই। অমন পটোলচেরা চোখ্ দুটী লজ্জায় ঢেকে রেখে, আর যন্ত্রণা দিও না।

ভৃগুপত্নী। পাষণ্ড! এ চক্ষু মহর্ষির পবিত্র চরণ ভিন্ন, অন্য কোন মূর্ত্তি পলকের জন্য দৃষ্টি করে না। তোর পাপমুখে শতবার বামপদাঘাত করি। তোর পাপ-চক্ষু, নরকের শকুনি গৃধিনীগণ ছিঁড়ে খাক্। তোর পাপ-হৃদয়, নরক দূতের জ্বলন্ত লৌহদণ্ডের আঘাতে জ্ব'লে পুড়ে ছার্‌খার্ হ'ক্।

ব্রহ্মদৈত্য। কি! এতদূর স্পর্দ্ধা! দেখি, তোর সাহায্যকারী হ'য়ে কে আমার কার্য্যে বাধা দেয়! (সবলে আকর্ষণ)

ভৃগুপত্নী। নারায়ণ রক্ষা করুন! নারায়ণ রক্ষা করুন! দুষ্ট রাক্ষসের করে সতীর সতীত্ব নষ্ট হয়! তোমার দুষ্ট-দমন দীনবন্ধু নামে কলঙ্ক হয়! লজ্জা-নিবারণ হরি হে! নিরাশ্রয়া অবলার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন! হা নাথ! তুমি কোথায়?

১নং গীত

(সহসা গদাহস্তে বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। ওকি! ওকি! দুর্বৃত্ত ব্রহ্মদৈত্য পৈশাচিকবলে পতিব্রতা সতী ভৃগুপত্নীর অবমাননা ক'র্‌চে! চক্ষুশূল! চক্ষুশূল! সাবধান—সাবধান দুরাত্মন্!

ব্রহ্মদৈত্য। কে তুই? আমার কার্য্যে বাধা দিতে এলি কে তুই?

বিষ্ণু। তোর আসন্নকাল! দুরাচার! জ্বলন্ত আগুন পান ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিস্! যে মহাত্মা ভৃগুর পবিত্র পদচিহ্ন আমি সগৌরবে—ভক্তিভরে হৃদয়ে ধারণ ক'রেচি, সেই পরম পুণ্যবান্ সৌভাগ্যবান্ মহাপুরুষ ভৃগুর পবিত্রতাময়ী সহধর্ম্মিণীর প্রতি এতাদৃশ পৈশাচিক ব্যবহার! ছাড়্—ছাড়্ দুর্ব্বৃত্ত! এখনই পতি-পরায়ণা সতীর পবিত্র অঙ্গ পরিত্যাগ কর্। চরণে ধ'রে মাতৃ-সম্বোধনে ক্ষমা প্রার্থনা কর্। নচেৎ এই মুহূর্ত্তে তুই তোর কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিফল পাবি। জগতের অত্যাচারী পাপিগণকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য, এই ভীষণ গদা ধারণ ক'রে, গদাধরনামে আমি সংসারে বিখ্যাত হ'য়েচি। যদি এখনই এই অসহায়া অবলা সতী রমণীকে পরিত্যাগ না ক'রিস্, তা হ'লে এই ভীম গদাঘাতে তোর পাপ-দেহ পিণ্ডাকারে পরিণত হবে।

ব্রহ্মদৈত্য। হা হা হা! ঐ অতটুকু গদার আঘাতে পর্ব্বত-সদৃশ আমার এই বিশাল দেহ চূর্ণ হবে! তুই পাগল! তাই ক্ষুদ্রকায় কোমলদেহ শিশু হ'য়ে, আমার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হ'য়েচিস্। আমি এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর সঙ্গে ক্ষণকাল বিহার সুখ উপভোগ কর্‌বার বাসনা ক'রেচি। এ সময় যে আমার বিরোধী হবে, এই বজ্রতুল্য ভীষণ মুষ্টি-প্রহারে তারেই যমালয়ে পাঠাব। এই দেখ্, তোর সম্মুখেই এই

রমণীকে বলপূর্ব্বক ল'য়ে যাই। দেখি তুই কিরূপে রক্ষা করিস্।

[ভৃগুপত্নীকে লইয়া সবেগে প্রস্থান।

ভৃগুপত্নী। হরি হে! রক্ষা করুন। বিপদভঞ্জন মধুসূদন! রক্ষা করুন।

বিষ্ণু। ঐ দুর্ব্বৃত্ত পূর্ব্বসাধনাবলে, ওরূপ প্রবলপরাক্রান্ত হ'য়েচে। এখন কিরূপে দুষ্টকে সংহার করি? দাঁড়া—দাঁড়ারে দুষ্টমায়াবী দৈত্য! দেখি, কিরূপে তুই মায়াধরের হস্তে রক্ষা পাস্! জগতের সাম্যনীতিরক্ষাকারী আমার প্রিয় সুদর্শন কোথায়? এস এস সুদর্শন!

(সহসা চক্রহস্তে সুদর্শনের প্রবেশ)

সুদর্শন। (প্রবেশ করিতে করিতে) ভয় নাই—ভয় নাই! কার সাধ্য সতীর অবমাননা করে!

বিষ্ণু। ধর্ম্মবিদ্বেষী—সতী-অবমাননাকারী ঐ পাপাত্মা ব্রহ্মদৈত্যের পাপমস্তক, চক্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড কর।

সুদর্শন। বল বল ইচ্ছাময় হরি!
দুষ্ট ব্রহ্মদৈত্যে করি কিরূপে সংহার?
নাবী-হত্যা পাছে হয় এই ভয় মনে,
উপায় কর হে নাথ উভয় সঙ্কটে।

বিষ্ণু। যায় যাক্ নারীর জীবন,
হয় হ'ক্ নারী-হত্যা-পাপ—
আর না দেখিতে পারি নারকীয় ছবি!

সতীর সতীত্বনিধি, জীবনের চেয়ে
মূল্যবান্ অতি প্রিয় গৌরবের ধন।
যায় যাক্ অবলার প্রাণ,
রাখি আজ সতীর সম্মান।
নারী-হত্যা-পাপে ভয় নাহি সুদর্শন!
লোকশিক্ষা তরে কর উভয়ে ছেদন।
উদ্দেশ্য-বিহীন কিছু নাহি এ সংসারে,
সঙ্কল্প আমার বিশ্বে শান্তি সংস্থাপন!

[প্রস্থান।

সুদর্শন। আর না—আর না দুষ্ট! পেয়েছি আদেশ,
দর্পহারী-চক্রাঘাতে যারে যমালয়!

[সক্রোধে প্রস্থান।

(কমণ্ডলুহস্তে ভৃগুর প্রবেশ)

ভৃগু। (স্বগতঃ) আর কতদিনে আমার মোহ-আঁধার ঘুচ্‌বে? কবে আমি পরম আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে আত্মাময় হব? কতদিনে আত্মজ্ঞানানন্দে বিভোর হ'য়ে, জগতের সর্ব্বভূতে সর্ব্বস্থানে পরমব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব ক'র্‌ব? হায়! এখনও আমার মহাভ্রম ঘুচ্‌ল না! এখনও আমি মায়ায় মুগ্ধ! এখনও আমি মায়া-কল্পিত স্ত্রী-পুত্রের জন্য, তীর্থবাস পরিত্যাগ ক'রে পর্ণকুটীরে—কারাগারে ফিরে যাচ্চি! উঃ! এখনও আমি সাধনার পথে কতদূর পিছু প'ড়ে আছি! আকাশ পাতাল কত

কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে, এই ত আমার তপোবনে সেই পূর্ব্ব পর্ণকুটীরে ফিরে এলাম। যাদের আশায় এখানে এলাম, তারা এখন কোথায়? সেই সর্ব্বগুণময়ী প্রেমময়ী আদরিণী পত্নী, সেই পরম রূপবান্ গুণবান্ প্রাণাধিক পুত্র শুক্র, তারা কই? (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! প্রিয়ে! ভৃগুসোহাগিনি! তুমি কোথায়? কই—কোন উত্তর ত পেলাম না! চতুর্দ্দিক হ'তে কে যেন "নাই নাই" ব'লে প্রত্যুত্তর দিচ্চে! শূন্য পর্ণকুটীর যেন বিষাদ-ময়ী মূর্ত্তি ধ'রে, কেঁদে কেঁদে আমায় ব'ল্‌চে—"তোমার গৃহলক্ষ্মী নাই।" সত্য সত্যই কি সে আমার নাই? তাই ত! আমার কি ছিল—আর নাই বা কি? ছিলই বা কি—আর গেছেই বা কি? ঠিক্ ত বুঝে উঠ্‌তে পার্‌চি না! মনে হ'য়েচে! ছিল—আমার শক্তি-রূপিণী অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী আনন্দদায়িনী সহধর্ম্মিণী ছিল, সে আমার কোথায় গেল! আমার মনে আজ এরূপ অভাবনীয় সন্দেহ হ'ল কেন? ওকি! সকলেই যেন চীৎকার ক'রে কেঁদে ব'ল্‌চে, "তোমার প্রিয়া জীবিতা নাই!" ইচ্ছাময়! প্রবৃত্তিরূপিন্! হরি হে! আজ আবার আমায় কি নূতন ভাবে ভাবালেন? প্রিয়ে! প্রিয়ে! আমি কুটীরে আগমন ক'র্‌লে, তুমি কতই প্রেমপূর্ণবাক্যে আমার সমাদর অভ্যর্থনা ক'র্‌তে; আজ যে আমি কাতর হ'য়ে, এত প্রিয়া প্রিয়া ব'লে ডাক্‌চি, উত্তর দিচ্চ না কেন? প্রাণাধিকে! তবে কি সত্য সত্যই এই অভাগা ভৃগুকে সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে, একাকিনী শান্তিময় স্থানে গমন ক'রেচ! কি হ'ল—কিছুই ত

স্থির ক'র্‌তে পার্‌চি না! আচ্ছা—ক্ষণকাল ধ্যানযোগে প্রিয়ার বিষয় অবগত হই। (ধ্যানে উপবেশন)

(মাতার ছিন্নমুণ্ডহস্তে উন্মত্তভাবে শুক্রের প্রবেশ)

শুক্র। (উন্মত্তভাবে প্রবেশ করিতে করিতে) বল্ বল্—এ জগতে কে আমার মাতৃহত্যাকারী? ওরে! এমন নিষ্ঠুর—এমন বিশ্বাসঘাতক দস্যু পিশাচ কে? কে আমার স্নেহময়ী সতী-শিরোমণি জননীর ছিন্নমুণ্ড শূন্য হ'তে সহসা আমার সম্মুখে নিক্ষেপ ক'র্‌লি? বল্ বল্ তুই কোন্ মায়াবী দস্যু? আজ ভৃগুনন্দন শুক্র, উগ্রভৈরব মূর্ত্তিতে, জগতে মহাপ্রলয় সংঘটন ক'র্‌বে। দেখি, অগ্রে জননীর পর্ণকুটীর অনুসন্ধান করি,—পিতার নিকট বিশেষ কারণ অবগত হই; তারপর মাতৃহত্যাকারী পাষণ্ডকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান ক'র্‌ব। মা! মা! কই—কোথায় মা তুমি? আমি যে বহুদিনের পর তোমার চরণ-দর্শন ক'র্‌তে এসেচি মা! হায়—হায়! কে উত্তর দিবে? মায়ের ছিন্নমুণ্ড এই যে আমার হস্তে! তবে কি সত্য সত্যই মা আমার বেঁচে নাই? অ্যাঁ! একি! এখানে চতুর্দ্দিকে যে রক্তের ছড়াছড়ি! তবে কি আমারই মাতৃরক্ত? তবে কি সত্য সত্যই আমার হতভাগিনী জননীকে, এই পর্ণকুটীরে একাকিনী পেয়ে কোন পাষণ্ড দস্যু সংহার ক'রেচে? কে রে—কে এমন স্ত্রীহত্যাকারী চণ্ডাল! কে এমন নরকের কৃমিকীট! মহর্ষি ভৃগুর শান্তিময় তপোবনে, এমন ভীষণ অশান্তি উৎপাদন ক'র্‌তে সাহসী হ'লি কে? ওদিকে ওকি আবার! পিতাও ওখানে

ধ্যানে নিমগ্ন নয়! ওকি আবার ভয়ানক দৃশ্য! পিতার চতুঃ-পার্শ্বে জননীর ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল রুধিরাক্ত হ'য়ে প'ড়ে আছে নয়! তবে কি নিষ্ঠুর পিতারই এই পৈশাচিক কার্য্য? পিতাই কি ক্রোধান্ধ হ'য়ে, এই ভীষণ লোমহর্ষণ স্ত্রী-হত্যা-মহা-পাপে কলুষিত! নিশ্চয়ই তাই! আমার হতভাগিনী জননীর কোন প্রকার দোষ দেখে, ক্রোধান্ধ হ'য়ে এই সর্ব্বনাশ সাধন ক'রেচেন। পিতৃরূপী পিশাচ! ঋষিবেশী চণ্ডাল! পত্নীঘাতী অকৃতজ্ঞ পাষাণ! তোমার এই ঘৃণিত কার্য্য? এই কি তোমার যোগসাধনার পরিচয়? এই কি তোমার শাস্ত্র-অধ্যয়ন সুশিক্ষার ফল? এত অশান্তি—এত পাপ-কল্পনা—এত নিচাশয়তা—এত নিষ্ঠুরতা যার পাপহৃদয়ে বিরাজিত, তার আর এই কপট ধ্যানের প্রয়োজন কি? তুমি পিতা নও—পরম শত্রু নির্দ্দয় রাক্ষস! যদি সতীর গর্ভে আমার জন্ম হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তোমার ন্যায় পত্নীঘাতী দুরাচার পিতাকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান ক'র্‌ব। দেখি, আমার ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ করে কে?

ভৃগু। (উত্থিত হইয়া) কেও—প্রাণাধিক শুক্র এসেচ? নিদারুণ মাতৃবিয়োগ-শোকে উন্মত্ত হ'য়ে, সেই হতভাগিনীর ছিন্নমুণ্ড করে লয়ে, উগ্রমূর্ত্তিতে আমার নিকট এসেচ? এসেচ বেশ হ'য়েচে! স্থির হ'য়ে ক্ষণকাল এখানে উপবেশন কর—সকলই জান্‌তে পার্‌বে।

শুক্র। জান্‌তে আর হবে না। বেশ জেনেচি যে, তুমি নরাকার দস্যু—তুমি স্ত্রীহত্যাকারী মহাপাপী। তোমার ন্যায়

পাষণ্ড পিতার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ পাপজনক নয়। যে হতভাগিনী রমণীকুলের আদর্শ, পতিরতা সুশীলা সরলা পবিত্রতা-ময়ী, আমার সেই সর্ব্বগুণময়ী জননীকে কোন্ অপরাধে বিনাশ ক'র্‌তে সক্ষম হ'লে ?

ভৃগু। ছি বৎস ! ক্রোধান্ধ হ'য়ো না। হতভাগিনীর ঐ ছিন্নমুণ্ড শীঘ্র পরিত্যাগ কর।

শুক্র। একহস্তে মায়ের এই ছিন্নমুণ্ড, অন্য হস্তে তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর পিতার পাপ ছিন্নমুণ্ড ধারণ ক'রে, বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ ক'র্‌ব—জগৎকে তোমার এই পৈশাচিক কার্য্য দেখাব।

ভৃগু। হা মোহান্ধ অবোধ পুত্র ! এ সংসারে কে কাকে বিনাশ কর্‌তে পারে ? জন্ম অথবা মৃত্যু জীবের নিজ নিজ উপার্জ্জিত কর্ম্মফল মাত্র !

শুক্র। ভণ্ড ! পাষণ্ড ! ধিক্ তোমার কর্ম্মফল ! ধিক্ তোমার শাস্ত্রজ্ঞান ! নিজে স্ত্রী-হত্যা মহাপাপ ক'রে, এখন কর্ম্মফলের উপর দোষ দিয়ে, নিজ দোষ প্রক্ষালনের চেষ্টা ক'র্‌চ ? শুক্র কখনই কর্ম্মফল বিশ্বাস করে না ! মায়াবি ! কিরাত ! আবার সেই ছিন্নমুণ্ড মায়াবলে শূন্য হ'তে আমারই সম্মুখে নিক্ষেপ করা হ'ল ! তোমার হৃদয় কি এতই পাষাণ ? আমার সেই অসাধারণ পিতৃভক্তি আজ ঘোরতর নিষ্ঠুরতায় পরিণত হবে ! আজ তোমাকে পাপের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ ক'র্‌তে হবে !

ভৃগু। বৎস ! শোকে মোহে অভিভূত হ'য়ে, তুমি এখন

আত্মজ্ঞান হারিয়েচ। তুমি যার জন্য এত শোক প্রকাশ ক'র্‌চ, সে তোমার কে? যদি বল, সে তোমার মা—তুমি তার ছেলে, আচ্ছা! তোমাদের এই মা আর ছেলে সম্বন্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও ছিল কি? অনন্তকালপ্রবাহের খরতর বেগে বালুকাতুল্য কোটী কোটী ক্ষুদ্র আমরা, কোথা হ'তে ভেসে এসে—এই সংসার-দ্বীপে স্তূপীকৃত হ'য়ে, "তুমি আমি—তোমার আমার" এই দুদিনের সম্পর্ক পেতেচি! মায়াবিকারে আচ্ছন্ন আমরা স্বপ্নের ঘোরে কতই কি দেখ্‌চি—আর ক'র্‌চি! শান্ত হও বাপ্! মনে কর, ঐ মহামায়া আমাদিগে কাঁদাতে এসেছিল—কাঁদিয়ে চ'লে গেল! সাধের সংসারে আগুন জেলে দিয়ে গেল! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মনে মনে কেমন মনোহর লতা-কুঞ্জে ব'সে, ফুলখেলা খেল্‌ছিলাম,—ছেলে মানুষের মত কত হাস্‌ছিলাম, কাঁদ্‌ছিলাম! সহসা সেই মহামায়াই আবার এই উপস্থিত বিপদ্ দেখিয়ে, জাগিয়ে দিয়ে গেল! তবে কিসের জন্য তুমি এত শোকমুগ্ধ হও বাপ্! ঐ শোন বৎস! কি মধুর উপদেশপূর্ণ দৈবসঙ্গীত!

নেপথ্যে গীত

সংসারে সকলই ছলনা।
কর্ম্মবশে সবে করে আনাগোনা।
পুত্র-প্রিয়জন, রাজসিংহাসন,
ছায়াবাজী সব মনেরই কল্পনা॥

কেবা পিতা মাতা তুমিই বা কার্,
ঘুমের ঘোরে ভাব আমার আমার,
কেহ কারো নয় ভাব্‌লে অন্ধকার —
অবিদ্যা-প্রপঞ্চে এ বিশ্ব রচনা॥
এই জড় দেহ কিছুই ত নয়,
পরমাত্মা হরি ব্যাপ্ত বিশ্বময়.
দেহ ধ্বংস হলে, হয় না তাঁর লয়,
হরি প্রাণময় ; ——
হরি পিতা মাতা হরিই আপন,
শুভাশুভ কর সে পদে অর্পণ,
জীবন মরণ, নিশার স্বপন,
সব মিছে, সার শ্রীহরি-সাধনা॥

শুক্র। তোমার শাস্ত্রকথা পরে শুন্‌ব, অগ্রে বল আমার হতভাগিনী জননী, নিষ্ঠুর স্বামীর ক্রোধে কিরূপে বিনষ্ট হ'লেন ?

ভৃগু। (স্বগতঃ) শুক্রের মোহ-নেশা এখনও কাটে নি। কার্য্যক্ষেত্রে এখনও অনেক শিক্ষার প্রয়োজন। আমি আর কেন সে ঘটনা নিজমুখে ব্যক্ত করি। যাঁর কার্য্য—যাঁর খেলা, তাঁর দ্বারাই অই বিষয় শুক্রকে অবগত করাই। (প্রকাশ্যে) বৎস! তোমার জননীর এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা আমায় জিজ্ঞাসা না ক'রে, এই স্বর্গবাসী দেবগণকে জিজ্ঞাসা কর।

শুক্র। দেবই হ'ক্, দানবই হ'ক্, যক্ষই হ'ক্ আর রক্ষই হ'ক্, কে আমার মাতৃঘাতী শীঘ্র বল!

(সহসা বিষ্ণুকর্ত্তৃক নেপথ্যে দৈববাণী)

দৈববাণী। দৈব তোমার মাতৃঘাতী।

শুক্র। দৈব!—দৈব আবার কি? কে আমার জননীর সংহারকর্ত্তা স্পষ্টাক্ষরে বল?

দৈববাণী। তোমার জননীর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলই ইহজন্মে দৈব।

শুক্র। ছলনা পরিত্যাগ কর। কাপুরুষের প্রলাপ-উক্তি দৈবশক্তির উল্লেখ ক'রে পুরুষকারবাদী শুক্রের মন ভুলাতে পার্‌বে না।

দৈববাণী। অন্তরে দৈবশক্তির উপর ভক্তি না থাক্‌লে, পুরুষের পুরুষকার সম্পূর্ণই অসার।

শুক্র। আমি তোমার নিকট ধর্ম্মনীতি শিক্ষা ক'র্‌তে আসি নি। আমার মাতৃঘাতী কে?—স্পষ্টাক্ষরে উত্তর দাও।

দৈববাণী। তবে "আমি"।

শুক্র। তুমি কে?

দৈববাণী। আমি সকলই।

শুক্র। অসংলগ্ন-বাক্যে সময় নষ্ট ক'রে, আর আমার ক্রোধ বৃদ্ধি ক'র না। সত্বর প্রকৃত উত্তর দাও।

দৈববাণী। সংসারের সকলই অপ্রকৃত—মনের কল্পনামাত্র।

শুক্র। তবে কি আমার মাতৃহত্যা-ব্যাপার সম্পূর্ণই মিথ্যা?

দৈববাণী। মিথ্যাও নয়, আবার সত্যও নয়। তোমার পিতা মিথ্যা—তোমার মাতা মিথ্যা—তুমি মিথ্যা—তোমার

মাতৃহত্যাও মিথ্যা—কেবল আমিই সত্য। সত্যই আছে—আর কিছুই থাক্‌বে না; সকলই আস্‌বে আর যাবে।

শুক্র। তত্ত্ব-কথায় শুক্রের ক্রোধ শান্তি হবে না; লৌকিক কথায় বল।

দৈববাণী। লৌকিক কথায়ও উত্তর দিয়েছি। আমিই তোমার পিতা ভৃগুরূপে জন্মেছি। আবার শক্তিরূপে তোমার জননী হ'য়ে তোমায় গর্ভে ধারণ ক'রেছি। আমিই আবার ব্রহ্মদৈত্যমূর্ত্তিতে তোমার জননীকে বলপূর্ব্বক হরণ ক'রেছি। আবার সতীর সতীত্ব-রক্ষার জন্য, আমিই সেই ব্রহ্মদৈত্য এবং তোমার জননীকে সংহার ক'রেছি। আমিই সকল কার্য্যের কারণস্বরূপ, অন্য সকলই উপলক্ষমাত্র।

শুক্র। ওঃ! এতক্ষণে বুঝেছি! এ সমস্তই দেবগণের মায়া—কপট দেবগণের ষড়যন্ত্র! দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বা আমায় গুরুত্বে বরণ ক'রেছেন, এই সংবাদ অবগত হ'য়ে, দেবগুরু বৃহস্পতি-পরিচালিত দুষ্ট দেবরাজ, বিষ্ণুর সাহায্যে আমার এই সর্ব্বনাশ-সাধন ক'রেছে। উঃ! দুরাত্মা দেবগণের কি দুরভিসন্ধি! পিতঃ আর কিছুই শুন্‌তে হবে না। মা! মা! তুমি অনন্ত শান্তিধামে শান্তিলাভ কর গে। অগ্রে পবিত্র তমসা নদীতে মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করি, তারপর প্রতিজ্ঞা ক'রলাম, আমার ক্রোধানলে দেবগণকে ছারখার হ'তে হবে। দানবগণের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে, দেবদেবীগণকে হাহাকারে কাঁদ্‌তে হবে। যারা নিজের পুরুষকার হারিয়ে পাপকার্য্য করে, পরে

সেই কার্য্য দৈবমূলক ব'লে, নিজের দোষ কর্ম্মফলের উপর চাপায়, তারা কাপুরুষ—তারা দেবনামের কলঙ্ক! তাদের উপযুক্ত শাসনের প্রয়োজন। অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য, আজ হ'তে জগতীমণ্ডলে স্বীয় পুরুষকারবলে বিখ্যাত হবে। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!

[সক্রোধে প্রস্থান।

ভৃগু। প্রাণাধিক পুত্র শুক্র, নিদারুণ মাতৃবিয়োগ-শোকে উন্মত্তের ন্যায় ক্রোধভরে চ'লে গেল। জানি না, লীলাময় হরি, শুক্রের দ্বারা জগতের কোন্ কার্য্য সম্পন্ন ক'রবেন! আমার এখন কর্ত্তব্য কি? পত্নী বিয়োগ-শোকে হাহাকারে রোদন করা? হা হা হা! এখন আমার সংযোগই বা কি, আর বিয়োগই বা কি! মনোময়—ইচ্ছাময় নারায়ণ, আমার মায়ার বন্ধন ছেদন কর্বার জন্যই, এই পত্নী-বিয়োগ সংঘটন কর্লেন। আমার আর এই আশ্রমেই বা প্রয়োজন কি? নির্ব্বিকল্প-সমাধির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে, পরম পদে পরমা শান্তি লাভের চেষ্টা করি গে। স্ত্রীপুত্র হ'তে জীবগণ পরিত্রাণ পায় না, আত্মাই আত্মাকে ত্রাণ করে। অবিদ্যা-কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে, আর কেন বিষয়-মদিরা-পানে উন্মত্ত থাকি? কেন আর তরঙ্গময় জড়তাপূর্ণ মোহ-সাগরে ডুবে থাকি? হরি হে! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অমরাবতীর সম্মুখস্থ রাজপথ

(ক্রুদ্ধভাবে বৃহস্পতির প্রবেশ)

বৃহস্পতি। (সক্রোধে প্রবেশ করিতে করিতে) এতদূর অহঙ্কার! ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হ'য়ে, দেবসভার মধ্যে আমার অপমান! আমারই কৃপায় নিরাপদে স্বর্গসুখ ভোগ ক'রে, আমারই প্রতি অসম্মানপ্রদর্শন! দাম্ভিক সুরপতির নিতান্তই দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হ'য়েছে! দৈত্যগণের আকস্মিক প্রাধান্য-বৃদ্ধি দেখে, সৎযুক্তি কর্‌বার জন্য অমরাবতীর রাজসভায় গমন কর্‌লাম। সকল দেবতাই সসম্মানে আমায় প্রণাম আর অভ্যর্থনা ক'র্‌লেন, কিন্তু ভোগাভিমানী অহঙ্কারী ইন্দ্র, তাচ্ছিল্যপ্রদর্শনে সিংহাসনে উপবিষ্ট রইল! হা মূর্খ! এই কি তোর গুরুভক্তি? এই কি তোর দেবরাজের উপযুক্ত কার্য্য? এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য, ইন্দ্রকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান না কর্‌লে, কিছুতেই দেবসমাজের মঙ্গল নাই। আর গর্ব্বিত ইন্দ্রের পাপ রাজসভায় পদার্পণ ক'র্‌ব না। স্বর্গরাজ্য দানবগণের লীলাক্ষেত্র হ'ক,—গুরু-অবমাননাকারী ইন্দ্র স্বকর্ম্মের উপযুক্ত ফলভোগ করুক, সে বিষয়ে আমার দৃকপাত কর্‌বার প্রয়োজন নাই।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

নারদ ও ঢেঁকিরামের প্রবেশ।

নারদ। সে কি সুরগুরো! আপনার ন্যায় মহাপ্রাজ্ঞ শাস্ত্রদর্শী মহাত্মা যদি ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়ে স্বজাতির ধ্বংস-কামনা করে, তাহ'লে এ জগতে ক্ষমাগুণ আর কোন্ মহাপুরুষকে আশ্রয় কর্‌বে?

বৃহস্পতি। না দেবর্ষে! আর আমায় অনুরোধ কর্‌বেন না। যে সমাজের রাজা এরূপ ভোগবিলাসী—যথেচ্ছাচারী—গুরু-ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী, সে সমাজের পতন অনিবার্য্য! ঐশ্বর্য্য-মদ-গর্ব্বিত, কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ, দাম্ভিক সুরপতিকে এই কার্য্যের উপযুক্ত ফলভোগ ক'র্‌তে হবেই। গুরুই সংসারে ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ। সেই গুরুর প্রতি যার তাচ্ছিল্যভাব, তার উপযুক্ত শিক্ষালাভের প্রয়োজন। স্বর্গরাজ্য—দেবসমাজ প'ড়ে রইল! আজ বিদায়—আজ এই পর্য্যন্ত! সকলের অদৃশ্যভাবে, আমি যোগমার্গ অবলম্বন ক'র্‌তে চ'ল্‌লেম। গুরুর প্রতি অভক্তিপ্রদর্শনের বিষময় ফল, দেবগণ মর্ম্মে মর্ম্মে ভোগ করুক।

[সক্রোধে প্রস্থান।

(চঞ্চলভাবে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। (প্রবেশ করিতে করিতে) দেবর্ষি! দেবর্ষি! গুরু-দেবকে শীঘ্র সান্ত্বনা ক'রে ফিরিয়ে আনুন। আমি তাঁর পদে ধ'রে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

নারদ। তাই ত! সুর-গুরু বৃহস্পতি ঠাকুর অতি ক্রোধে

সত্য সত্যই যোগ মার্গ অবলম্বন ক'র্‌লেন ! সহসা কোথায় অদৃশ্য হ'লেন ! সর্ব্বনাশ ! তিনি ত কিছুতেই আর প্রত্যাবৃত্ত হবেন না। তিনি এতক্ষণ দেবলোক পরিত্যাগ ক'রে, যোগবলে সহসা অন্য-লোকে উপস্থিত হ'য়েছেন। এখন আপনার কি সাধ্য যে, তাঁরে ফিরিয়ে আন্‌তে পারেন ?

ঢেঁকিরাম। তা যা হবার হ'য়েছে। আমি বলি কি, বাবা ঠাকুর ! দেবতাদের পুরোহিতের কাজটা এবার থেকে আপনিই না হয় করুন না ! চালকলা ঘি সন্দেশ আমি মাথায় ক'রে, বেশ আপনার বাড়ীতে নিয়ে যেতে পার্‌ব। যদি বলেন, ঘরে নিয়ে গেলে সে সব খাবে কে ? গৃহিণী নাই—ছেলে পিলে নাই। তা—বাবাঠাকুরের পায়ের জোরে, গৃহিণী-গর্ভধারিণী হবেন আপনি, আর ঘরের ছেলে পিলে হব আমি ! অন্য ঝঞ্ঝটে কাজ কি ?

নারদ। থাম্ মূর্খ ! এখন উপহাসের সময় নয়।

ঢেঁকিরাম। আমি ভাল ব'ল্‌লেই মন্দ হয় ! পুরোহিতের কাজটা নিতে বলি কি সাধে ! এক একদিন যে ঘরে হাঁড়ি ঢন্ ঢন্ করে। একে ত নারদ ঋষির ঘরকন্না। মা লক্ষ্মী ফিরেও একবার চেয়ে দেখেন না !

নারদ। আরে বর্ব্বর ! সংসার-বিরাগী নারদের এ জগতে অভাব কি ?

ঢেঁকিরাম। রেখে দাও ঠাকুর, তোমার বিরাগী ! বলি, এই পোড়া পেটটা ত আর বিরাগী নয় ? ইনি সর্ব্বদাই মিষ্টান্ন-

অনুরাগী। তোমার কাজ নিয়ে, এই ঢেঁকিরাম শর্ম্মাকে ত ত্রিসংসার টো টো ক'রে ঘুরে বেড়াতে হয়! যার ক্ষিদের জ্বালা সেই জানে!

নারদ। চুপ্ কর্ পেটুক মূর্খ!

ইন্দ্র। দেবর্ষে! আমি নিজ বুদ্ধিদোষে গুরুদেবের অবমাননা ক'রে, বড়ই অনুতপ্ত হ'য়েছি। আপনার চরণে ধরি, এখন কি উপায়ে গুরুদেবের ক্রোধ শান্তি হয়, বলুন।

নারদ। তিনি যেরূপ ক্রুদ্ধ হ'য়ে অদৃশ্য হ'য়েছেন, তাতে তাঁর সঙ্গে শীঘ্র আমাদের মিলন হওয়া সুকঠিন।

ঢেঁকিরাম। কঠিন কিছুই নয়! যতই হ'ক্, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্রোধ তালপাতার আগুন! মিষ্টান্ন পেলেই ঠাণ্ডা! স্বর্গরাজ্যে খুব বড় একটা যজ্ঞ করুন—প্রচুর পরিমাণে ঘৃত আর মিষ্টান্নের আয়োজন করা হ'ক্। দক্ষিণার ব্যবস্থাটাও যেন রীতিমত হয়। সেই সংবাদ শুন্‌লেই, বৃহস্পতি ঠাকুর যেখানেই থাকুন, এখানে এসে জুট্‌বেন। ঘরে ছেলে ম'রে গেলেও, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা যজ্ঞের ফলার ছাড়েন না। পূজা ক'র্‌তে ব'সে, ঠাকুর অপেক্ষা নৈবিদ্যের উপর পুরুতঠাকুরদের দৃষ্টিটা বেশী!

নারদ। দূর্ লোভী মূর্খ!

(ব্যস্তভাবে শচীর প্রবেশ)

শচী। (প্রবেশ করিতে করিতে) নাথ! নাথ! জ্ঞানী হ'য়েও আপনি কি ভয়ানক গর্হিত কার্য্য ক'রেছেন শুন্‌লুম!

হায়—হায়! এখনই গুরুদেবের পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে আনুন্। আমি দন্তে তৃণ ধ'রে ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌চি। কই—গুরুদেব ক্রোধভরে কোন্ দিকে গেলেন? যে কুলে গুরু পুরোহিতের অবমাননা হয়, সে কুলের কি আর মঙ্গল আছে? হায় নাথ! নিজ বুদ্ধিদোষে সর্ব্বনাশ ক'র্‌লেন! দেবগণ! আপনারা কে কোথায়? সকলে ছুটে যান—সকাতর-নয়ন-সলিলে গুরুদেবের পাদপদ্ম ধৌত করুন গে! আপনারা কেউ বুঝ্‌তে পাচ্চেন না যে, আজ আপনাদের কি ভয়ঙ্কর দিন! আজ অমরসমাজ গুরু-পদ-কল্পতরু-তল হ'তে বিতাড়িত হ'ল! আজ স্বর্গরাজ্যে গুরুর অভিসম্পাৎ! ঐ দেখুন, শোকাতুরা স্বর্গরাজলক্ষ্মী সরোদনে দৈত্যপুরী অভিমুখে গমন কর্‌ছেন। স্বর্গরাজ্যের চারিপাশে শত-শত অশুভ লক্ষণ, দেবগণের ভাবী অনিষ্ট সূচনা ক'র্‌চে। এখনও আপনারা নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌চেন?—কি ভাব্‌চেন? ছিঃ ছিঃ! আপনারা বিলাসিতায় অন্ধ হ'য়ে, স্বজাতির উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত ক'র্‌চেন! ব্রাহ্মণের অভিশাপে আর কি আমাদের মঙ্গল হবে!

গীত

ব্রাহ্মণ অবমাননা (হায় কি সর্ব্বনাশ!)
ব্রাহ্মণ হইলে রুষ্ট, স্বর্গ হবে লক্ষ্মীভ্রষ্ট,
মনোকষ্ট বংশনষ্ট, অপমান আর লাঞ্ছনা।
পতিত-পাবন হরি, ব্রাহ্মণের রূপ ধরি,
ভাসায়ে চরণ-তরি, সংসার-সাগর-কাণ্ডারী;—

ব্রাহ্মণে যে করে মান্য, ত্রিলোকমাঝে হয় সে ধন্য,
দ্বিজভক্তি পরম পুণ্য, পূরায় সকল কামনা।

(কচের প্রবেশ)

কচ। (প্রবেশ করিতে করিতে) দেবেন্দ্রাণি! আপনার ন্যায় মনস্বিনী পতিব্রতা সতীরমণী স্বর্গরাজ্যে আছে ব'লেই, স্বর্গরাজ্য এখনও পুণ্যাত্মার ভোগক্ষেত্ররূপে সম্মানিত। আপনার ন্যায় গুরু-ভক্তি, কর্ত্তব্যজ্ঞান যদি স্বর্গরাজ্যমধ্যে আর একজন দেবতারও থাক্‌ত, তাহ'লে দানবগণ অপেক্ষা হীনবল হ'য়ে, দেবগণকেএরূপ দুর্দ্দশা ভোগ ক'র্‌তে হ'ত না। দেবরাজ! যথেষ্ট হ'য়েছে! পিতাকে—স্বর্গরাজ্যের ধ্রুবতারাকে—অবমানিত ক'রে তাড়িয়েছেন, এবার আমাকে আর আমার অভাগিনী জননীকেও স্বর্গরাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত করুন!—নিরুপদ্রবে মনের সুখে এই স্বর্গরাজ্য উপভোগ করুন।

শচী। গুরুপুত্র! গুরুপুত্র! আপনার চরণে ধরি ক্ষমা করুন। এখন গুরুদেবকে শীঘ্র কোনরূপে ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা করুন। সন্তান সহস্র দোষে দূষিত হ'লেও, পিতার নিকট সর্ব্বদাই ক্ষমার যোগ্য।

কচ। দেবি! আপনি আমার জননীতুল্যা পূজনীয়া। আপনি অবলা স্ত্রীজাতি হ'য়েও, গুরুপুরোহিতের গৌরব বুঝে-চেন; কিন্তু ভোগাভিমানী দেবগণ সে বিষয়ে সম্পূর্ণই কর্ত্তব্য-জ্ঞানশূন্য। উনি ত্রিদিবেশ্বর মহামানী দেবরাজ ইন্দ্র, আর আমার পিতা অসভ্যবেশধারী উপবাসক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ! দেবরাজের নিকট

আমার পিতার সম্মান রক্ষা হবে কেন? ব্রাহ্মণকে প্রণাম ক'র্‌লে—পদধূলি গ্রহণ ক'র্‌লে, ওঁর লজ্জাবোধ হবে—দেবরাজ-নামের কলঙ্ক হবে! উনি উচ্চপদগৌরবে ত্রিসংসারে গৌরবান্বিত হ'য়েছেন, উনি কেন ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার ক'র্‌বেন? সাত্ত্বিক-বলে বলীয়ান্, তপোবলে সিদ্ধ ভগবান্ বৃহস্পতি, মনে ক'র্‌লে পলকে কোটী কোটী দেবরাজ ইন্দ্র সৃষ্টি ক'রে, পদসেবায় নিযুক্ত ক'র্‌তে পারেন, সে কথা উনি স্বর্গের আধিপত্য পেয়ে ভুলে গেছেন!

ইন্দ্র। গুরুপুত্র! ক্ষমা—ক্ষমা! হীনবুদ্ধি ইন্দ্রকে নিজ-গুণে ক্ষমা করুন। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি গুরুদেবের অবমাননা ক'রে মরণাধিক যন্ত্রণা উপভোগ ক'র্‌ছি।

(কুবের ও যমের প্রবেশ)

নারদ। কি দেবগণ! ঘর পুড়ে যাবার পর, আপনারা জল ঢাল্‌তে এলেন না কি? ধন্য আপনাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা! ধন্য আপনাদের দেবত্ব!

কুবের ও যম। কেন—কেন! হ'য়েছে কি?

নারদ। ছিঃ ছিঃ! এখনও আপনারা কারণ অনুসন্ধান ক'র্‌ছেন! সুরগুরু যে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ ক'রে, ক্রোধভরে চ'লে গেলেন!

কুবের। রাজসভায় গুরুদেবের সেই অপমানের বিষয় ত আমরা স্বচক্ষেই দেখেছি। গুরুদেব যে সে জন্য ক্রোধভরে

স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ ক'র্‌বেন, তখন ত আর সে বিষয় জান্‌তে পারি নি।

যম। হ্যাঁ, আমিও তখন মনে ক'রেছিলাম তাই। এখন দেখ্‌ছি ঘটনা বিপরীত।

কচ। যে রাজ্যের প্রজাগণ এরূপ একতাহীন নিশ্চেষ্ট, যারা রাজার রোষোৎপত্তির ভয়ে,—রাজার দোষ ব্যক্ত ক'রে বন্ধুভাবে চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা না করে, তারা কাপুরুষ। পরবুদ্ধিজীবী নির্ব্বোধ রাজাকে তোষামোদবাক্যে ভুলিয়ে, যারা স্বার্থসিদ্ধির পাপ-সঙ্কল্প করে, তারা সমাজের কলঙ্ক। স্বজাতির ঘোরতর শত্রু। অথবা পিতৃদেব যে সমাজ হ'তে অপমানিত বিতাড়িত, সে পাপসমাজের উপর প্রভুত্বসূচক বাক্যপ্রয়োগ আমার নিতান্তই অন্যায়। দেবগণ! বৃহস্পতিনন্দন কচও আপনাদের নিকট বিদায়গ্রহণ ক'র্‌তে এসেছে। আর আমার অনধিকারচর্চ্চায় প্রয়োজন নাই। একদিন দেখ্‌ব, গুরু-কর্ণধার-হীন নৌকায় আরোহণ ক'রে, দেবগণ কিরূপে ভীষণ কাল-সিন্ধু-গর্ভে নির্ভয়ে নিরাপদে বিচরণ ক'র্‌তে পারে! গুরু-অবমাননার বিষময় ফল, দেবগণকে একদিন নিতান্ত অনুতপ্ত-হৃদয়ে ভোগ ক'র্‌তে হবে। সেই দিন আপনারা জান্‌তে পার্‌বেন, একমাত্র ব্রাহ্মণজাতিই রাজ্যের প্রকৃত রাজশক্তি কি না! যে সমাজে ব্রাহ্মণের সমাদর নাই; যে সমাজের রাজা, ব্রাহ্মণ-গণকে পরান্নভোজী কাপুরুষ পারিষদমাত্র মনে করে,—উপন্যাসশ্রবণের ন্যায় ব্রাহ্মণের মুখে ক্ষণেক শাস্ত্র-কথা শুনে

কোনরূপে কালক্ষেপমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে, সে সমাজ পশুর সমাজ! সে সমাজের উন্নতি সুদূর-পরাহত! সে সমাজের ধর্ম্মজ্যোতিঃ নিষ্প্রভ, প্রগাঢ়-অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন। সে সমাজ পাষণ্ডদলের অশান্তিময় স্থান—যথেচ্ছাচারীর রঙ্গভূমি। দেখা যাবে! দেখা যাবে! ব্রাহ্মণ-অবমাননার বিষময় ফল দেবগণকে ভোগ ক'র্‌তে হয় কি না।

[সক্রোধে প্রস্থান।

ইন্দ্র। চলুন—চলুন দেবগণ! গুরুপুত্র কচের ক্রোধশান্তির চেষ্টা করি গে।

[সবেগে প্রস্থান।

শচী। হায় হায়! সর্ব্বনাশ হ'ল! আমিও যাই—গুরু-পত্নীর পদে ধ'রে সান্ত্বনা করি গে। তিনি যতক্ষণ না ক্ষমা ক'র্‌বেন, ততক্ষণ তাঁর পা ছাড়ব না—তাঁদের নিকট আত্মঘাতিনী হব!

[প্রস্থান।

নারদ। এই গুরু-অবমাননার ফল দেবগণকে কিছুদিন অবশ্যই ভোগ ক'র্‌তে হবে। ভোগবিলাসে মত্ত হ'য়ে, দেবগণ এখন নিজ নিজ পুরুষকার হারিয়েছেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য-পরিচালিত দানবগণ, ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর। দেব-গণের এই ভীষণ গৃহবিচ্ছেদের সময়, উন্নতিশীল দৃঢ় অধ্যবসায়-সম্পন্ন শক্তিবাদী দানবগণ যে শীঘ্রই সবলে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ ক'র্‌বে, তার আর কোন সন্দেহ নাই। দেখি, ইচ্ছাময়ের

ইচ্ছাশক্তি কোন্‌দিকে আকর্ষণ করে। আসুন দেবগণ! এখন আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

[প্রস্থান।

কুবের। (স্বগতঃ) ভাল বিপদেই প'ড়েছি! আমরা ভাল কথা ব'ল্‌লেও দেবরাজ শুন্‌বেন না। (প্রকাশ্যে) চলুন মৃত্যু-পতি! আমরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই।

যম। বৃক্ষের মূলচ্ছেদন ক'রে, এখন শিরোদেশে জল ঢাল্‌লে কি ফল হবে! আমাদের দেবগণের পরস্পরের এই মনোমালিন্য, এই অনৈক্যতাই আমাদের দেবসমাজের অবনতির মূল! দেবরাজ স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌লেই, ঐশ্বর্য্যমদে কর্ত্তব্যকার্য্য বিস্মৃত হন। এখন দেবগণকে দৈত্য-করে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ ক'র্‌তে হবে। চলুন—ভাগ্যে যা আছে তাই হবে!

তৃতীয় দৃশ্য

শূন্যপথ

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। (স্বগতঃ) জগতে দেবদানবের বিরাট সংগ্রাম উপস্থিত! একপক্ষে বৃহস্পতি, অন্যপক্ষে শুক্রাচার্য্য। আমি এই দুইএর মধ্যে নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত। যখনই আমার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য হয়, তখনই আমি মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে,

কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য, আমাকেই তার মাতৃহত্যাকারী স্থির ক'রে, দেবগণের শাসনের চেষ্টা ক'র্‌চে। দেবগণেরও শাসনের প্রয়োজন; আবার দৈত্য-গণকেও শাসন ক'র্‌তে হবে। জীবের অন্তর পরীক্ষাই আমার কার্য্য। তাতে আমার শত্রুমিত্র আপনপর নাই! আমার পরমভক্ত ভৃগুর অন্তর অনুসন্ধান ক'রে জান্‌লাম, মহর্ষি ভৃগু সম্পূর্ণই নির্ব্বাণের অধিকারী। তাঁর সঙ্কল্প অনুসারেই, ব্রহ্ম-দৈত্য উপলক্ষে ভৃগুর পত্নীবিয়োগ—মায়ানাশ! আবার অন্যপক্ষে ভৃগুপুত্র শুক্রের ভীষণ জাতক্রোধ—ভীষণ প্রতিহিংসা! ভৃগুর গতি নির্ব্বাণপথে,—এখন শুক্রের গতি কোথায়? বিদ্যা আর অবিদ্যা, এই দুইটী আমার সৃষ্টিলীলার সাহায্য-কারিণী শক্তি। এই দুই শক্তির মধ্যস্থলে থেকে, শুক্রের মনের গতি কোন্ দিকে যায়, তাই অগ্রে পরীক্ষা করি। শুক্র! তুমি তেজোগর্ব্ববাক্যে কর্ম্মফল বা দৈব অস্বীকার ক'রেচ। আচ্ছা দেখি, তোমার মনের তেজ কত! ঐ যে বিদ্যা আর অবিদ্যা, জ্যোতির্ম্ময়ীরূপ ধারণ ক'রে, সংসারক্ষেত্রের দুই পার্শ্বে অবস্থান ক'র্‌চে। বীরসাধক শুক্রাচার্য্যও ধাঁধায় প'ড়ে উদ্‌ভ্রান্ত, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য! শুধু শুক্রাচার্য্য কেন, এই ভীষণ ধাঁধার হাত এড়ান বড়ই কঠিন! একদিকে বিদ্যা, অন্যদিকে মায়াবিনী অবিদ্যা। বিদ্যা, জ্ঞানময়ী শক্তিরূপে জীবগণকে শান্তিপথে ল'য়ে যাবার চেষ্টা ক'র্‌চেন; আর অবিদ্যা-কুহকিনী, ভীষণ মায়াজাল বিস্তার ক'রে, সংসারে জড়িয়ে রাখ্‌বার জন্য নিযুক্ত।

এস জীবগণ! তোমাদের নিজ নিজ পুরুষকার দৈবের সঙ্গে যোগ ক'রে, কে কোন্ পথে যেতে চাও? আমি শুধু দেখ্‌ব আর মন বুঝে ফল দেবো!

[গমনোদ্যোগ।

(সহসা নারদের প্রবেশ)

নারদ। (প্রবেশ করিতে করিতে) চঞ্চলাবিহারি! অত চঞ্চলভাবে কোথায় যাচ্চেন? বিশ্বরাজ্যের একদিকে অশান্তির আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বেলে দিয়ে, অন্য পার্শ্বে নিজের হাতে শান্তিজলের কলসী রেখে, ছুটোছুটি ক'র্‌চ কেন হরি! বলিহারি তোমার খেলা! আগুনই বা জ্বাল্‌চ কেন, আবার নিবাবারই বা চেষ্টা ক'র্‌চ কেন? কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌চি না ছলনাময়!

বিষ্ণু। কেও—প্রাণাধিক নারদ এসেচ? সংসারে আমার নিজের কার্য্য কি দেখ্‌চ? আমার হাত নাই—পা নাই—চোখ নাই—মুখ নাই—দেহ নাই—গৃহ নাই—কর্ম্ম নাই—ধর্ম্ম নাই। আমি ত নাই, তবে কেবল তোমাদের ন্যায় ভক্তের কল্পনায় আমি আছি। আমার সহস্র ভক্তের অস্তিত্ব ল'য়েই আমার অস্তিত্ব। সেই জন্যই ত আমার সহস্র হাত—সহস্র পা—সহস্র চোখ—সহস্র মুখ! আকাশের মত মহাশূন্য এক আমি, প্রত্যেক দেহে, প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক ধর্ম্মে, প্রত্যেক কর্ম্মে, সহস্র তুমি হ'য়ে বিরাজিত। নারদ! অধিক আর কি ব'ল্‌ব, জগৎ ছাড়া আমি নই,—আবার আমা ছাড়া জগৎ নাই।

(২নং গীত)

নারদ। লীলাময়! আপনিই যে সব, তা উত্তমরূপেই জানি। তবে লৌকিকচক্ষে—লৌকিক-খেলায় যা দেখ্‌চি, তাতে পবিত্র দেবভূমি দানবদলের লীলাক্ষেত্র হবে, এই কি আপনার সঙ্কল্প হরি!

বিষ্ণু। আমার নিজের কোন সঙ্কল্প নাই নারদ! আমি ভক্তের সঙ্কল্পে কার্য্য করি। দেবগণের রক্ষা, যখন তোমার ন্যায় পরম বৈষ্ণব—পরম ভক্তের উদ্দেশ্য, তখন আমার কার্য্যও তোমার উদ্দেশ্যের অনুগামী। আমি যখন নিজের মায়ায় নিজেই আচ্ছন্ন থাকি, তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য যে সহসা সেই মায়ার মোহিনী-শক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য ক'র্‌তে সক্ষম হবে, তা আমার বিশ্বাস নাই। চল বৎস! ক্ষণমধ্যেই সমস্ত বিষয় অবগত হবে।

[প্রস্থান।

নারদ। জয় লীলাময় নারায়ণের জয়! হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[প্রস্থান।

(চঞ্চলভাবে শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

শুক্র। (প্রবেশ করিতে করিতে) একি হ'ল! যোগে ব'সেছিলাম, মাতৃঘাতী দুর্ব্বৃত্ত দেবগণকে উপযুক্ত দণ্ড দিতে উগ্র সাধনা ক'র্‌ছিলাম, সহসা এ আবার কোথায় এলাম!

ক্রমেই মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ ক'রে, জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হ'চ্চি ! পূজনীয় পিতা ভৃগু, সংসারমায়ায়—আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, পরমার্থচিন্তায় মহাপ্রস্থান ক'র্লেন ! আমি এ আবার কোন্ পথে এলাম ! আমি যেন একখানি স্নিগ্ধ স্বর্ণমেঘের উপর দাঁড়িয়ে আছি, মেঘখানি ধীর-হিল্লোলে ভেসে ভেসে ক্রমেই ঊর্দ্ধে উঠ্‌চে ! আমরি মরি ! সম্মুখে কি সুন্দর প্রাণারাম প্রেমোদ্যান দেখা যাচ্চে ! কাননে লাবণ্যময়ী মনোহারিণী লতা সকল, মাঝে মাঝে এক একটী আনন্দকুঞ্জ নির্ম্মাণ ক'রেচে। কত ফুটন্ত—কত আধফুটন্ত ফুলের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত ! ওকি আবার ! কাননের স্তূপীকৃত ফুল-রাশি ভেদ ক'রে, দুইটী মনোহর মূর্ত্তির আবির্ভাব হ'ল নয় ! তাই ত বটে ! কি ভুবনভোলা রূপ ! (সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত)

(সহসা নৃত্য ও গীত সহকারে মোহ ও দর্পণ হস্তে মায়ার প্রবেশ)

গীত

উভয়ে। মায়া-নদীর ঢেউ খাবে কে সঙ্গে এস না।
আশা-নৌকা রঙ্গে ভঙ্গে ঐ যায় দেখ না॥
মোহ। সাধের অই বাগানখানি,
রসরঙ্গে মোহনরূপে মজায় রঙ্গিণী।
মায়া। দেখ তরুলতা কত কি প্রাণী,
এই দর্পণে মুখ দেখ দেখি মিট্‌বে কামনা॥
মোহ। আমি নট তুমি নটী,
করি ভবে অভিনয় অঘটন রটি—

মায়া। আমি মন যোগাতে কত কি গঠি।
(তোমরা) যে যা চাবে, তাই সে পাবে, আমায় ভাব না॥

শুক্র। ওগো! কে তোমরা আমায় ইসারায় ডাক্‌লে? তোমাদের কথাগুলি বড় মিষ্টি! কি মধুময় তোমাদের দৃষ্টি! আমার কৌতূহল বাড়্‌ল! বল, বল—তোমাদের উদ্দেশ্য কি?

পুনর্ব্বার গীত

উভয়ে। মায়া-নদীর ঢেউ খাবে কে সঙ্গে এস না।
আশা-নৌকা রঙ্গে ভঙ্গে ঐ যায় দেখ না॥

[নাচিতে নাচিতে উভয়ের সহসা অদৃশ্য হওন।

শুক্র। একি হ'ল! সহসা আমার হৃদয়ের বিবেক-বাঁধন শিথিল ক'রে দিয়ে,—আমায় কি যেন কি নূতন স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে, অই যুগলমূর্ত্তি সহসা কোথায় অদৃশ্য হ'ল! এ আবার কি? কে অই জ্যোতির্ম্ময় স্নিগ্ধ শান্ত ধীর স্থির গম্ভীর-মূর্ত্তি বালক, সহসা আমার হৃদয় হ'তে সকাতরে বহির্গত হ'য়ে, নিতান্ত বিষণ্ণভাবে শূন্যে প্রস্থান ক'র্‌চে!

[সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত।

(বিষণ্ণভাবে পট্টাম্বরধারী বিবেকের প্রবেশ)

গীত

বিবেক। সুধার সাগর ফেলে, ডুব্‌লে মোহ-কূপে রে—
সে সব ভুলে গেলে।
যখন কঠোর জঠর-যাতনায়,
হরি ব'লে কেঁদেছিলে রে।

এখন কামিনী-কাঞ্চনে মজিলে—
ভুলে নরক-বারণ হরি রে—হায় কি করিলে।
কেন বিষয়-মদিরা পানে রে—
নিত্য-সত্ত্ব-জ্ঞান হারালে।
মাতি ব্রহ্মানন্দ-সুধা-পানে রে—
চল চির-শান্তিধামে রে—
প্রেমে প্রাণ ঢেলে।

[প্রস্থান।

শুক্র। অই বালক ত সেই পুরাতন নির্ব্বাণের কথাই ব'লে গেল! আমার প্রাণ যা চায়, তা তো এর কাছে নাই! তবে কোথায় যাই? ও কি আবার! রূপে ঢল ঢল—প্রগল্‌ভা—চঞ্চলা—সুনয়নী—মৃদুহাসিনী—অপাঙ্গভঙ্গীতে মনোমুগ্ধকারিণী—কে অই সকল রমণী?

(নৃত্য ও গীত সহকারে ঘৃতাচী ও অন্যান্য অপ্সরাগণের প্রবেশ)

গীত

অপ্সরাগণ। নবীন নাগর, রসের সাগর,
মেঘ কোলে দেখ সই! রসিক-রতনে।
বেঁধে রাখি আঁচলে, নয়ন-কাজলে
হারে গেঁথে গলে পরি লো যতনে॥
রসে তনু জর জর, আবেশে অবশ কায়,
কটির বসন খসে, কুল রাখা হ'ল দায়,
চল সখি নিয়ে চল, শ্যাম যদি সঙ্গে যায়—
নয়নে নয়নে খেলি, চুমি চাঁদ বদনে।

শুক্র। ওগো! যেও না যেও না! দাঁড়াও তোমরা—
যাব আমি তোমাদের সনে।
ফিরে চাও—পুন গান গাও।

গীত

অপ্সরাগণ। দুরন্ত মদন, শর সম্মোহন,
হৃদয়ে বিঁধেছে লো!
সরম ভুলে, মরমে গ'লে,
বিরহানলে জ্বলি লো॥
আশার পিয়াসা সহে লো প্রাণ,
অবলা-হৃদয়ে বহে তুফান,
প্রেম-পারাবার, অকূল পাথার,
যৌবন-জোয়ার খরস্রোতে তার—
বালির বন্ধন মানে কি লো॥

[নৃত্য করিতে করিতে সহসা অদৃশ্য হওন।

শুক্র। কই—কই—ভুবনমোহিনীরা কোন্ দিকে গেল? ঐ যে অপ্সরাগণ চতুর্দ্দিক হ'তে পুষ্পবৃষ্টি কর্‌চে! এই সে সংসারের লীলাতরঙ্গ, এটা ত মনেরই কার্য্য! মনই ভাঙ্গে—মনই গড়ে, মনই হাসে—মনই কাঁদে, আমি তার কে? মনকে তার মনের মত কার্য্য কর্‌তে দিই। আমি কর্ম্মে কর্ম্ম ধ্বংস ক'রে, জগৎকে পুরুষকারের অসীম ক্ষমতা দেখাব। অগ্রে স্বর্গসুখ ভোগ ক'রে কামনা ক্ষয় করি, তারপর অন্য কার্য্য; দাঁড়াও—দাঁড়াও সুন্দরীগণ! আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। তোমাদের জন্য আমার এই নীরস সাধনা পরিত্যাগ কর্‌ব।

[চঞ্চলভাবে প্রস্থান।

(ঢেঁকিরামের প্রবেশ)

ঢেঁকিরাম। বাহবা—বাহবা! বিধাতা মেয়েমানুষ সৃষ্টি ক'রে, জগৎটাকে মাতিয়ে তুলেচেন! যত বড় ধেড়ে ইঁদুরই হ'ক, আর ছিট্‌কে ইঁদুরই হ'ক, একবার চারের গন্ধে জাঁতি-কলে এসে প'ড়লে, আর নড়বার চড়বার যোটী নেই! সংসারে আমার যত ভয়, এক মেয়েমানুষকে! নারদ ঠাকুরের কথায়, এই ঢেঁকিরাম শর্ম্মাকে ত্রিসংসারে ঘূরে বেড়াতে হয়। অতি ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে পা ফেলি! ক'ড়ে আঙুল কাম্‌ড়ে, গায়ে থু থু দিয়ে, রাম রাম ব'লে, তার পর ঘর থেকে বার হই। কি জানি বাবা! কোন্ দিন কোন্ বিদ্যাধরী, মায়া ক'রে আমার ঘাড়ে চেপে বসেন! বাপ্‌রে বাপ্! বিদ্যাধরী বেটীরা যেন জগদল পাথর—ধবলগিরি! চাঁদমুখীদের ক্ষমতা কি সামান্য! অমন ভোগবিরাগী শুক্রাচার্য্য, যিনি তাঁর মাতৃহত্যাকারীকে দণ্ড দিতে যোগে ব'সেছিলেন, তিনি আজ কি না অবিদ্যা-কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে, অপ্সরার মায়ায় স্বর্গরাজ্যে ছুটে গেলেন! ধন্য দেবর্ষি নারদের বুদ্ধি! যাই—দেবরাজ ইন্দ্রকে শুভ-সংবাদ দিয়ে, শুক্রাচার্য্যের অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন ক'রতে বলি গে।

"দ্বিজরাজমুখী মৃগরাজকটী,
গজরাজবিনিন্দিতা মন্দা গতিঃ।
যদি সা প্রমদা হৃদয়ে বসতি,
ক্ব জপঃ ক্ব তপঃ ক্ব সমাধিবিধিঃ॥"

যিনি এই মধুর শ্লোকটী রচনা ক'রেছেন, তাঁরে কোটী কোটী প্রণাম করি। দেখো বাবা বিদ্যেধরীগণ! তোমরা আমার ধরম বাবা! শুক্রাচার্য্যের মত এই গরীবের উপর যেন নজর দিও না বাবা! তা হ'লে এই ঢেঁকিরাম, ঘরের ঢেঁকি কুমীর হ'য়ে, তোমাদের সাতগুষ্টির মাথা খাবে। আমিও নারদ ঠাকুরের চেলা। [প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দৈত্যপুরী—রাজসভা

(বৃষপর্ব্বা, মন্ত্রী, গজেন্দ্রসিংহ ও অন্যান্য পারিষদগণ আসীন)

বৃষপর্ব্বা। মন্ত্রিন্! সভাসদ্‌গণ! দুর্ব্বৃত্ত দেবরাজের বিরুদ্ধে বারম্বার যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেও, আমি আজ পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফল পেলাম না। দেবগণ নববলে বলীয়ান্ হ'য়ে, আমাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ ক'রেচে! দেবগর্ব্ব খর্ব্বের উৎকৃষ্ট উপায় এখন কি? দানব-সমাজের উন্নতির জন্যই, মহর্ষি ভৃগুনন্দন সুকৌশলী শুক্রাচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ ক'র্‌লাম। কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে তাঁর আকস্মিক মাতৃবিয়োগ হ'ল। গুরুদেব সেই মাতৃবিয়োগ-শোক-তাপে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ ক'রে,

কোথায় যে চ'লে গেলেন,আজ শত বৎসরেও তাঁর কোন সন্ধান পেলাম না!

মন্ত্রী। দৈত্যেশ্বর! আমি সম্পূর্ণই বিশ্বাস করি যে, দেবগণের কৌশলেই গুরুদেবের মাতৃহত্যা-ব্যাপার সংঘটিত হ'য়েচে। দেবগণের মায়াপ্রভাবেই যদি না হবে, তাহ'লে গুরু-মাতার ছিন্নমুণ্ড সহসা শূন্য হ'তে গুরুদেবের সম্মুখে পতিত হবে কেন?

বৃষপর্ব্বা। নিশ্চয়ই তাই! ধূর্ত্ত দেবগণের ষড়যন্ত্রেই আমাদের এই নিদারুণ গুরুবিচ্ছেদ! এই নিষ্ঠুর কার্য্যের রীতিমত প্রতিফল, দুরাচার দেবগণকে যতক্ষণ না দিতে পারি, ততক্ষণ দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা জীবন্মৃত—অন্তর্দাহে অবসন্ন!

গজেন্দ্র। দৈত্যপতে! গুরুহীন হ'য়েছি ব'লে, দৈত্যসমাজের স্বাভাবিক অধ্যবসায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। আমাদিগকে পদে পদে অপদস্থ, হীনবীর্য্য কর্‌বার জন্য, মায়াবী দেবগণের ওরূপ কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা নূতন কথা নয়। আমরা গুরুহীন হ'লেও, গুরুদেবের সেই অমূল্য বাক্য পুরুষকারের পূজা করি আসুন। তাহ'লেই গুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। গুরুর কৃপায় দৈত্যগণের পুরুষকারের জয়ধ্বনি, স্বর্গরাজ্যের প্রত্যেক দেব-হৃদয় প্রকম্পিত ক'র্‌বে।

বৃষপর্ব্বা। সেনাপতে! তুমি দৈত্যরাজ্যের অমূল্যরত্ন। তোমার বীরদর্প—তোমার জলদগম্ভীরনাদী উৎসাহবাক্য, দৈত্যশোণিত উত্তপ্ত করে। যুদ্ধে বিশ্রাম দিও না; স্বর্গরাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত কর। স্বর্গরাজ্যে দানবের ধর্ম্ম,

দানবের কর্ম্ম, দানব-রীতি-নীতি, দানব-শাসন সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত কর। দেবসমাজ, দৈত্যসমাজ পরিভুক্ত হ'লেই, জগতে দানবশক্তি প্রবল হবে। দানবশক্তি প্রবল হ'লেই দেবনাম জগৎ হ'তে চিরবিলুপ্ত হবে। দেবগণের মূলাধার সেই পরম কপটী বিষ্ণুও সেই সঙ্গে সহায়হীন হীনবীর্য্য হ'য়ে, সম্পূর্ণভাবেই আমাদের করায়ত্ত হবে! তখন জগতের সমস্ত সুখ—সমস্ত আধিপত্য, মনের সুখে ভোগ করা অতি সহজ হবে!

মন্ত্রী। দনুজেশ্বর! দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হ'য়ে, বিধির বিধান লঙ্ঘন করবার চেষ্টা ক'র্‌লে, কখনই আমাদের দৈত্যসমাজের মঙ্গল স্থায়ী হবে না। দেবগণের শাসনের জন্য বিষ্ণুবিদ্বেষী হ'লে, কখনই আপনার উদ্দেশ্য সফল হবে না। একমাত্র ভক্তির দ্বারা তাঁরে বাধ্য ক'র্‌তে পার্‌লে, দেবগণ সম্পূর্ণরূপেই আপনার অধীনতা স্বীকার ক'র্‌বে।

বৃষপর্ব্বা। বীরকার্য্যে আত্মসমর্পণে,
উচ্চ আশা করিব পূরণ!
উচ্চকার্য্যে চেষ্টা নাহি যার,
ধিক্ তার জনম সংসারে!
বীরদর্পে উন্নতির পথে,
বৃষপর্ব্বা চলিবে নিয়ত।
বাহুবলে ব্রহ্মাণ্ড-শাসনে,
বিশ্ব-রত্ন করিবে হরণ।
বিধাতার সুখের ভাণ্ডার,

একমাত্র দানবের হবে অধিকার !
দেবগণ নহে কি কপটী ?
শ্রীবিষ্ণু কি নহে পাপাচারী ?
পক্ষপাতী স্বার্থপর বিষ্ণু দুরাচারে,
পরম ঈশ্বর ভাবি পূজিবে দানব !
ছল করি অবিচারে অন্যায়-সমরে,
বিনাশিল দৈত্যবীরগণে !—
এই কি বীরের ধর্ম্ম তার ?
ঈশ্বরে থাকে কি কভু পক্ষপাতদোষ ?
সে ধূর্ত্তের মায়াদর্প টুটিবে দানব,
স্বর্গরাজ্যে দৈত্যগণ করিবে বিহার।

(ঢেঁকিরামের প্রবেশ)

ঢেঁকিরাম। দৈত্যেশ্বর! আপনাকে আশীর্ব্বাদ করি, শীঘ্র দেবতাবেটাদের দেবত্ব কেড়ে নিন্। স্বর্গনরক—পাপপুণ্য সব একাকার ক'রে দিন্। স্বর্গে যাবার একটা সোজা সিঁড়ী গ'ড়ে, যারে তারে গোঁফে তা দিতে দিতে হেল্‌তে দুল্‌তে স্বর্গে যেতে দিন্। সুরগুরু বৃহস্পতি, ক্রোধভরে স্বর্গ পরিত্যাগ ক'রে, কোথায় পালিয়েছেন! এই সুযোগে দেবতাবেটাদের দর্পচূর্ণ করুন। এবার যেন দেবতাবাবাজীদিগে, চিড়ে কুট্‌তে ছুতোর-পাড়ায় যেতে হয়!

বৃষপর্ব্বা। দেবর্ষি নারদ আর তোমার যেরূপ দৈত্যগণের উপর কৃপাদৃষ্টি, তাতে শীঘ্রই আমরা কর্ত্তব্যকার্য্যে ব্রতী হব।

একবার কোনরূপে গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের অনুসন্ধান পেলেই, এই সুযোগে জগৎ হ'তে দেবনাম চিরবিলুপ্ত করি।

ঢেঁকিরাম। দৈত্যরাজ! আপনারা শুনে সকলেই চমকিত হবেন! আপনাদের গুরুদেব শুক্রাচার্য্য, কপট দেবতাদের মায়ায় যেরূপে আছেন, সেই সংবাদ বিশেষরূপে জেনে, দেবর্ষি নারদ আপনাকে সে সকল কথা বল্‌তে, আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

বৃষপর্ব্বা। আমার প্রতি দেবর্ষির যথেষ্ট স্নেহ। আমরা এতক্ষণ সেই বিষয়েরই আন্দোলন ক'র্‌ছিলেম। শীঘ্র বল, দুষ্ট দেবতাগণের চক্রান্তে প'ড়ে, গুরুদেব শুক্রাচার্য্য এখন কোথায়?

ঢেঁকিরাম। মহারাজ! আপনার কথা মাথায় রেখে আগে বলি যে, স্বর্গের অপ্সরা বিদ্যাধরীবেটীদিগে আগে বেশ জব্দ ক'রে দিন্। বেটীদের চোখে ঐ চক্‌মকে তলোয়ার গুঁজে দিয়ে, চোখ-ঠারা বার ক'রে দিন্। একটা গোয়ালঘর তয়ের ক'রে, সব বেটীকে সারি সারি বেঁধে রাখুন। বেটীদের উড়্‌বার পাখা কেটে দিয়ে, ছোলা মটর ভূষিমাল খেতে দিন্। বেটীরা সব কাঁচাখেগো দেবতা মহারাজ! কাঁচাখেগো দেবতা!

বৃষপর্ব্বা। অ্যাঁ! বল কি? তবে কি গুরুদেব শুক্রাচার্য্য, কোনও বিদ্যাধরীর মায়ায় প'ড়ে, তাঁর প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হ'য়েছেন না কি?

ঢেঁকিরাম। আজ্ঞে—সে কথা আর ব'ল্‌ব কি! দেবর্ষি অনেক কষ্টে সন্ধান ক'রেছেন। ঘৃতাচী ব'লে একটী অপ্সরা,—

বেটী যেন সূয্যিমামার রথ! যোগহাগ জপতপ সব ভুলে, আপনাদের গুরুজী এখন হাঁফাতে-হাঁফাতে সেই রথ টান্‌ছেন!

বৃষপর্ব্বা। অ্যাঁ—বল কি! অতি আশ্চর্য্য কথা! সামান্যা অবলা রমণীর প্রলোভনে, গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের ন্যায় মহাপুরুষ উন্মত্ত হ'লেন! অবলার এত পরাক্রম!

ঢেঁকিরাম। আজ্ঞে—তাঁরা স্বর্গের বিদ্যাধরী, নেহাৎ অবলা নয়! মধুকৈটভের বাবা! গজকচ্ছপের পোয়াতি! বেটীরা সেজেগুজে হাওয়ার সঙ্গে হেলে দুলে, সোনার মেঘের কোলে ব'সে, চারি পাশে ঘূরে বেড়ায়। আর মনের মত পুরুষমানুষ দেখ্‌লেই, যেন পাকাকলা গিলে বসেন!

বৃষপর্ব্বা। সেনাপতি! সচিব! এতক্ষণে দেবর্ষি নারদের কৃপায়, আমাদের সকল রহস্যই ভেদ হ'ল! এই কথা সম্পূর্ণই সত্য! যে গুরুদেব পলকের জন্যও দৈত্যগণের হিত-চিন্তায় নিশ্চেষ্ট থাক্‌তেন না, তিনি আজ শতবৎসর নিরুদ্দেশ! তাহ'লে এখন উপায় কি? গুরুদেবকে কিরূপে প্রকৃতিস্থ করি?—কিরূপে দৈত্যপুরে আনয়ন করি?

ঢেঁকিরাম। বিদ্যাধরীবেটীরা নানা মায়ায় ভুলিয়ে, শুক্রাচার্য্যকে বাঁধনের উপর বাঁধন দিয়ে যাদু ক'রেছে! ঘাড়গুঁজে রেখেছে! ঘৃতাচীর গর্ভে শুক্রাচার্য্যের এক কন্যা জ'ন্মেছে। সেই মেয়েটী এখন ঘৃতাচীর আলয়েই প্রতিপালিতা হ'চ্ছে।

বৃষপর্ব্বা। ঠিক কথা! অসম্ভব কিছু নাই ভবে।

পরম-মায়াবী দুষ্ট চক্রধারী-হরি,
দৈত্যকুল সংহারিতে ক'রেছে এ কাজ !
সত্য হ'ক্ মিথ্যা হ'ক্,—সন্দেহ-আগুনে—
দিবানিশি অন্তর্দাহে পুড়ে মরি কেন ?
দৈত্যের মঙ্গলহেতু দেবর্ষি নারদ,
দয়া করি দিয়েছেন সত্য উপদেশ !
যুদ্ধসজ্জা দেবোদ্দেশে কর সেনাপতি !
মহর্ষি ভৃগুর পাশে চলিলাম আমি।
এ ঘটনা সবিস্তারে বলিগে তাঁহারে,
ফিরে এসে দেবগণে দিব প্রতিফল !
কুবের বরুণ অগ্নি শমনে বাসবে,
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি কারাগারে দিব,
দেববালা হবে দৈত্য-চরণ-সেবিকা !

গজেন্দ্র। এই যুক্তি স্থির দৈত্যরাজ !
আমি যাই যুদ্ধ-আয়োজনে,
দলে দলে দেবগণে আনিব বাঁধিয়া।

বৃষপর্ব্বা। দেবর্ষির সঙ্গে যুক্তিমত, শীঘ্রই আমি এই সমস্ত কার্য্যে ব্রতী হব। আজ হ'তে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ ক'রে, মায়াবী দেবগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে, আমার দেহের প্রত্যেক রক্তকণিকা, দেব-বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'র্‌লাম। দেখি—দেখি, দেবতার কত অহঙ্কার !

[ঢেঁকিরাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(৩ নং গীত)

ঢেঁকিরাম। দৈত্যগণ! আমিও তোমাদিগে বলি বাবা! বেশী ক'রে জাল তৈয়ার ক'র্‌তে দাও। চুপি চুপি যাও—স্বর্গ-রাজ্য থেকে বিদ্যাধরীগুলোকে ধ'রে আন। স্বর্গরাজ্য হ'তে বিদ্যাধরীর ভয় ঘুচলেই আমি বাঁচি বাবা! তারা দানবরাজ্যের মাঠে ঘাস খেয়ে চ'রে বেড়াক্—নিরীহ মুনি-ঋষিদের আর চঞ্চলমনা নব্য যুবকদের হাড়ে বাতাস লাগুক্ বাবা!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভৃগুর আশ্রম

(সক্রোধে ভৃগুর প্রবেশ)

ভৃগু। (প্রবেশ করিতে করিতে) দুরাত্মা দেবগণের এতদূর দুঃসাহস! বারংবার আমার সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা! দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার মুখে যে সমস্ত ঘটনা অবগত হ'লাম, সে সমস্ত ঘটনা কি সত্য! নিষ্ঠুর দেবগণের এতদূর নিষ্ঠুরতা—কপটতা! একবার নিদারুণ পত্নী-বিয়োগ-যন্ত্রণা অম্লান-বদনে বুক পেতে সহ্য ক'রেছি। কিন্তু এবার আর নয়! দুষ্ট অপরিণামদর্শী কাল, যদি আমার প্রাণাধিক পুত্র শুক্রকে তার করাল-বদনে গ্রাস ক'রে থাকে, তাহ'লে আজই সেই দুরাত্মা আমার

নিকট উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। চতুর্দ্দশভুবনবাসী দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ মানব! অথবা পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা! তোমরা বল, আমার প্রাণাধিক শুক্র কোথায়? দুঃসহ পত্নী-বিয়োগ-শোক ভুলবার জন্য, আমি শতবৎসরব্যাপী নির্ব্বিকল্প-সমাধি অবলম্বন ক'রেছিলাম—জগতের অস্তিত্ব ভুলেছিলাম! কিন্তু আজ আবার সেই শোক-তাপ-ক্রোধ-পূর্ণ সংসারীর হৃদয় ল'য়ে—জগৎবক্ষে দণ্ডায়মান হ'য়ে, অগ্রে সবিনয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করি, আমার প্রাণাধিক সন্তান নয়নানন্দ শুক্রে কোথায় বলে দাও? কই—কেউ ত আমার কথার উত্তর দিলে না! সকলেই নিস্তব্ধ হ'য়ে, ভৃগুর কথার অবমাননা কর্‌লে! অথবা অন্যের প্রতি দোষারোপ কর্‌বার প্রয়োজন নাই। ধ্বংসকার্য্যের নিয়ন্তা—সেই সর্ব্বগ্রাসী নিষ্ঠুর কালকে স্মরণ করি। তারেই শুক্রের কথা জিজ্ঞাসা করি, তারপর অভিশাপে জগতের অস্তিত্ব লোপ ক'র্‌ব—দুষ্ট কালকেও ক্রোধানলে ভস্মসাৎ ক'র্‌ব। রে সর্ব্বপ্রাণীপ্রপীড়ক নিষ্ঠুর কাল! বল্, আমার শুক্রে কোথায়? নচেৎ এই মন্ত্রপূত শাপোদক গ্রহণ ক'রে, কালনাম বিলুপ্ত ক'রব—ত্রিভুবনবাসীর মৃত্যুভয় দূর কর্‌ব। শুক্র-বিহনে আজ ধ্বংস! ধ্বংস! ধ্বংস! (কম্পন)

(কম্পিতভাবে কালের প্রবেশ)

কাল। (সভয়ে প্রবেশ করিতে করিতে)

কি কর কি কর ঋষিরাজ!

কেন দাও অভিশাপ নির্দ্দোষী কালেরে ?
কিসে আমি অপরাধী তোমার চরণে ?
জ্ঞানী হ'য়ে কেন কর অজ্ঞানীর কাজ ?

ভৃগু। কি হে কাল ! কিসে হ'ল এত অহঙ্কার ?
যোগাচারী ঋষিদের শান্তির সংসারে,
জ্বেলে দিস্ শোকের আগুন !
ভোগী—রোগী—স্বেচ্ছাচারী—দুরাশার দাস—
সাধারণ জীবসনে ঋষির তুলনা !

কাল। অকারণ মোরে দোষ দাও ঋষিবর !
আমার ইচ্ছায়—কিছু নাহি হয়—
অনন্তকালের স্রোতে ভাসে এ সংসার !
ইচ্ছাময় হরি, দাসে উপলক্ষ করি—
ভাঙ্গেন গড়েন কত অবিদ্যা-কুহকে।

ভৃগু। হরি হ'ক্, হর হ'ক্ কিম্বা তুমি কাল !
এনে দাও ত্বরা করি প্রাণের কুমারে।
শুক্র বিনা হবে আজ বিশ্বের বিলয়,
তুমিও সকর্ম্মোচিত পাবে প্রতিফল।

কাল। এ ধরায় একভাবে স্থায়ী কিছু নয়,
আসে যায় কর্ম্ম স্রোতে তৃণের মতন !
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু যম ব্রহ্মা শিব হরি,
কত হয় কত লয় কালের উদরে !
জ্ঞানের আকর জিষ্ণু তুমি ঋষিবর !

আমি কাল, উপদেশ কি দিব তোমায় ?
আজ যে তোমার ছিল, কাল সে আমার,
ভেবে দেখ কেবা তুমি আমিই বা কার ?
প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র ভেবে যারে,—
নিতান্ত তোমার ব'লে করিলে পালন,
সে এখন কাল-কোলে ক'রেছে শয়ন—
সেই পুত্রে শুক্ররূপে-না পাইবে আর !
কারও দোষ নাই ঋষি ! নিজ কর্ম্মদোষে,
তব পুত্র শুক্র ভাসে জন্ম-মৃত্যু-স্রোতে !

ভৃগু ! কি বলিলে ?—মম শিরে কি বাজ হানিলে ?
প্রাণাধিক পুত্রধনে না পাইব আর !
করালবদনে তারে ক'রেছ চর্ব্বণ ?
হা পুত্র ! হা প্রাণাধিক ! কোথা আছ তুমি ?
কোথা তোর সেই রূপ মদনমোহন !
আয় বাপ্ ! পিতা ব'লে ডাক্ একবার,
হৃদয় শীতল কর্ আলিঙ্গন দিয়ে !
হায় ! হায় ! দুর্নিবার পুত্র-শোকানল,
তপোবল ধৈর্য্যনাশ করিল আমার !
হা শুক্র ! হা প্রিয়তম হৃদয়-রতন !
কেমনে ভুলিব তোর সে চাঁদবদন,
অকালে কালের কোলে ত্যজিলি জীবন ! (রোদন)

কাল। বৃথা কাঁদ ! ধৈর্য্য ধর হে ঋষিপ্রবর !

কিছু নয় সুখদুঃখ বিয়োগসংযোগ,
অলীক সকলই ভবে নিশার স্বপন !
সাগরের জল যথা সূর্য্যের কিরণে,
মেঘরূপ ধরি ছুটি দিক্‌দিগন্তরে—
পুনর্ব্বার জলরূপে হয় পরিণত,
তেমতি জীবের আত্মা অবিনাশী হ'য়ে—
কালরূপ রবি-তাপে হয় রূপান্তর !

ভৃগু। কোন কথা না শুনিব—না করিব ক্ষমা,
আর না মানিব শাস্ত্রতত্ত্ব-উপদেশ।
অকালে বিনষ্ট হয় ভৃগুর নন্দন—
নাহি সয় ! ভৃগু কি রে তপোবলহীন ?
দেখ্‌, রে দুরন্ত কাল ! ভৃগুর বিক্রম,
অভিশাপে ভস্মসাৎ করি তোরে আজ !
ধ্বংস ! ধ্বংস ! ধ্বংস ! (সক্রোধে শাপোদকগ্রহণ)

কাল। (সভয়ে ঊর্দ্ধকরে)
রক্ষ রক্ষ নারায়ণ ! ভকতবৎসল !
প'ড়েছি বিষম দায়ে বিপদবারণ !
রাখ পায়—প্রাণ যায় মহর্ষির ক্রোধে,
ভীত ভক্তে রক্ষা কর হে ভয়ভঞ্জন !

(সহসা বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। কি কর ক্রোধান্ধ হ'য়ে জ্ঞানী মহাজন !
ভ্রমবশে শাপ দাও কারে তুমি আজ ?

তুমি! তুমি আজ শোকাচ্ছন্ন মায়াতুর এত!
সংসারের মায়ানাশ যদিও কঠিন,
কিন্তু ঋষি! এতদিন যোগাসনে বসি—
দিবানিশি একমনে ভাবি ব্রহ্মপদ,
অদ্বিতীয় তত্ত্বমসি জ্ঞানলাভ করি,
এই কি সে সাধনার পরিণাম-ফল?

(৪ নং গীত)

ভৃগু। কে তুমি নিষ্ঠুর হরি! প'ড়েছে কি মনে?
অভাগা ভৃগুরে হরি স্ত্রী-পুত্র-হীন,
মর্ম্মে হেনে নিদারুণ পুত্র-শোক-শেল—
প্রতীকার করিতে এসেছ এ সময়!
যথেষ্ট ক'রেছ দয়া, আর কাজ নাই,
ফিরে যাও নাহি চাই করুণা তোমার—
নাহি চাই ওহে ছল! তত্ত্ব-উপদেশ!
সম্মুখে দাঁড়ায়ে দেখ ক্ষমতা আমার,
সমুচিত দণ্ড দিই পুত্রহন্তা কালে!

বিষ্ণু। ছিঃ! এই সামান্য মায়া-পরীক্ষায় এত ভয় পেলে?—কাঁদ্‌লে? ভৃগু! তপোবলে তুমি যে আমার অভেদ-হৃদয় হ'য়েছ, সে কথা কি ভুলে গেছ? যে তোমার চরণের মহিমা বাড়াবার জন্য, ঐ পবিত্র পদচিহ্ন বুকে এঁকে রেখেছি, সেই তুমি আজ এত মায়ান্ধ! তোমার প্রাণের পুত্র শুক্র, পুরাণ ছেঁড়া কাপড় ফেলে রেখে, নূতন কাপড় প'রে—নূতনরূপ

ধারণ ক'রেছে। তোমার তাতে ক্ষতি কি? মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানগাম্ভীর্য্যের সাগর তুমি। সামান্য লোষ্ট্রের আঘাতে সাগর বিচলিত হ'ল! নিজের অন্তর অনুসন্ধান কর—নিজের জড় দেহের পরিণাম চিন্তা কর—প্রাণায়ামে চিত্তবৃত্তি রোধ কর, তাহ'লেই জগৎ কি, বুঝবে—আর তুমি আমি কে, বুঝ্‌বে।

ভৃগু। কপট! তুমি যখন নিজের মায়ায় নিজেই আচ্ছন্ন,—তুমি যখন নিজের মায়ায় নিজেই ভয় পাও, তখন অজ্ঞান ভৃগু যে তোমার পরীক্ষায় ভয় পাবে, তা আর আশ্চর্য্য কি? মায়াময়! ছলনাময়! লীলাময়! স্ত্রী-পুত্র সংসারের মায়া যতই ত্যাগ কর্‌বার চেষ্টা করি, ততই যেন কি এক স্নেহের টান—কি এক আকাঙ্ক্ষা—কি এক প্রাণের অস্ফুট ব্যথা, হৃদয়কে বড়ই ব্যাকুলিত করে। মনোময়! কথায় ব'লে তোমায় আর কি জানাব? অন্তর্য্যামী তুমি অন্তরে থেকে সকলই বুঝ্‌তে পার্‌চ। সংসার যে মায়াময়, এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু হরি! সেই ভীষণ মায়ার হাত এড়িয়ে, সংসারে কয়জন তোমায় চিন্‌তে পারে? কয়জন তোমায় পেয়ে, স্ত্রী-পুত্র সাধের সংসার ভুল্‌তে পারে? জানি হরি! তোমায় একবার পেলে, সংসারের কোন দ্রব্যের উপর আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সে সমস্ত জেনেশুনেও আজ মূর্খ হ'য়েছি—প্রাণের শুক্রের জন্য হৃদয়ের বিবেক-বল হারিয়েছি। বল দয়াময়! আমার প্রাণ-কুমার শুক্ররূপ ত্যাগ ক'রে, কোথায় কোন্ মূর্ত্তি ধ'রে, আবার কার সঙ্গে নূতন বাপ-মা সম্পর্ক পেতেছে?

বিষ্ণু। বৎস! কামনাবশে জীবের আত্মার গতি কখন্ যে কি হয়,—আত্মারামের খেলা যে কিরূপ রহস্যপূর্ণ, উগ্রসাধক ভিন্ন অন্য কেউ তা সহসা বুঝতে পারে না। জীবগণের স্বপ্নময় মন নিজ নিজ বাসনামত, নানাভাবে ব্রহ্মাণ্ড ঘূরে বেড়ায়। জন্মান্তরের কথা যদি অন্যান্য সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ের মত সকলেই জান্‌তে পার্‌ত, তাহ'লে সংসারের এই অপূর্ব্ব লীলাখেলা কিছুই থাক্‌ত না।

ভৃগু। কপট! ছল! এখনও আবার ছলনায় ভুলাচ্চ? কল্পনায় কোটীবিশ্ব ভাঙ্গ গড়, সেই তুমি আজ শুক্রের জন্মান্তরের কথা ব'ল্‌তে পার না! তুমি সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে, কালকে বিনাশ ক'রতে বাধা দিলে,—ভালই হ'ল। তবে আরও একটু দাঁড়াও হরি! হরিহরি ব'লে, পুত্র-শোক-সন্তপ্ত দেহ বিসর্জ্জন করি—পুত্র-শোকানল নির্ব্বাণ করি।

বিষ্ণু। মহর্ষি! তোমার ন্যায় ভক্তরত্নের নিকট আমার কিছুই গোপন নাই। আর অকারণ শোক ক'র না। তুমিও স্বপ্ন দেখ্‌চ—তোমার পুত্র শুক্রও স্বপ্নের ঘোরে ঘূর্‌চে। তোমার কাতরতা দেখে, সেই স্বপ্নের ঘোর আজ ভেঙ্গে দিই। শোন বৎস! তোমার পুত্র শুক্র, ঘৃতাচী অপ্সরার কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে—স্বীয় পুণ্যবলে কিছুদিন অপ্সরা-সহবাসে স্বর্গসুখ ভোগ করে। সঞ্চিত পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গচ্যুত হ'য়ে, শুক্রের আত্মা শিশিরবিন্দুর সঙ্গে ভূতলে পতিত হয়। কিছুদিন কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী দেহ ধারণান্তর, এখন বাসুদেবনামে ব্রাহ্মণ-কুমার-

মূর্ত্তিতে—পবিত্র তমসানদীর তীরে যোগে ব'সে, আমার সাধনা করচে। যে শুক্র আমার সঙ্গে শত্রুতাচরণ কর্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়েছিল, সেই শুক্রই আজ বাসুদেবমূর্ত্তিতে ভক্তিভরে আমায় ডাক্‌চে! শুক্রের সেই পূর্ব্বদেহ, ঐ দেখ তৃণগুল্ম আচ্ছাদিত হ'য়ে, কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট প'ড়ে আছে। শুক্রের আত্মা বাসুদেবরূপে এখন সংসার-সাগরে ভাস্‌চে।

ভৃগু। হরি হে! ধন্য তোমার কুহক! ঐ কঙ্কালই কি আমার প্রাণাধিক শুক্রের মৃতদেহ? ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হে! আপনার পদে ধরি, বাছার ঐ কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার করুন। প্রাণের নন্দনকে পূর্ব্বরূপে একবার দর্শন ক'রে সংসারের শেষ-কামনা পূর্ণ করি! আবার নির্ব্বিকল্প-সমাধিপথে গমন করি।

কাল। অদ্ভুত—অদ্ভুত হরিলীলা!
কথা শুনে ভক্তিভরে রোমাঞ্চিত দেহ!

বিষ্ণু। বৎস! ভক্তকে আমার অদেয় কি আছে? আমি ভক্তের দাস হ'য়ে, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। এস এস বিষ্ণুদূতগণ! তোমরা হরিভক্তিপরায়ণ, যোগমগ্ন মহাত্মা বাসুদেবের পবিত্রমূর্ত্তি, শীঘ্র এইস্থানে নিয়ে এস!

(বাসুদেবকে লইয়া গীত গাহিতে গাহিতে বিষ্ণুদূতগণের প্রবেশ)

গীত

বিষ্ণুদূতগণ। আয় আয় আয় দিন ব'য়ে যায়
হরিপদ-তরি করিগে আশ্রয়।

হেথা মিট্‌বে না রে প্রাণের তৃষা—
দেখ্‌বি শুধু আশার স্বপন।
কত কে এ ভবে, খেলিতে এসেছে,
খেলায় হেরে কেঁদে ফিরে চ'লে গেছে,
সুধার ক্ষুধা কবে গরলে মিটেছে—
বিনা হরিপদ সুশীতল ছায়॥
ভবের খেলা ভুলে যাও, হরিগুণ গাও,
হরিপ্রেমে প্রাণ মাতায়ে নাচিয়ে বেড়াও ;
নেয়ে সেজে হরি ঐ যে পারে যায়॥

গীত

বাসুদেব। মদনমোহনরূপে, মন কে আমার মজালে গো।
বল বল হেথা কে আনিলে,—আমি কোথায় ছিলাম গো॥
দেখি দেখি আমি জেগে আছি কি না,
মনে পড়ে কি না গো।
রূপ দেখে সব ভুলে গেছি—
সেই রূপ-সাগরে ডুবেছি গো।
আজ মায়ার আঁধার কেটে গেল ;—
(স্বরূপ সজ্ঞানে) আদি অন্ত অভাব হ'ল ;
আমি ভাস্‌চি যেন, ভাবের তুফানে ;
আমি হারিয়ে গেছি গো।
আমার আমিত্ব আর আমাতে নাই—
হারিয়ে এসেছি গো।

ভৃগু। হরি হে মনোময়! এই কি আমার প্রাণের পুত্র শুক্র? কই হরি! সে দেহ নাই—সে রূপ 'নাই! সেই

পূর্ব্বস্মৃতি নাই! কিসে আমি জান্‌ব যে, এই বাসুদেব ব্রাহ্মণ-কুমারই পূর্ব্বজন্মে আমার পুত্র শুক্র ছিল?

বিষ্ণু। বৎস! উতলা হ'য়ো না। ক্ষণমধ্যে সকলই জান্‌তে পার্‌বে। মানবদেহ ধারণ ক'রে, পূর্ব্বজন্মের ঘটনা স্মরণ করা অতীব কঠোর সাধনা! তবে আমার কৃপায় ক্ষণমধ্যেই ঐ বাসুদেবরূপী ব্রাহ্মণকুমারের পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ হবে। বৎস বাসুদেব! তুমি কে ছিলে? তোমার মায়া নাশ ক'র্‌লাম—নির্ম্মল স্বচ্ছজ্ঞান লাভ কর।

গীত

বাসুদেব। হরি! তুমি চতুর সেক্‌রা হ'য়ে,
আত্মারূপ এই সোণা নিয়ে—
গালাই ক'রে ঢালো জন্ম-ছাঁচে গো।
আমি আগে ছিলাম কণ্ঠের হার,
এখন ধূলায় লোটাই—যেন পায়ের তৃণ গো॥
কতই কেঁদে কাঁদিয়ে এলাম,
পুতুল খেলা খেলে গো।
হরি! তোমার খেলা সকল ফাঁকি;
ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখা গো॥

বিষ্ণু। বাসুদেব! তোমার পূর্ব্বজন্মের পিতা মহর্ষি ভৃগুকে চিন্‌তে পার্‌চ না? যোগবলে ঐ দেহ হ'তে আত্মা পরিচালিত ক'রে, তোমার পূর্ব্বমূর্ত্তি শুক্রের ঐ কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেহে প্রবেশ কর।

গীত

বাসুদেব। মদনমোহনরূপে, মন কে আমার মজালে গো।
বল বল হেথা কে আনিলে,—আমি কোথায় ছিলাম গো॥
দেখি দেখি আমি জেগে আছি কি না,
মনে পড়ে কি না গো॥

বিষ্ণু। বিষ্ণুদূতগণ! তোমরা এই পরম হরিভক্ত বাসুদেবের পবিত্র দেহের সৎকার কর গে।

[পূর্ব্বোক্ত গীত গাহিতে গাহিতে বাসুদেবকে লইয়া বিষ্ণুদূতগণের প্রস্থান।

বিষ্ণু। মহর্ষি! ঐ শূন্যদেশে দৃষ্টিপাত করুন। আপনার পুত্রের আত্মা জ্যোতির্ম্ময়রূপে অবস্থান ক'রচে। শুক্রের ঐ কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেহে, আপনার ঐ কমণ্ডলুস্থিত পবিত্র জল নিক্ষেপ করুন। অচিরেই আপনার পুত্রকে শুক্ররূপে দেখতে পাবেন। বৎস! সংসারে আমার শত্রুও নাই—মিত্রও নাই। তোমার ন্যায় ভক্তের অনুরোধে, আজ আমার শত্রু শুক্রাচার্য্যের মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন দান ক'রলাম। আমার কার্য্য শেষ হ'য়েচে। তোমার পুত্র শত্রুভাবে মধ্যে মধ্যে আমায় দেখতে পাবে। এস কাল! (অদৃশ্য হওন)

কাল। কাল নাম ছলনা আমার,
হরিমাত্র জগতের সার!
হরিভক্ত হবে যেই জন,
তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ কালের শাসন!
যে চায় এড়াতে ভবে শমনের ভয়,

সে যেন সংসারে লয় হরিপদাশ্রয়।
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল
প্রাণভ'রে বল সবে হরি হরিবোল!

[প্রস্থান।

ভৃগু। (কমণ্ডলুর জল লইয়া) শান্তি—শান্তি—শান্তি! হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল! (শুক্রের দেহের কঙ্কালে শান্তিজল নিক্ষেপ)

(সহসা শুক্রের আবির্ভাব)

শুক্র। পিতঃ পিতঃ! আপনার হতভাগ্য পুত্র শুক্র, এতদিন স্বীয় পুরুষকার হারিয়ে—অবিদ্যাকুহকে মুগ্ধ হ'য়ে, কর্ম্মদোষে, প্রবৃত্তিদোষে নানা যোনী পরিভ্রমণ ক'রে এল। দয়াময়! পুত্রবৎসল! সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি, অজ্ঞান সন্তানের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। (পদতলে পতন)

ভৃগু। উঠ বৎস! তোমায় যে পুনর্ব্বার পাব, এ আশা আমার ছিল না। আমার কৃপায় নয়—সেই ইচ্ছাময় দয়াময় হরিই তোমায় এই অনন্ত জন্মচক্র হ'তে উদ্ধার ক'র্লেন! তাঁরেই ধন্যবাদ দাও—তাঁরই চরণে অচলা ভক্তি রাখ।

শুক্র। পিতঃ! আমি অন্য হরির উপাসনা ক'র্তে ইচ্ছা করি না। আপনার ন্যায় মূর্ত্তিমান্ প্রত্যক্ষ হরি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক্তে, আমি অন্য হরির পূজা ক'র্ব কেন? কর্ম্মফল সত্য হ'ক্—দৈববল সত্য হ'ক্—কার্য্যের মূলে মূলাধার বিষ্ণুর

প্রচ্ছন্নশক্তি বর্ত্তমান থাকুক্; আপনার পুত্র শুক্র, আপনার চরণে ভক্তি রেখে—আপনাকেই একমাত্র উপাস্য স্থির ক'রে, তারা তারা ব'লে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে ব্রতী হবে। আজ হ'তে রমণীজাতিকে মাতৃভাবে সন্দর্শন ক'র্‌ব। যে দিন এ হৃদয়ে নিমেষের জন্যও কামভাবের আবির্ভাব হবে, সেই দিন স্বহস্তে এই পাপ-হৃদয় উৎপাটন ক'রে, জ্বলন্ত অনলে নিক্ষেপ ক'র্‌ব। এবার দেখি, আমার উৎকট সাধনায় বাধা দেয় কে ?

(ঘৃতাচী ও দেবযানীর প্রবেশ)

গীত

দেবযানী। বল মা ! কোথা পিতা আছে গো আমারি।
জানি জননী আমি, স্বরগে ফুটেছিনু –
কে জানিত ঋষির কুমারী।
স্বরগ সুষমা এত আছে কি মা সে ধরায়,
শুনি সেথা সদাই ব্যথা, ঝরে আঁখি বারি॥
সেথা কি ফুলের কুঁড়ি, ফুটিয়ে শুকিয়ে যায়,
সেথা কি বিরহে জ্বলে অভাগিনী নারী।

গীত

ঘৃতাচী। চল্ মা নূতন জীবন ল'য়ে, তোমার জনক-ভবনে।
দেবদুখহরা হ'য়ে, গৌরব ছড়াও ভুবনে॥
প্রাণের কথা লুকিয়ে রেখে—
রক্ষা ক'রো দেবগণে ;—
গর্ভে তোমায় ধ'রেছি মা,
দানব-শাসন কারণে॥

শুক্র। (সচকিতে) ও কি! আবার যে সেই সঙ্গীত-ধ্বনি! পিতঃ! পিতঃ! দেখুন, দুর্ব্বৃত্ত মায়াবী দেবগণের কতদূর দুরভিসন্ধি! আমায় আবার রমণী-প্রলোভনে মুগ্ধ ক'রে, সাধনা পথ-ভ্রষ্ট ক'র্‌চে! (সক্রোধে দৃষ্টি)

ঘৃতাচী। (জনান্তিকে দেবযানীর প্রতি) চল মা! মর্ত্ত্যধামে গিয়ে, সকলই স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাবে। মর্ত্ত্যধামে যে সকল অমূল্য-পুরুষ আর রমণীরত্ন আছে, স্বর্গপুরে তা নাই। স্বর্গপুরী জীবের ভোগক্ষেত্রমাত্র। কর্ম্মভূমি ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে অমূল্য-রত্ন বর্ত্তমান! স্নেহ—দয়া—ভালবাসা—নিঃস্বার্থ-পরতায় তাঁদের হৃদয় পরিপূর্ণ। ভারতে এমন সব ধার্ম্মিক—চরিত্রবান্ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ আছেন যে, তাঁরা স্বর্গসুখকে অতি তুচ্ছজ্ঞান করেন। (প্রকাশ্যে শুক্রের প্রতি) ঋষিবর! এ সময় একবার পূর্ব্বের কথা স্মরণ করুন। আমায় চিন্‌তে পারেন কি?

শুক্র। পাপীয়সি! দুশ্চারিণি! তোরা কে? দুর্ব্বৃত্ত ইন্দ্রের পরামর্শে আবার তোরা আমার সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্‌তে এসেচিস্? তোরা একবার মোহিনীমায়ায় আমায় স্বর্গরাজ্যে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলি! আমার আত্মার অধোগতি ক'রেছিলি! পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গচ্যুত হ'য়ে, এতদিন নানারূপে সংসারজ্বালা ভোগ ক'র্‌ছিলাম; শেষে দয়াময় পিতার চরণ-কৃপায় নিষ্কৃতি-লাভ ক'রেচি—কর্ত্তব্যপথ চিনেচি।

ঘৃতাচী। ধার্ম্মিক সাধক-মুখে,
ঐ কি কথা শুনি ঋষিরাজ!

পত্নীভাবে অভাগীরে করিলে গ্রহণ,
কত আশা দিলে এ দাসীরে—
আজ তবে কেন হে বিরূপ ?
স্বর্গরাজ্যে যে সময়ে ছিলে তুমি প্রভো!
সে সময়ে মম গর্ভে তোমার ঔরসে,
জনমিল এ কন্যা-রতন!
রূপবতী গুণবতী—বালিকা-তনয়া,
পিতৃপদ দরশনে এসেচে হেথায়।

শুক্র। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! শুনিতে না চাহি পাপ-কথা!
মায়াবিনী তোরা,—দেবগণ পরম মায়াবী।
আবার সংসার-ফাঁদে বাঁধিতে আমারে,—
সত্য-পথ-ভ্রষ্ট করিবারে——
দেবতার ষড়যন্ত্রে এসেচিস্ তোরা!

ঘৃতাচী। ধর্ম্মসাক্ষী,—এক বর্ণ মিথ্যা যদি হয়—
ডুবি যেন অনন্ত-নরকে।
সত্য সত্য এ বালিকা তনয়া তোমার,
যাহা ইচ্ছা কর ঋষি! ধর্ম্ম লক্ষ্য করি।
ধ্যানযোগে ঋষিদের কিবা অবিদিত,
কি সাধ্য তোমার সনে করি প্রতারণা!

দেবযানী! পিতঃ! পিতঃ!
জন্মদাতা পিতা হ'য়ে নিষ্ঠুরের ন্যায়,
তনয়ারে কেন নাহি দাও পদাশ্রয় ?

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা দেব-দেবীগণ—
সবে জানে তুমি প্রভো! জনক আমার।
স্বর্গবাসী সত্যবাদী ওহে দেবগণ!
এই কথা সত্য কি না বল হে তোমরা।

দৈববাণী। হে মহাত্মা ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্য! ঐ বালিকা তোমারই ঔরসজাতকন্যা। ধর্ম্ম-সঙ্গত তুমি ঐ কন্যার পিতা ও রক্ষাকর্ত্তা।

ঘৃতাচী। ঋষিবর! দৈববাণী দ্বারা দেবগণ কি ব'ল্‌লেন শুনুন।

শুক্র। দৈববাণী না করি বিশ্বাস।
দেবগণ পরম কপটী।
দয়াময় পিতা যদি বলেন আমায়,
তবেই বিশ্বাস করি এ কন্যা আমার।

দেবযানী। (ভৃগুর প্রতি করযোড়ে)
ধর্ম্মজ্ঞানে সত্য কথা বল তপোধন।
নাতিনী কাতরে পদে করে নিবেদন।
কুমারীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম পিতৃপদ-পূজা,
হবে না কি অভাগীর সে আশা সফল?
এ বিশ্বের অপ্রত্যক্ষ কি আছে তোমার?
ধ্যানে জেনে সত্য কথা করুন প্রচার।

ভৃগু। বৎস! এই রমণীদের কথা মিথ্যা নয়—দৈববাণীও সত্য। এই বালিকা তোমারই ঔরসজাত-কন্যা। তুমি ধর্ম্মসঙ্গত

এই কন্যাকে গ্রহণ কর। এই বালিকারে প্রতিপালিত না ক'র্‌লে, তোমায় ধর্ম্মে পতিত হ'তে হবে।

দেবযানী ও ঘৃতাচী। ধন্য! ধন্য মহর্ষি!

শুক্র। সত্য যদি এ কন্যা আমার,
ধর্ম্মমত অবশ্যই করিব গ্রহণ।
মা! মা! সারল্য-প্রতিমা তুই,
দয়া ক'রে কন্যারূপে এলে যদি তুমি,
তারা তারা! মা! মা! ব'লে ডাকিব তোমারে।
চল মা গো! দৈত্যপুরে মা হ'য়ে আমার।
মা-হারা অভাগা-ছেলে "মা" পাইল আজ।
মা বলা ফুরায়েছিল দেবতার বাদে,
মা-রূপে মা! পেনু তোরে সাধনার পথে।
আয় মা—আয় মা! তোরে সঙ্গে নিয়ে যাই,
তারা তুই—তরাতে মা! এলি এ সন্তানে।

দেবযানী। পিতঃ! পিতঃ!
অভাগী তনয়া আমি কি আর করিব,
প্রাণপণে পিতৃপদ সাদরে পূজিব।
পিতা জপ পিতা তপ পিতার চরণ
পবিত্র কুমারীবেশে করিব সাধন।

ভৃগু। মঙ্গল করুন সেই মঙ্গল-নিদান!
অভীষ্ট সাধনা তোর হউক পূরণ।
দৈব-ঘটনায় লব্ধ সুলক্ষণা বালা—

ভারতে বিখ্যাত হবে দেবযানীনামে।
দেবযানী কন্যা ল’য়ে যাও দৈত্যপুরে,
পূর্ণ আশীর্ব্বাদ তোরে করিলাম আজ!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মহেন্দ্র-পর্ব্বত—যোগস্থল

(পুষ্পসাজি-হস্তে মুনিকুমারগণের প্রবেশ)

মুনিকুমারগণ। গীত

চল্‌রে ভাই সবাই মিলে তুল্‌ব বনফুল।
ফোটাফুলে সাজি সাজাও ছিঁড়িস্ না মুকুল॥
মালতী জবা মল্লিকা, বেলা যাঁতি শেফালিকা,
বাঁধুলি গোলাপ চাঁপা করবী বকুল;—
অতসী অপরাজিতা, কাঞ্চন কনকলতা,
পাষাণপ্রাণে তুলিস্ না কো কাঁদ্‌বে অলিকুল।
দেখ ভাই অই বনলতা, বুকের ভিতর লুকিয়ে ব্যথা,
অলির সনে কইচে কথা, ক’র্‌চে প্রাণাকুল;—
ফুলের হাসি ভালবাসি, অন্তরে সুধার রাশি,
পরের তরে প’রে ফাঁসি, প্রেমে ঢুল্‌ঢুল্।

[সকলের প্রস্থান।

(নারদ ও শচীর প্রবেশ)

শচী। দেবর্ষি! উঁচুনীচু সঙ্কীর্ণ পাহাড়ের পথে আস্‌তে,

আমার ঘন ঘন পদস্খলন হ'চ্চে—বড়ই কষ্ট বোধ হ'চ্চে। আর কতক্ষণে গুরুদেবের চরণ দর্শন ক'র্‌তে পাব বলুন। তা হ'লেই আমার সকল কষ্ট সার্থক হবে। গুরুদেব যে স্থানে যোগমগ্ন আছেন, সেই স্থান আর কত দূরে ?

নারদ। দেবেন্দ্রাণি ! আর অধিক দূরে নয়, ঐ সম্মুখেই বৃহস্পতিঠাকুরের যোগাশ্রম দেখা যাচ্চে ! ঐ দেখুন, মহেন্দ্র-পর্ব্বতবাসী মুনিকুমারগণ পুষ্প চয়ন ক'রে, স্বীয় স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন ক'র্‌চে। যজ্ঞীয় হবির গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত ! শান্তি যেন মূর্ত্তিমতী হ'য়ে, এই স্থানে বিরাজিতা !

শচী। দেবর্ষি ! সে কথা আর ব'ল্‌বেন কি, শত শত স্বর্গরাজ্য না পেয়ে, যদি এরূপ শান্তিময় স্থানে—অরণ্যের ফল-মূলভোজনে স্বামীর পবিত্র চরণ-সেবা ক'র্‌তে পাই, তাহ'লেই ধন্য ধন্য হই। হা দেবর্ষে ! সে সব কথা ব'ল্‌তেও বুক ফেটে যায়। স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বরী হ'য়ে, নিদারুণ মনস্তাপ ভিন্ন আর অন্য কিছুই লাভ হ'চ্চে না। কত শত দুর্দ্দান্ত দৈত্য, প্রাণেশ্বরের স্বর্গসিংহাসন কেড়ে নেবার জন্য বারংবার স্বর্গ আক্রমণ ক'র্‌চে। দুর্ব্বৃত্তগণ কোন্ দিন যে অবলার অমূল্য সতীত্ব-ধন হরণ ক'র্‌বে, সেই ভয়ে জীবন্মৃতা হ'য়ে কালযাপন ক'র্‌চি। বিপদের উপর বিপদ্—যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা ! মাংসলোভী শকুনিগণের ন্যায় স্বর্গরাজ্যের উপর পিশাচ দৈত্যগণের পলকে পলকে পাপদৃষ্টি ! এই ভীষণ দুর্ঘটনার উপর, দেবগণের প্রতি গুরুদেবের ভীষণ অভিসম্পাৎ ! আর কি আমাদের মঙ্গল হবে !

নারদ। এই শান্তিময় মহেন্দ্রপর্ব্বত মধ্যে কোন নিভৃত স্থানে, সুরগুরু বৃহস্পতি সমাধিযোগ আশ্রয় ক'রেচেন। আপনি এই স্থানে উপবেশন ক'রে, পবিত্রমনে গুরুদেবের পাদপদ্ম ধ্যান করুন। আপনার ন্যায় পতিপ্রাণা সতীর ধ্যানের আকর্ষণে, নিশ্চয়ই গুরুদেবের প্রাণ বিচলিত হবে। দেবেন্দ্রাণি! তুমি এখানে ভক্তিভরে গুরু-চরণ পূজা কর, আমি ঐ ঝরণায় একটু জল পান ক'রে আসি। একে বুড়োমানুষ, পথ হেঁটে বড়ই পিপাসা হ'য়েচে।

শচী। দেবর্ষি! আজ আমার মন কেন এত চঞ্চল হ'চ্চে? চারিদিকে যেন ভয়ের লক্ষণ দেখ্‌চি!

নারদ। কোন চিন্তা নাই মা! ভবভয়হারী গুরু-চরণ চিন্তা করুন। বিপদে না পড়্‌লে, কেউ আর হরিকে চিন্তে পারে না, আর মধুসূদনের কৃপালাভেও সমর্থ হয় না। আমি এখনই আস্‌চি।

[প্রস্থান।

শচী। (করপুটে) হে ভবার্ণব-ভেলক! হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! হে বাঞ্ছাকল্পতরু! দাসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। দয়াময়! সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে, নিরাশ্রয় দেবগণকে চরণে স্থান দাও!

গীত

ঘোর দায় রাখ পায় তুমি কর্ণধার।
গুরুবিনা ভবার্ণবে কে আর করিবে পার॥

ফুটায়ে জ্ঞানের আঁখি, হৃদি-পদ্মে ওরূপ দেখি,
বিপদে সম্পদে থাকি, ঐ পদ ভরসা আমার ॥
কাতরে শ্রীপদে জানাই, তুমি বিনা আর কেহ নাই,
চরণে শরণ চাই, নাশ গুরো দুঃখ-ভার ॥

(বৃষপর্ব্বা ও ঢেঁকিরামের প্রবেশ)

বৃষপর্ব্বা। (প্রবেশ করিতে করিতে) কই—আর কতদূরে ? কাঁটাবন ঘূরে ঘূরে, আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হ'ল যে !

ঢেঁকিরাম। (স্বগতঃ) তোমায় শীঘ্র শীঘ্র যমের বাড়ী পাঠাবার জন্যই দেবর্ষির কৌশলে ছুঁচ হ'য়ে ঢুকেচি, শেষ ফাল হ'য়ে বেরুব ! তোদের দৈত্যবংশের ভিটে চ'ষ্‌ব—ঘুঘু চরাব ! বেটা এখনও নারদের ফাঁদ বুঝ্‌তে পারেনি।

বৃষপর্ব্বা। কিহে ঢেঁকিরাম ! চুপ ক'রে রইলে যে ?

ঢেঁকিরাম। আজ্ঞে—কথাটা কি জানেন ! পদ্মফুল তুল্‌তে গেলেই হাতে কাঁটা ফোটে। আকের গাঁটটা একটু দাঁতের জোর দিয়ে ভাঙুন, তারপর নিঙুড়লেই মিষ্টরস ! দেবর্ষি নারদ আর আমার উদ্দেশ্যটা কি জানেন ? ছুঁড়ীই হ'ক্‌, আর বুড়ীই হ'ক্‌, স্বর্গরাজ্যে আর মেয়েমানুষের নাম গন্ধ রাখ্‌ব না। সকলগুলিই তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে, আপনার রাজধানীতে চিড়িয়াখানা গ'ড়্‌ব।

বৃষপর্ব্বা। হা হা হা ! দেবর্ষি নারদের মত তোমারও রসিকতা—যুক্তি—ভালবাসা, সকলই আমার হৃদয় আকর্ষণ ক'রেচে। আমি শুভক্ষণেই তোমাদিগে পেয়েছিলাম।

ঢেঁকিরাম। (স্বগতঃ) শুভক্ষণে নয়—রাহুর দৃষ্টিতে! (প্রকাশ্যে) আগে শচীকে আপনার বামে ব'স্‌তে দেখি, তারপর "জয় দৈত্যশ্বরের জয়" ব'লে বগল বাজিয়ে নাচব। আর বেশী দূর নয়—ঐ সাম্‌নে দেখা যাচ্চে।

বৃষপর্ব্বা। ও কি! সম্মুখে কি একটা অপরূপ আলো দেখা যাচ্চে নয়?

ঢেঁকিরাম। আজ্ঞে—ওটা আর অন্য কোন আলো নয়, শচীরই সেই জগৎ-আলো রূপ! ঐ রূপের আলোতেই শত শত ইন্দ্র পতঙ্গ হ'য়ে পুড়ে ম'রেচে। (স্বগতঃ) আবার ঐ আলোর কুহকে তোদের পাপ দৈত্যবংশ ছারখার হবে।

বৃষপর্ব্বা। অ্যাঁ! বল কি! শচীর রূপের আলোতে বন আলো হ'য়ে র'য়েচে! জ্যোতি এত তেজস্বিনী যে, আমার এগিয়ে যেতে সাহস হ'চ্চে না।

ঢেঁকিরাম। আজ্ঞে—একটু সাহস ক'রে এগিয়ে যান। সেই বিদ্যেধরী ধর্‌বার কথা যেমন ব'লেছিলাম, সেই রকমে কাজ সেরে নিন্! তারপর রথে তুলে—এই রথ সটান দৈত্য-পুরে নিয়ে যান। (স্বগতঃ) আর কেন—এবার আমায় পিছু হট্‌তে হ'য়েচে। নির্ব্বংশ হও—নিপাত যাও—নিপাত যাও। নারদ! নারদ! নারদ!

[প্রস্থান।

বৃষপর্ব্বা। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়ে, বিধাতা এই শচীরূপ রমণী-রত্ন গ'ড়েচেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি স্বর্গ-সিংহাসনের

সঙ্গে এই রমণী-রত্ন গ্রহণ ক'র্‌তে না পারি, ততক্ষণ আমার দৈত্যরাজনামধারণ বৃথা। বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হ'য়ে, নিস্পন্দভাবে—শচী কার্ পূজা ক'র্‌চে ? যতক্ষণ এই অপরূপা রমণী-রত্নকে আমার দৈত্যরাজ-অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে না পার্‌চি, ততক্ষণ আমার জগতের সকল কামনাই অপূর্ণ। (প্রকাশ্যে) সুন্দরি ! বরাননে ! এমন ভীষণ হিংস্রজন্তুপূর্ণ পার্ব্বত্য-প্রদেশে, একাকিনী কিসের অভাবে—কি বিষাদে অভীষ্টদেবতার পূজা ক'র্‌চ ?

শচী। (উঠিয়া) কে আপনি মহাশয় ! আমি ত্রিদিবেশ্বরী শচী। অজ্ঞানে গুরুচরণে অপরাধিনী হ'য়েছিলাম,সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্য গুরু-চরণ পূজা ক'র্‌চি।

বৃষপর্ব্বা। অ্যাঁ—বল কি ! তুমিই ইন্দ্র-সোহাগিনী রমণী-রত্ন শচী ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! ইন্দ্র কি এতই অপদার্থ কাপুরুষ যে, তোমার মত রত্নকে দিবানিশি সাদরে কণ্ঠে ধারণ না ক'রে, নিষ্ঠুরের ন্যায় এমন ভীষণ স্থানে একাকিনী পাঠিয়েচে ! সে হতভাগ্য বাসব, রত্নের সমাদর জানে না।

শচী। কে তুমি মহাশয় ! অবলার কোমল-হৃদয়ে, ওরূপ মর্ম্মভেদী নিদারুণ পতিনিন্দা-বাক্য-বাণ নিক্ষেপ ক'র্‌বেন না। আপনি কি জানেন না যে, পতির পবিত্র চরণই সতী-নারীর একমাত্র গতি। আপনার আকার প্রকারে—কুৎসিত কথার ভাবে, আপনাকে হৃদয়বান্—চরিত্রবান্ বোধ হয় না। দেবর্ষি কোথায় গেলেন ! আমার নানাপ্রকার ভয়, আর সন্দেহ হ'চ্চে।

বৃষপর্ব্বা। ললনে! তুমি সম্পূর্ণই ভ্রমে প'ড়েচ! যদি আশা পাই—যদি আমায় হৃদয় দান কর, তাহ'লেই দৈত্যেশ্বর মহাবলী বৃষপর্ব্বা, হৃদয়বান্ প্রেমিক কি না বুঝ্‌তে পার্‌বে।

শচী। (সভয়ে) কি ব'ল্‌লেন?—আপনিই দৈত্যেশ্বর বৃষপর্ব্বা?

বৃষপর্ব্বা। আগে আমার হও. তারপর হৃদয় খুলে সমস্তই দেখাব। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার তুমিই একমাত্র হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী হবে। জগতের রমণীরূপ কুসুমরাশির মধ্যে, তুমিই সৌরভময়ী গৌরবময়ী প্রস্ফুটিতা পদ্মরাণী। তুমি আপন ইচ্ছায় —উদারপ্রাণে সমাগত শরণাগত মধুকরকে প্রেম-মধু দান ক'র্‌তে পার। তোমার ভুবনভোলা রূপ যখন আছে, তখন তোমার এ জগতে সুখের—সৌভাগ্যের অভাব কি? স্বর্গবাসী দেবগণ তোমার সমাদর জানে না। তুমি এই বীরবক্ষবিহারিণী হ'লেই, তোমার যথার্থ সৌন্দর্য্য ফোটে—গৌরব বর্দ্ধিত হয়।

শচী। (কর্ণে হস্ত দিয়া) ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ও ভীষণ পাপ-কথা দ্বিতীয়বার যেন আমার কর্ণে প্রবেশ না করে! দেবর্ষি! দেবর্ষি! আপনি এ সময় কোথায়?

বৃষপর্ব্বা। হা মুগ্ধে! দেবর্ষি নারদ কেন, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ, সমবেত দেবশক্তির সাহায্য গ্রহণ ক'র্‌লেও, দৈত্যেশ্বর বৃষপর্ব্বার বীর-সংকল্পে বাধা দিতে পার্‌বে না।

শচী। কেন বাবা! অবলার উপর অত্যাচার ক'র্‌লে, তোমার কি বীরত্ব—কি যশ প্রকাশিত হবে? তোমার গৃহেও,

মাতা—কন্যা—ভগিনী প্রভৃতি কুলকামিনী আছেন। তাঁদের উপর কোন পাষণ্ড কর্ত্তৃক পৈশাচিক অত্যাচার হ'লে, তোমাদের মনে কত কষ্ট হয় বাবা! কাতারভাবে প্রার্থনা করি, কুবাক্য ব'লে সতীর প্রাণে মর্ম্মান্তিক ব্যথা দেবেন না। সহজে দুর্ব্বলা স্ত্রীজাতির উপর নিষ্ঠুর বিক্রম প্রকাশ ক'র্‌লে, তোমার ভুবন-ব্যাপী বীরনাম কি কলঙ্কিত হবে না? বাহুবলে স্বর্গরাজ্য জয় কর—দেবগণের উপর আধিপত্য বিস্তার কর—স্বর্গ-সিংহাসনে উপবেশন কর—জগতের রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠন কর,তাতেই মহাবীরের মহাগৌরবের কার্য্য করা হবে। কিন্তু বিধিপ্রদত্ত সতীর অমূল্য সতীত্ব-রত্ন, বলপূর্ব্বক অপহরণের চেষ্টা ক'র্‌লে, ধর্ম্মের চক্ষে কখনই তা সহ্য হবে না! সতীর প্রতি মাতৃভাব ভিন্ন কুভাবে দৃষ্টিপাত ক'রে, বীরত্ব—যশ—সম্মান—পুণ্য আর পরমায়ু ক্ষয় ক'র না—বিদ্যুৎ স্পর্শ ক'র্‌তে সাধ ক'র না।

বৃষপর্ব্বা। তোমার উপর কোন অত্যাচার হবে না—কোন দুর্ব্বাক্যই শুন্‌তে হবে না। শান্তভাবে আমার সঙ্গে চল। দেখ দেবেন্দ্রাণি! জগতের অন্যান্য মহামূল্য রত্নের ন্যায়, স্বভাবসুন্দরী রমণীজাতিও রত্নের মধ্যে পরিগণিতা। স্বর্গরাজ্য—স্বর্গ-সিংহাসনের সঙ্গে, স্বর্গের অমূল্য-রত্ন তোমাকেও হস্তগত ক'র্‌ব। আচ্ছা শচি! ভোগাসক্ত কাপুরুষ—সহস্রলোচন, বিকৃতাকার দুরাচার ইন্দ্রের পরিবর্ত্তে, ত্রিলোকবিজয়ী দানবরাজ বৃষপর্ব্বা যদি তোমার প্রেমদাস হ'য়ে, তোমার চরণসেবামাত্র প্রার্থনা করে, তাহ'লে কি তুমি তোমাকে সম্পূর্ণ সৌভাগ্যবতী মনে কর না?

শচী। (স্বগতঃ) হায় হায়! পাপ-কর্ণে পতির নিন্দা —পতির কলঙ্ক শুন্‌তে হ'ল! ওমা জগদম্বে! তোমার চরণাশ্রিতা দাসী শচীর শীঘ্র মৃত্যু-বিধান কর মা! পাপিষ্ঠের মুখে আর পাপ-কথা শুন্‌তে পারি না জননি! (প্রকাশ্যে) দেখ বাবা! আমি এখন নিরাশ্রয়া। রাজ্য নাও—দাসী বল, কিন্তু সতীর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ ক'রে, নরকের পথ পরিষ্কার ক'রো না। সতীর প্রাণে জ্বালা দিলে, অনন্ত নরক-জ্বালায় জ্ব'লে ম'র্‌তে হবে।

বৃষপর্ব্বা। দুঃখ কর্‌বার প্রয়োজন নাই। ক্ষণপরে দুরাচার ইন্দ্রকেও বন্ধন ক'রে, দৈত্যরাজধানীতে ল'য়ে যাওয়া হবে। তারে আমার সামান্য কিঙ্করের পদে নিযুক্ত ক'রে, তোমায় রাজ-সিংহাসনে আমার বামে বসিয়ে, তোমার ঐ ভুবন-ভোলা রূপ নয়নভ'রে দেখ্‌ব।

শচী। তোর পাপমুণ্ড খ'সে পড়ুক—তোর পাপচক্ষু নরকাগ্নিতে পুড়ে ছাই হ'ক্‌। নাথ! নাথ! তুমি এ সময় কোথায়? দেবর্ষি! দেবর্ষি! গুরুদেব! গুরুদেব! আপনারা কে কোথায়? শীঘ্র আমায় এই পরস্ত্রী-হারী পাষণ্ড দৈত্যের হাতে রক্ষা করুন।

(৫নং গীত)

বৃষপর্ব্বা। এখনও যখন তোমার এত অহঙ্কার, তখন তোমার প্রতি বলপ্রয়োগ অসঙ্গত নয়। এস তোমার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত কার্য্য করি। (বলপূর্ব্বক আকর্ষণ)

শচী। (সরোদনে) তোমরা কে কোথায় আছ, আমায় পিশাচের হাতে রক্ষা কর! ওমা মহাসতী মহেশ্বরি! পিশাচ-করে সতীর লাঞ্ছনা কিরূপে দেখ্‌চ মা!

(বেগে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। (প্রবেশ করিতে করিতে) ঐ—ঐ—সত্য সত্যই প্রাণেশ্বরীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ যে! তা হ'লে ত ঢেঁকিরামের কথাই সত্য! প্রিয়ে! প্রিয়ে! ভয় নাই! (নিকটবর্ত্তী হইয়া) সাবধান! সাবধান দুর্ব্বৃত্ত! সতীর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না। কালসর্পের বিষদন্তে হস্ত প্রদান! সতী-কোপানলে তোর পাপ দৈত্যরাজ্য ছারখার হবে—তেজ্জদর্প চূর্ণ হবে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এই কি তোর বীরত্ব? এই কি তোর বিশ্বব্যাপী যশ? বীরনামে কলঙ্ক দিলি! যদি ক্ষমতা থাকে—যদি প্রকৃত বীর-ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে বাসনা করিস্, তা হ'লে সদর্পে অস্ত্র ধর্, সংগ্রামক্ষেত্রে সৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ কর্—বিপক্ষদলনে বিজয় ঘোষণা কর্। পিশাচ! ছেড়ে দে—পতিপ্রাণা সতীকে ছেড়ে দে! অই দেখ্ ব্যাঘ্রপীড়িতা হরিণীর মত, হতভাগিনী হতাশ-প্রাণে ধর্ম্মের মুখ চেয়ে আছে! ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত ক'রে, নিজের ধ্বংসের পথ মুক্ত করিস্ নি।

বৃষপর্ব্বা। কে তুই? ইন্দ্র—নির্ল্লজ্জ ইন্দ্র! বর্ষণে না হ'ক্, গর্জ্জনে বলিহারি! বিশ্ব-বিজয়ী দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বাকে রাজনীতি—ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিতে তোর লজ্জা বোধ হ'ল না! এখন তুই স্বর্গরাজ্য আর শচীর আশা পরিত্যাগ

ক'রে, অরণ্যচারী পশুর সঙ্গে পশুর ন্যায় পরিভ্রমণ ক'র্ গে।

ইন্দ্র। দৈত্যাধম! আজ আর তোর কিছুতেই নিস্তার নাই! ইন্দ্র কি কাপুরুষ? দেবরক্ত কি দুর্ব্বল? সংসার কি পিশাচদলের লীলাক্ষেত্র? অন্তিমের কথা একবার মনে কর্— পাপীর পরিণাম-দুর্গতি একবার ভেবে দেখ্। যে পাপচক্ষে পরস্ত্রীর উপর পাপ কটাক্ষপাত ক'র্‌চিস্, তোর সেই পাপচক্ষু নরকের দূতগণ তীক্ষ্ণ নখাগ্রে ছিঁড়ে আন্‌বে। প্রতি লোমকূপে তপ্ত লৌহ-শলাকা বিঁধে দেবে। লৌহময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি জ্বলন্ত আগুনে উত্তপ্ত ক'রে তোর পাপ-অঙ্গে আলিঙ্গন করাবে।

বৃষপর্ব্বা। তোর বড়ই অহঙ্কার বৃদ্ধি হ'য়েচে! এই দেখ্ তোরই সাক্ষাতে শচীকে বলপূর্ব্বক ল'য়ে যাই, সাধ্য থাকে প্রতীকার কর্।

শচী। নাথ! নাথ! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন! দুরাত্মার হাতে প্রাণ যায়!

ইন্দ্র। উঃ! আর সহ্য হ'ল না! রে নারকি! দেখ্ তোরে আজ সতীঅবমাননার প্রতিফল প্রদান করি। এই আমার বজ্রাঘাত সহ্য কর্।

[বজ্রনিক্ষেপে উদ্যত।

(বেগে গজেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

গজেন্দ্র। থাম্ থাম্ ইন্দ্র! অগ্রে দৈত্যসেনাপতি মহাবলী গজেন্দ্রসিংহের বিশালবক্ষে তোর সেই ঘুণধরা পুরাতন জীর্ণ-

বজ্রের ক্ষমতা পরীক্ষা কর্, তারপর দৈত্যেশ্বরের শচী-হরণ-কার্য্যে বাধা প্রদান ক'র্বি।

[মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান।

ইন্দ্র। আয় তবে! এই বজ্রাগ্নিতে পাপ দৈত্যকুল ধ্বংস করি। (উভয়ের যুদ্ধ)

গজেন্দ্র। এই দেখ্ ইন্দ্র! তোর জীর্ণ বজ্রের বল ব্যর্থ ক'র্লাম। এবার কি হবে? ইন্দ্রগর্ব্ব-খর্ব্বকারী এই গজেন্দ্র-সিংহের হস্তে, এবার তোর কি দুর্গতি হয় দেখ্।

ইন্দ্র। (স্বগতঃ) হা নারায়ণ! আজ সিংহের মস্তক, শৃগাল পদাঘাতে চূর্ণ হ'ল! গুরো! গুরো! তুমি এ সময় কোথায়? তোমার অবমাননা ক'রে, আমি চক্রধর হরির প্রাণে ব্যথা দিয়েচি। তাই আজ আমার এ দুর্গতি! গুরো! গুরো! আর আমার পাপজীবনে ছাঁর ইন্দ্রত্বে প্রয়োজন নাই। আবার দ্বিতীয় বজ্র সৃষ্টি ক'রে, এই দুরাচার ইন্দ্রের মস্তকে নিক্ষেপ কর—আমি সকল যন্ত্রণার হাত এড়াই।

গজেন্দ্র। কিহে মদগর্ব্বিত দেবরাজ! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অধোবদনে কি ভাব্চ? এই দেখচ লৌহ-শৃঙ্খল?

ইন্দ্র! কি দুরাত্মন্! আমার বজ্রের শক্তি ব্যর্থ ক'রেচিস্ ব'লে, ইন্দ্রের এই বিশাল বাহু—এই বজ্রমুষ্টি, তোরে সমুচিত শাস্তি দিতে বিরত হবে না! আয় দৈত্যাধম! এই ভীমপদাঘাতে তোর পাপ-মুণ্ড বিদলিত করি!

[উভয়ের মল্লযুদ্ধ এবং শৃঙ্খল দ্বারা ইন্দ্রকে বন্ধন।

বৃষপর্ব্বা। যাও সেনাপতি! দুর্বৃত্ত ইন্দ্রকে ঐরূপ বন্ধনাবস্থায় কারাগারে নিয়ে যাও। আমিও শচীকে রথে তুলে নিয়ে যাই।

শচী। হায় হায়! এই মহাবিপদে কেউ আমাদের মুখ তুলে চাইলে না! গুরুদেব! গুরুদেব! আপনার চরণ-পূজা ক'র্‌তে এসে, আমাদের এই দুর্গতি হ'ল! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে পিশাচ! প্রাণেশ্বরকে কঠিন লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিস্ না। তোদের এই পৈশাচিক অত্যাচার, ধর্ম্মের চক্ষে কখনই সহ্য হবে না। গুরুদেব! রক্ষা করুন—গুরুদেব! রক্ষা করুন!

(সবেগে কচের প্রবেশ)

কচ। ওকি! ওকি! পিতার পবিত্র যোগাশ্রমে কি পৈশাচিক ভীষণদৃশ্য! ত্রিদিবেশ্বরী শচীদেবীর উপর পাষণ্ড দৈত্যগণের কি ভীষণ অত্যাচার! ক্ষান্ত হ—ক্ষান্ত হ দুরাচারগণ! বিষের কলসী গলায় ঢাল্‌চিস্—সূত্রকীটের মত নিজের লালে নিজেই বদ্ধ হ'চ্চিস্! অমূল্য-জীবনে নরক-যন্ত্রণা উপার্জ্জন ক'র্‌চিস্! যার কেউ নাই, ধর্ম্ম-পক্ষপাতী হরি যে তার সহায়! ঐ দেখ্, শচীদেবীর গগণভেদী হাহাকার যেন সুতীক্ষ্ণ বাণের মত ধর্ম্মের প্রাণে আঘাত ক'র্‌চে! হা নির্দ্দয়! রক্তমাংস-নির্ম্মিত অসার দেহের এত অহঙ্কার! অসীম বিশ্বরাজ্যের কেন্দ্র-স্থলে সমাসীন হ'য়ে, বিশ্ব-নিয়ন্তা বিষ্ণু, বিশ্বরাজ্যের শান্তি রক্ষা ক'র্‌চেন। তবে কেন সতীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে জগৎ কলঙ্কিত হবে? মূর্ত্তিমান ঈশ্বরতুল্য মনিষী মহর্ষিগণ, বহু-চিন্তায়

কর্ম্মক্ষেত্র পরিদর্শন ক'রে একবাক্যে ব'লেচেন—পর-স্ত্রী মাতৃ-সদৃশা। দুদিনের জন্য সংসারে এসে, ভ্রমবশে চিরসুখ-লতার মূলচ্ছেদ ক'র্‌চিস্‌!

বৃষপর্ব্বা। কে তুমি হে বাচাল ঋষি-যুবক! এটী বীরের বীরত্ব পরীক্ষার স্থল; তোমার শাস্ত্র বাক্য-বাণে,—এ যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারবে না। প্রাণের দাস—ভীরু—পরান্নভোজী—শাস্ত্র-জীবী ব্রাহ্মণজাতি হ'য়ে, দানবের অস্ত্র-মুখে বীরত্ব প্রদর্শন ক'র্‌তে এলে কেন?

কচ। কি ধর্ম্মদ্বেষী দুষ্ট! ব্রাহ্মণজাতি তুচ্ছ প্রাণের দাস! সংসারে ধর্ম্ম কি অন্ধ? ব্রাহ্মণের হৃদয়ে জগদাধার বিষ্ণুর প্রচ্ছন্ন-শক্তি কি নাই? ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ কি, ধর্ম্মান্ধ দুরাচার-গণের উপহাসের জিনিস? পিতঃ! পিতঃ! আপনার শান্তিময় যোগাশ্রমে আজ পাষণ্ডদলের এই বীভৎস দৃশ্য! ব্রহ্মপদ-চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে, দেবসমাজকে কি অকূলপাথারে ভাসিয়ে দিলেন? একবার কৃপাকটাক্ষপাত করুন—পাষণ্ডদলন করুন—সতীর সম্মান রক্ষা করুন! ব্রহ্মতেজ—ব্রহ্মতেজ—ব্রহ্মতেজ! (সক্রোধে কম্পন)

(সহসা প্রচণ্ডমূর্ত্তি ব্রহ্মতেজের ত্রিশূলহস্তে প্রবেশ)

ব্রহ্মতেজ। (ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া সরোষে প্রবেশ করিতে করিতে) হন্যতাম্‌! হন্যতাম্‌! হন্যতাম্‌! (ভীষণভাবে দণ্ডায়মান।)

বৃষপর্ব্বা। (সভয়ে চমকিতভাবে)

ওকি—ওকি ভয়ঙ্কর অগ্নিময়রূপ!
ভ্রূকুটী-কুটীল-ভঙ্গে—অট্ট অট্ট হাসে—
ঋষিদেহ ভেদ করি করিছে গর্জ্জন!
প্রতি লোমকূপ ফুটি আগুনের স্রোত,
ঝলকে ঝলকে ধায় দগ্ধিতে আমায়—
হায়! হায়! অভাগার প্রাণ বুঝি যায়!
এইবার কোথা যাই—কোথায় পলাই?
অনল-বরণ ভীম্ অনল-বদন—
হস্তপদ সর্ব্বদেহ অনলে-গঠিত,
অগ্নিময় ধক্ ধক্ জ্বলিছে নয়ন!
শতকোটী সূর্য্য যিনি, কি প্রচণ্ড তেজ!
হায় হায়—একি দায়! কোন্ দিকে চাই,
চারি পাশে ধূ ধূ রবে অগ্নিশিখা ধায়!
অগ্নিময় কি ভীষণ ভুজঙ্গ সকল,
শিরোদেশে অগ্নিকণা করিয়া বিস্তার—
দংশন করিতে যেন আসিছে আমায়!
নিরুপায়—নিরুপায়—পালাই পালাই—
রক্ষ রক্ষ গুরুদেব! এ বিপত্তিকালে!

(উভয়ের কম্পন)

ব্রহ্মতেজ। (চতুর্দ্দিকে বিকটমূর্ত্তিতে ভয় দেখাইয়া)
হন্যতাম্!—হন্যতাম্!—হন্যতাম্!

বৃষপর্ব্বা ও গজেন্দ্র। ঐ এলো! ঐ এলো!

প্রাণ যায়—প্রাণ যায়! গুরু রক্ষা করুন—গুরু রক্ষা করুন!

(চঞ্চলভাবে উভয়ের অগ্রে অগ্রে প্রস্থান, এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিকটমূর্ত্তিতে ব্রহ্মতেজের ধাবিত হওন)

কচ। দেবরাজ! দেবেন্দ্রাণি! ঐ দেখুন দেখুন, পিতার অমিত ব্রহ্মতেজে দুর্বৃত্ত দানবগণ, সভয়ে কম্পিতভাবে প্রস্থান ক'র্ছে। তাদের সংহারের জন্য ব্রহ্মতেজও, বিকটমূর্ত্তিতে ভীষণ গর্জ্জনে পশ্চাৎ প্রধাবিত! আর আপনাদের কোন ভয় নাই। আসুন দেবেন্দ্র! অগ্রে আপনার বন্ধন মোচন করি।

(বন্ধনমোচন)

ইন্দ্র ও শচী। (কচের পদতলে পতিত হইয়া) গুরুপুত্র—গুরুপুত্র! জন্মজন্মান্তরেও আপনার ঋণ পরিশোধ ক'র্তে পার্ব না।

কচ। উঠুন—উঠুন, আর আপনাদের কোন চিন্তা নাই। মহাতপা পিতৃদেবের চরণ-কৃপায়, আজ আপনারা বিপদমুক্ত হ'লেন।

(বৃহস্পতির প্রবেশ)

বৃহস্পতি। প্রাণাধিক কচ! যুদ্ধ-পরিশ্রান্ত দেবরাজ, এবং পতিপ্রাণা ভয়কাতরা দেবেন্দ্রাণীকে পরমসমাদরে আমার আশ্রমকুটীরে নিয়ে চল। দুর্বৃত্ত দানবগণ কর্ত্তৃক, উপস্থিত আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। কি আশ্চর্য্য! শান্তিময়

তপোবনেও পাপিষ্ঠদের পাপদৃষ্টি! আশ্রমে নিয়ে এস, সমস্ত বিষয়ের সৎযুক্তি ক'র্‌ব।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। গুরুদেব! গুরুদেব! ক্ষমা—ক্ষমা! তা নাহ'লে আপনার চরণে আজ দেবরাজ-দম্পতি আত্মহত্যা ক'র্‌বে।

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

শচী। চলুন—চলুন নাথ! আজ আর ও চরণ কিছুতেই ছাড়্‌ব না।

[প্রস্থান।

কচ। পিতাকে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা ক'রে, শীঘ্রই দেবলোকে নিয়ে যেতে হ'য়েচে। শিষ্যের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ক'রে, স্বর্গরাজ্য—দেবসমাজকে বিপদ-সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া, কখনই গুরুর ধর্ম্ম নয়। দানবশাসনের চেষ্টা না ক'র্‌লে, স্বর্গরাজ্যের আর মঙ্গল নাই! দানবের প্রবল পীড়নে অন্যায় বিচারে, সংসার ধর্ম্মহীন শ্মশান তুল্য হ'য়েচে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

তপোবনের অপরপার্শ্ব।

(নৃত্য ও গীতসহকারে মায়াশিল্পকর ও মায়াশিল্পকরীর প্রবেশ)

গীত

উভয়ে। সোণার পুরী হও মায়ায়।

চাঁদের মেলা, চাঁদে চাঁদে খেলা,
যেন দেবরাজের মন ভুলায়॥

শিল্পকর। ফুলহাটে ফুলের রঙ্গ,
সোণার তরুডালে, হীরে পান্নার ফুলে,
রতনে গঠিত ভৃঙ্গ।

শিল্পকরী। প্রাণভোরে মধুপানে,
মাত রে প্রেমের গানে,
মজাও মন নয়ন-বাণে—
মায়ায় ভুলাও প্রেম-খেলায়॥

শিল্পকর। ফুল-শর হান অনঙ্গ!
কুসুম সুবাসে, মলয় বাতাসে,
প্রেমে জর জর অঙ্গ;—

শিল্পকরী। যেখানে যা সাজে ভাল,
মাণিকের জ্বালাও আলো,
ঢালো ঢালো সুধা ঢালো;—
ভাবে ঢ'লে পড় পিয়ার গায়॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(চঞ্চলভাবে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। একি! গুরুপুত্র আমাদিগে এ আবার কোন্ অপূর্ব্ব পুরীর মধ্যে নিয়ে এলেন? চতুর্দ্দশ ভুবনমধ্যে এরূপ সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী—সর্ব্বসুখময়ী রাজধানী ত কখন দৃষ্টি করি নাই! অমরাবতী—অলকাপুরী—নন্দনকাননের সৌন্দর্য্য, এখন অতি তুচ্ছ ব'লে বোধ হ'চ্ছে! যেদিকে চাই, নানারত্নমণ্ডিত

স্বর্ণ-অট্টালিকা! রত্নের বাগান—রত্নের তরু—রত্নের লতা—রত্নের ফলফুল! সেই রত্ন-অট্টালিকা আবার অপরূপা রমণীরত্নে পরিশোভিত! ওদিকে ও কি আবার! ঐ রত্ন-কাননে শত শত শচী মনোমোহিনীবেশে, রত্নের ফুল তুল্‌ছে নয়! কি আশ্চর্য্য মায়াময় ঘটনা! আমার স্বর্গরাজ্যের মধ্যে, আমার প্রাণেশ্বরী শচীকেই পরমা সুন্দরী ভেবে, বিলাস-গর্ব্বে উন্মত্ত থাকি; আমার সেই আনন্দময়ী শচী যে, এই সমস্ত শচীর একটী পদধূলিকণার সমতুল্য হবে না! অ্যাঁ—অ্যাঁ! এ কি কোন মায়াপুরী না কি? (সবিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত)

(কচের প্রবেশ)

কচ। দেবরাজ! দেবরাজ! আপনারা কোন্ দিকে ভ্রমণ ক'র্‌চেন? আপনাদের সেবা-শুশ্রূষার কোন প্রকার অভাব কিম্বা কষ্ট হয় নাই ত? আমার পিতা দীনহীন ভিখারী ব্রাহ্মণ, আপনার অন্নে চিরদিন প্রতিপালিত। আমার পিতার এই সামান্য আশ্রমে, আপনার উপযুক্ত রাজসেবার সম্পূর্ণই অভাব। পিতৃদেব বিনীতভাবে আমায় ব'লে দিলেন, আপনাদের যখন যে বিষয়ের অভাব হবে, অনুগ্রহপূর্ব্বক উল্লেখ ক'র্‌লেই, তৎক্ষণাৎ সেই অভাব পূর্ণ কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ব।

ইন্দ্র। গুরুপুত্র!

মর্ম্মাহত মূঢ় ইন্দ্রে দিও না গঞ্জনা,
এতক্ষণ যথেষ্ট ক'রেছি শিক্ষালাভ!
বুঝিয়াছি এ সকল গুরুর ছলনা,

বুঝিয়াছি আমি ইন্দ্র, ক্ষুদ্র ধূলিকণা!
অট্টালিকা—স্ত্রী-পুত্র কিছু নাহি চাই,
ঘুচে গেছে দেখে শুনে মনের আঁধার!

কচ। (স্বগতঃ) বাস্তবিক, পিতার অসীম যোগবল। তিনি যোগবলে পলকের মধ্যে এই তপোবনে, কি যেন কি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় এই অভূতপূর্ব্ব—অভাবনীয়—পরমাশ্চর্য্য-ময় মায়াপুরী সৃষ্টি ক'রে, দেবরাজ আর দেবেন্দ্রাণীকে বিমুগ্ধ ক'র্‌লেন! মদগর্ব্বিত ইন্দ্রের আজ যথেষ্টই দর্প চূর্ণ হ'ল! ধন্য পিতৃদেব! (প্রকাশ্যে) দেবেন্দ্র! আমার পিতার এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য—দাসদাসী—স্বর্ণ-অট্টালিকা থাক্‌তেও, তিনি চিরভিখারী সেজে,—বনজাত তিক্তফলমূলে আর ঝরণার জলে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করেন—গাছের তলায় শুয়ে থাকেন!

(বৃহস্পতির প্রবেশ)

বৃহস্পতি। দেবরাজ! তুমি আজ অতিথি আমার,
আসিয়াছ দয়া করি গুরুর আশ্রমে।
ভক্তিভরে গুরু ব'লে মান যদি তুমি,
প্রাণ দিই চিরদিন শিষ্যের মঙ্গলে।
প্রাণাধিক পুত্রতুল্য প্রিয়তম তুমি,
মার্জ্জনীয় তোমার সহস্র অপরাধ।
তুমি থাক নিত্য সুখে নন্দন-কাননে—
কখন বা শচীসনে রাজসিংহাসনে,
ভোগমাত্র সার জ্ঞানে কর কালক্ষেপ!

কত গুরুতর ভার তোমার উপর,
সে কর্ত্তব্য—সে কথা কি ভাব একবার ?
স্বর্গবাসী দেবগণ তব মুখ চেয়ে,
কাতরে কাটায় কাল দানবের ভয়ে !
স্বেচ্ছাচারী—ভোগাসক্ত যে রাজ্যের রাজা,
যে স্থানে পূজিত নয় তপস্বী—ব্রাহ্মণ,
সে রাজ্যের গুরু হ'তে কেবা সাধ করে ?
সহস্র প্রজার দাস নরপতিগণ—
স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে যদি কর্ত্তব্য হারায়,
বল তুমি—সে পাপের ফলভাগী কে ?
আত্ম-সুখ যে না পারে করিতে বর্জ্জন,—
ধিক্ তারে ! রাজনাম বিড়ম্বনা তার !

ইন্দ্র। আর নয় গুরুদেব ! ক্ষমা কর দাসে,
লভিলাম গভীর জ্বলন্ত উপদেশ !
ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত রাজা আমার মতন,
যারা আছ এ সংসারে হও সচেতন !
আঁধারে পতিত কত রাজার জীবন,
এ জ্বলন্ত উপদেশে হবে সুনির্ম্মল।
ধরি পদে—পুন ফিরে চল স্বর্গপুরে,
পূত পদধূলি জোরে হইব সার্থক !
গুরু ব্রহ্মা—গুরু বিষ্ণু—গুরু সারাৎসার,
জীবের ভরসা এক শ্রীগুরু-চরণ !

গুরুর থাকিলে দয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ,
গুরুভক্তিহীন জন পশুর সমান।
এতদিনে অহঙ্কার ঘুচেছে আমার,
বুঝিয়াছি দয়াময় গুরুর মহিমা!
বুঝিয়াছি ব্রাহ্মণের অসীম ক্ষমতা,
শত ইন্দ্র চন্দ্র যম চরণে লোটায়!

(৬ নং গীত)

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। দেবরাজ! সুরগুরো! আপনারা এখানে পরস্পরের স্বার্থ-চিন্তায় উন্মত্ত হ'য়ে, বাক্‌যুদ্ধে পরস্পরের প্রতি বাক্য-বাণ প্রয়োগ ক'র্‌চেন, কিন্তু সেখানে যে বিপুল দেব-সমাজকে সমূলে ছেদন কর্‌বার জন্য ভীষণ কুঠার সুশাণিত হ'চ্চে! দেবসমাজের চির-গৌরব এবার যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের তপোপ্রভাবে চিরবিলুপ্ত হয়! দেবসমাজকে এবার যে দৈত্য-পদ সেবা ক'রে, জীবিকানির্ব্বাহ ক'র্‌তে হবে, তার উপায় কি ক'র্‌চেন? ছিঃ ছিঃ! এই ঘোরতর কলঙ্কময় গৃহ-বিচ্ছেদই আপনাদের দেব-সমাজের সর্ব্বনাশের মূল!

ইন্দ্র। দেবর্ষি! বলুন, বলুন—আমাদের আবার কি ভয়ানক সর্ব্বনাশ উপস্থিত?

নারদ। অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য, মৃতসঞ্জীবনীমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ কর্‌বার জন্য, জ্বালামুখীতীর্থে মহামায়ার কঠোর সাধনায় নিযুক্ত।

ইন্দ্র। গুরুদেব! এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সময়, এখন আমাদের পরিত্রাণের উপায় কি?

বৃহস্পতি। এখন সকলে স্বর্গরাজ্যে চলুন। সেখানে সকল বিষয়ের সৎযুক্তি করা যাবে।

কচ। দেবগণ! আপনাদের প্রকৃত জীবনী-শক্তি বিষ্ণুভক্তি হারিয়ে, আপনারা দেবনাম কলঙ্কিত ক'রচেন! আর কেন, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করুন। পরস্পরের অমিয় ভ্রাতৃভাব হারিয়ে—স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে—নিজ নিজ পুরুষকার পরিত্যাগ ক'রে, আর অধিক দিন পিশাচগণকে স্বর্গরাজ্যে নৃত্য ক'র্‌তে দিবেন না। হরি হরি ব'লে, শতগুণ উৎসাহে কর্ত্তব্যকার্য্যে ব্রতী হই গে চলুন। আপনারা যে সাধনাবলে দেবত্ব লাভ ক'রেচেন, সে সাধনা ভুলে কাপুরুষ হবেন না। বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে, আর সাধকগণ সাধনাপথে প্রাণমন সমর্পণ ক'রে, দানবগর্ব্ব খর্ব্বের চেষ্টা করুন।

সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জ্বালামুখী তীর্থ

(শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

শুক্র। (স্বগতঃ) যোগবলে পলকের মধ্যে এই ত পরম পবিত্র জ্বালামুখী তীর্থে উপস্থিত হ'লাম। মহামায়া শিবসীমন্তিনী সতীর পবিত্র জিহ্বা, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে খণ্ডিত হ'য়ে, এই পুণ্যময়ধামেই পতিত হ'য়েছিল। ভক্তদয়াময়ী মা আমার! জ্যোতির্ম্ময়ী অম্বিকামূর্ত্তিতে, অগ্নিশিখামধ্যে অবস্থান ক'রুচেন। পার্শ্বে সতীপতি মহাযোগী মহেশ্বর উন্মত্ত ভৈরবমূর্ত্তিতে বিরাজিত। এই আমার কার্য্যসিদ্ধির উপযুক্ত স্থান। এই পবিত্র পীঠস্থানে—দেবীর সম্মুখে নিজ মস্তক নিজে ছিন্ন ক'রে—তপ্তরুধিরে ত্রিনয়নী তারার তৃপ্তিসাধন করি। মনোময়ি! মা! ভক্তদাস শুক্রাচার্য্যের মনের ভাব সকলই ত অবগত আছেন। ঐ অভয়চরণে স্থান পাবার জন্য, কুমারী কন্যারত্ন দেবযানীকে ল'য়ে আমি বাহ্য-সংসারী। অন্তর অনুসন্ধান ক'রে দেখ মা! অন্তর হ'তে মায়া-মলা ধুয়ে দিয়েচি কি না! তুমিই মা কেবল আনন্দময়ীরূপে অন্তর আলো ক'রে আছ। জ্ঞানের আলো জ্বেলে দাও মা! আমি "আমি" হ'য়ে, তোমার বিশ্ব-প্রকাশিকা চরণের জ্যোতিতে মিশিয়ে যাই। (ধ্যানে উপবেশন)

(ধীরে ধীরে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। (প্রবেশ করিতে করিতে স্বগতঃ)
কেন এ দেবেন্দ্রপদ বিড়ম্বনাময়,
দিলে বিধি অভাগা বাসবে!
শুক্রবলে বলীয়ান্ দুর্ব্বৃত্ত দানব,
দেবদর্প চূর্ণ হায় করে সাহঙ্কারে!
বৈজয়ন্তধামে বসি নন্দন-কাননে,
পুড়ে মরি দিবানিশি অন্তর-আগুনে।
কত বার কত ছলে কতই কৌশলে,
করিলাম কত শত দানবসংহার—
কিন্তু হায় না ঘুচিল দেবের রোদন!
পাপাচারী দৈত্যকুল বাড়ে দিন দিন—
তনু ক্ষীণ ভেবে ভেবে, মর্ম্মাহত আমি!
সমুদ্রের বালি যথা গণা নাহি যায়,
তেমতি অসংখ্য দৈত্য অধিপতি হ'য়ে—
দৈত্যেশ্বর বৃষপর্ব্বা সংগ্রামে দুর্ব্বার!
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য শিষ্যের মঙ্গলে,
করিছে উৎকট তপ পুণ্যতীর্থে বসি।
না জানি ভক্তের তপে ভক্ত-দয়াময়ী,
কি বাজ হানেন আজ দেবতার শিরে!
ধিক্ রে ইন্দ্রত্বপদ! যে পদের তরে—
•সাধকের তপোবিঘ্ন সদাই বাসনা!

অথবা—আমি চিন্তাই বা করি কেন? আত্মরক্ষা—রাজ্য-রক্ষা—স্ত্রী-রক্ষার জন্য, এরূপ কপটাচরণে পাপ নাই। পরম কপটী চক্রী বিষ্ণু যাদের পরিচালক, তাদের আর এ শঠতায় আশঙ্কা কেন? আমার ইন্দ্রত্বাপহারী প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরকুল নির্ম্মূল ক'র্‌তে, আমি সব ক'র্‌তে প্রস্তুত। এস মেনকা! এস তিলোত্তমা! এস উর্ব্বশি! এস বিদ্যাধরীগণ! তোমরা মোহিনীমায়া বিস্তার ক'রে, দৈত্য-পক্ষপাতী শুক্রাচার্য্যের তপোবল হ্রাস কর—কামানলে যোগ সাধনা ধ্বংস কর।

[প্রস্থান।

(মধুর নৃত্য-গীতসহকারে বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ)

বিদ্যাধরীগণ। গীত

মন মানে না, প্রাণ বোঝে না, প্রাণ বিকাতে ঘুরে মরি।
মনের মত নাগর পেলে, যতন ক'রে বুকে ধরি॥
প্রেমে যে এত যাতনা, বুকের শেল লোক-গঞ্জনা,
তবু প্রেম ছাড়্‌তে, পারি না; —
প্রেমের তরে পাগল হ'য়ে, সাধের কাজল চোখে পরি॥
ভালবাসায় হৃদয় ভরিয়ে, সোহাগে মর্ম্মে গলিয়ে,
যাই জোয়ারে উজান ভাসিয়ে; —
এস কে কাণ্ডারী আছ, ঘোর তুফানে বাঁচাও তরি॥

১ম-বিদ্যা। ওলো! এ যে নড়েও না, চড়েও না! যেন একটী কাঠের পুতুল ব'সে আছে! এমন নীরস শুক্‌না কাঠে রস পাব কি?

২য়-বিদ্যা। ওহে যোগীরাজ! যোগ ত বারমেসে। একবার হেসে কথা কও—ফিরে চেয়েই দেখ!

৩য়-বিদ্যা। বলি যোগ যোগ ক'রে, বৃথা কষ্টভোগ ক'র্‌চ কেন? প্রাণ খুলে ভোগ কর—সকল রোগ কেটে যাবে! কামিনীযোগ কর, মোহনভোগ ফেলে নিমপাতা চিবিয়ে ম'র্‌চ কেন?

২য়-বিদ্যা। ওলো! এই সন্ন্যাসীটা নেহাৎ মুখ্যু আনাড়ি! নাড়ীজ্ঞান থাক্‌লে, এত শ্লেষ্মা বৃদ্ধি ক'রত কি? কি আশ্চর্য্য! ঠাণ্ডাজলে ভিজান এমন আকের টিক্‌লি হাতে পেয়েও মুখে তুল্‌চে না!

১ম-বিদ্যা। বোধ হয়—হাবা, কালা আর অন্ধ হবে! আমরা আর একবার নাচি গাই আয়! তাহ'লেও যদি অরসিকের চোক ফোটে!

গীত

১ম-বিদ্যা। কে তুমি নবীন যোগী ক'র্‌চ হেথা কার সাধনা।
ছি ছি হে অরসিক! পাথর চুষে রস পাবে না॥

২য়-বিদ্যা। যতনে রাখ্‌ব হৃদয়ে, হাতে দেবো আকাশের চাঁদ,—
আশা মিটিয়ে—
অধর-সুধা পিয়ে থাক্‌বে ভোর হ'য়ে;
সোহাগে মন যোগাব, খাওয়াব মিহিদানা॥

৩য়-বিদ্যা। বঁধু হে! কথা কও হেসে,
এসেচি প্রেম বিলাতে, তোমারই পাশে,

বিভোরা রসাবেশে মিলন-আশে ;
ক'র্ব হে নয়ন-তারা, বিরহ-ভয় রবে না ॥

শুক্র। (সক্রোধে) আরে আরে দুশ্চারিণী মায়াবিনীগণ !
শক্তিদাস শুক্রাচার্য্যে ভুলাবি মায়ায় ?
তারা-পদ-জ্যোতি হৃদে করিয়া ধারণ,
সংসার-কামনা সব দিছি বিসর্জ্জন।
বল্ গে দুরাত্মা ধূর্ত্ত লম্পট ইন্দ্রেরে—
শুক্রে যোগ-পথ-ভ্রষ্ট নারিবে করিতে।

৩য়-বিদ্যা। আকাশের চাঁদ এরূপ হাতে পেয়েও, সুধাপানে বিরত থাকা প্রেমিক-পুরুষের ধর্ম্ম কি ? আগে আমাদের কাছে প্রেম শিখ, তারপর প্রেমিক হবে।

শুক্র। আবার—আবার সেই পাপ-প্রলোভন !
দূর হ সম্মুখ হ'তে সর্ব্বনাশীগণ !
আর যদি কোন কথা বল পাপ-মুখে,
অচিরে করিব ভস্ম জ্বালি ব্রহ্মতেজ।
ভোগাসক্ত কাপুরুষ দেবতা-নিকরে,
হাবভাবে বিমোহিত কর গে সকামে।
যাও—যাও—ত্বরায় প্রস্থান কর।
মা ! মা ! তারা ! তারা !
তরাও মা ! এ মায়া-কুহকে ! (পুনর্ব্বার ধ্যানমগ্ন)

বিদ্যাধরীগণ। বাপ্ ! বাপ্ ! পালিয়ে চ—পালিয়ে চ।

প্রস্থান।

(চঞ্চলভাবে ইন্দ্রের পুনঃপ্রবেশ)

ইন্দ্র। (স্বগতঃ) এবার কি করি ? আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল ! ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—দেবতার গৌরব আর বুঝি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পার্‌লাম না ! শুক্রাচার্য্যের যেরূপ প্রগাঢ় ধৈর্য্য—সুদৃঢ় যোগবল দেখ্‌চি, তাতে ভক্ত-দয়াময়ী যোগমায়া, শুক্রাচার্য্যের তপে পরিতুষ্টা হ'য়ে, অচিরেই দেবগণের সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌বেন ! হায় ! হায় ! এখন কি উপায় করি ? কার কাছে যাই ? হা বিশ্বপতে ! কেন এই চির-যন্ত্রণাময় ইন্দ্রত্বপদ দিয়ে, অভাগা বাসবকে ছলনা কর্‌লেন ? দেবর্ষি নারদের সাহায্যে এই বিষয় বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে অবগত করাইগে। শ্রীহরির কৃপা ভিন্ন দেবগণের আর অন্য উপায় নাই। হরি হে দীনবন্ধু ! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন !

[সকাতরে প্রস্থান।

শুক্র। মা ! মা ! তারা ! জগৎজননি ! ভক্ত সন্তানের প্রতি নিতান্তই কি পাষাণী হ'লি মা ! (করপুটে সুরে স্তব)

আদ্যাশক্তি পরামুক্তি পরাৎপরা তারিণি,
বিশ্বকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী জগজনপালিনি !
কালী কালী মহাকালী কালভয়বারিণী,
উগ্রচণ্ডা চণ্ডখাণ্ডা মুণ্ড-মালাধারিণি !
নির্ব্বিকারা সারাৎসারা নিত্যানিত্যরূপিণি,
ঘোরবর্ণা অন্নপূর্ণা স্মর-হর-ঘরণি !

যোগারাধ্যা আদ্যানাদ্যা সদানন্দ-রূপিণি,
বিশ্বভূতা সত্ত্বযুতা পরানন্দ-দায়িনি !

মা ! তারা ! যোগমায়া-প্রজ্ঞা-রূপিণি ! ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। লজ্জা—ঘৃণা—ভয়—দয়া—মায়া সব নাও মা ! আত্মজ্ঞান দাও মা ! জয় মা তারা ! জয় মা কপালিনি ! ভক্তের রুধিরে পরিতৃপ্তা হও মা ! আমার মস্তক খড়গ-দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে, তোমার চরণ-তলে তারা তারা ব'লে লুণ্ঠিত হ'ক্। সহস্রধারে রুধির নির্গত হ'য়ে, সহস্রদল পদ্ম সিক্ত করুক্—কুল-কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হ'ক। জয় মা তারা ! (খড়গ লইয়া নিজ মস্তক ছিন্ন করিতে উদ্যত)

(জ্বালামুখীকুণ্ডমধ্য হইতে সহসা অম্বিকামূর্ত্তিধারিণী
ভগবতীর আবির্ভাব)

ভগবতী। (খড়গ কাড়িয়া লইয়া) বৎস !—কর কি—কর কি ! আত্মহত্যা উৎকৃষ্ট সাধনা নয়। ক্ষান্ত হও—

শুক্র। কে তুমি মা ?

ভগবতী। তুমি যার কৃপালাভের জন্য আত্মনাশে উদ্যত হ'য়েচ, আমি তোমার সেই মা !

শুক্র। দয়াময়ী ভক্তবৎসলা মা ! অধম সন্তান ব'লে কি দয়া হ'য়েচে ? তোমার অভয়-চরণ পাবার জন্য, আত্মদান ত পরম সৌভাগ্যের বিষয় মা ! পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহনাশে আত্মা কি ধ্বংস হয় মা ! পরমাত্মারূপিণি ! সূক্ষ্ম দেহে সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ না হ'লে, অতি সূক্ষ্মা প্রণবরূপিণী তোমায় কি



ভগবতী। বৎস! কর কি—কর কি!

শঙ্করাচার্য্য—৯২ পৃষ্ঠা

চিন্‌তে পারা যায় মা! বিশ্বপ্রকাশিনি! দিব্যজ্ঞান-প্রকাশিকা ঐ চরণের জ্যোতিতে, পাপাত্মার মোহ-আঁধার ঘুচাও, না হয়, পলকে এ দেহ শবরূপে তোমার যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত চরণতলে, শবাসনা তারা তারা ব'লে লুণ্ঠিত হবে।

ভগবতী। প্রাণাধিক! তোমার প্রগাঢ় ভক্তি—প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস দেখে, আমি পরম পরিতুষ্টা হ'য়েছি। তোমার অভিমত বর প্রার্থনা কর।

শুক্র। মা! যদি দাসের প্রতি সদয়া হ'য়ে থাকেন, তাহ'লে আপনার আশীর্ব্বাদে আমার যোগবল যেন দৃঢ় হয়। আমার মৃত-সঞ্জীবনী-মন্ত্র-প্রভাবে মৃতব্যক্তি যেন পুনর্জ্জীবিত হয়!

ভগবতী। উদ্দেশ্য কি?

শুক্র। পরতৃপ্তি-সাধন। নির্লিপ্ত নিষ্কামভাবে জগতের সাম্যনীতি রক্ষা করা।

ভগবতী। তাতে তোমার লাভ?

শুক্র। লাভ অলাভ—জয় পরাজয়—সুখ দুঃখ—তোমারই ত মায়াকল্পিত। পরতৃপ্তি-সাধনে আত্মবৃত্তি রোধ না ক'রলে, কে কবে বিশ্ব-প্রেমিক হ'তে পেরেচে মা?

ভগবতী। তবে একজনের প্রাধান্য-বৃদ্ধি-সঙ্কল্পে, মৃতব্যক্তির পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা ক'রে, জগতে অশান্তি বিস্তারের চেষ্টা কর্‌চ কেন?

শুক্র। লীলাময়ি! তোমার সৃষ্টিলীলার নিগূঢ় রহস্যই ত এই! সত্ত্বগুণাধিক দেবগণ, ভোগবিলাসে উন্মত্ত হ'য়ে,

আপনাদের পুরুষকার হারিয়েচে। দেবগণের মধ্যে মধ্যে শাসনের জন্য—জগতের সাম্যভাব সংস্থাপনের জন্য, দানবপক্ষকে প্রবল কর্‌ব।

ভগবতী। দানবপক্ষকে প্রবল ক'র্‌লে তাদের দ্বারা কি জগতের অশান্তি বৃদ্ধি হবে না?

শুক্র। তোমার তবে দানব-দলনী দুর্গানামধারণের উদ্দেশ্য কি মা? আমি দেব বা দানব কোন পক্ষেরই পক্ষপাতী নই—একমাত্র সত্যধর্ম্মের পক্ষপাতী। যেদিন স্বার্থপরতার লেশমাত্র আমার হৃদয় স্পর্শ কর্‌বে, সে দিন যেন ঐ অভয়-চরণ হ'তে চির-বিতাড়িত হই।

ভগবতী। প্রাণাধিক! তোমার হৃদয়ে উচ্চভাব—তোমার পবিত্র নিষ্কাম-ধর্ম্ম—তোমার অকপট ভক্তি, আমার হৃদয় আকর্ষণ ক'রেচে। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হবে—তোমার মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র সফল হবে।

(অদৃশ্যভাবে সহসা বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! মহামায়া, শুক্রাচার্য্যের সাধনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে স্বর্গবাসী দেবগণকে অকূল বিপদ-সাগরে ভাসালেন যে! এখন এক কার্য্য করি; মায়াবশে শুক্রাচার্য্যের অন্তঃকরণে অবস্থান ক'রে, দর্পচূর্ণের পথ পরিষ্কার ক'রে রাখি।

(শুক্রাচার্য্যের পশ্চাতে গুপ্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক স্পর্শকরণ)

ভগবতী। বৎস! আর কেন? এবার ত তোমার বাসনা পূর্ণ হ'য়েচে!

শুক্র। (স্বগতঃ) মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্রে আমিই সিদ্ধ হ'লাম; কিন্তু আমি যদি সকল সময় দৈত্যপক্ষে উপস্থিত থেকে, মৃত দৈত্যগণকে বাঁচাতে না পারি, তারই বা উপায় কি? মা যখন আমার প্রতি এখন সম্পূর্ণই সদয়া, তখন দ্বিতীয় বরে সে অভাব পূর্ণ কর্‌বার পথ ক'রে রাখি। (প্রকাশ্যে) জগৎজননি! দাসের আর একটী প্রার্থনা।

ভগবতী। আজ তোমার সকল কামনাই পূর্ণ ক'র্‌ব। কি প্রার্থনা বল।

শুক্র। আমার এই মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্র, যে কোন প্রিয় ব্যক্তিকে ইচ্ছামত প্রদান ক'র্‌তে পার্‌ব? আমার ন্যায় তারও মন্ত্রশক্তি যেন যথাকালে কার্য্যকারী হয়।

ভগবতী। তথাস্তু বৎস!

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। (স্বগতঃ) আমার পদাশ্রিত দেবগণকে দুর্ব্বল ক'রে, জগতে দানবের অত্যাচার-স্রোত বাড়াবে, তা আর হ'চ্চে না। শুক্রাচার্য্য! আমিও কপটী। তোমার এই দ্বিতীয় বর প্রার্থনা দ্বারাই তোমার সকল দর্প চূর্ণ ক'র্‌ব। তা না হ'লে আমার দর্পহারী হরিনামে ধিক্!

[প্রস্থান।

শুক্র। গোলোকপতি বিষ্ণু! তুমি নিত্যসত্ত্বময় পরমপুরুষ, সেই জন্য তোমায় অন্তরে ভক্তি করি। কিন্তু মাতৃ-হত্যার সেই প্রতিহিংসা-বহ্নি, আমার অন্তরে অন্তরে প্রজ্বলিত।

আমিও দেখ্‌ব, কুবেরের রত্নভাণ্ডার—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—স্বর্গের বিপুল বিলাসসুখ, আমার এই মুষ্টির মধ্যে থাকে কি না! কিন্তু আমি এ সকলের কিছুই প্রার্থনা করি না। লোষ্ট্র আর কাঞ্চন, তুল্যভাবেই আমার ঘৃণ্য। আজ হ'তে দেবগণ, মর্ত্ত্য-বাসী সামান্য মানবের ন্যায়, সুখ—ঐশ্বর্য্য ভোগের জন্য লালায়িতভাবে পথে পথে কেঁদে বেড়াবে। যাই, আমার প্রিয়ভক্ত দানবরাজ বৃষপর্ব্বাকে, জগতের অদ্বিতীয় সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৈত্যপুরী—রাজপথ

(দানবসৈন্যগণের প্রবেশ)

দানবসৈন্যগণ। গীত

আসবপানে মত্ত হ'য়ে, তাণ্ডবে নাচ ভাই,
দম্ভে ধরা কাঁপাই।
সমরসাজে, দানবরাজে, চল রে ভেটিতে যাই॥
অন্তকে আর নাহি ভয়, করিব স্বরগ জয়,
মন্ত্রে বাঁচাবে মৃত দানবে, শুক্রাচার্য্য পণ্ডিত,
ধর কৃপাণ খরশাণ, ঘোর হুঙ্কারে যাই॥
দেখিব ধরে কত বল, কপট দেবতাদল,
সবলে কাড়ি দেব-ললনা, করিব দৈত্য-সেবিকা;—
দুন্দুভি কাড়া, দিতেছি সাড়া, তালে পা ফেলে যাই॥

(বৃষপর্ব্বার প্রবেশ)

বৃষপর্ব্বা। দানবগণ! বীরগণ! তোমাদের মহোৎসাহপূর্ণ বীরগাথা শুনে, মহাবল-দৃপ্ত তোমাদের যুদ্ধ-সজ্জা দেখে, আজ আমার দানবরাজ নামধারণ সার্থক হ'ল। আজ বেশ বুঝ্‌লাম যে, এই সমবেত দানব-শক্তিতে দেবদর্প চূর্ণবিচূর্ণ হবে। আমি দেবগুরু বৃহস্পতিকে বন্ধন এবং শচীকে বলপূর্ব্বক হরণ ক'র্‌তে গিয়ে, দুষ্ট দেবগণকর্ত্তৃক বড়ই অপমানিত হ'য়েচি। যদি সহসা দৈববাণী না হ'ত, তাহ'লে সেই প্রলয়রূপী বিকটমূর্ত্তি পুরুষ কর্ত্তৃক আমরা ভস্মীভূত হ'তাম। গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের চরণ-কৃপায়, দানব-সৌভাগ্যের চরম উৎকর্ষ, এই যুদ্ধযাত্রায় পরীক্ষা করা হবে। দানবগণ! আজ তোমরা জ্বলন্ত উৎসাহে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দেবতামৃণালদলে ছিন্নভিন্ন বিদলিত কর গে। গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের চরণ-কৃপায়, আর তোমাদের মৃত্যু-ভয় নাই।

সৈন্যগণ। জয়! মহারাজ বৃষপর্ব্বার জয়!

বৃষপর্ব্বা। আবার গাও—আবার গাও। স্বর্গরাজ্য প্রকম্পিত ক'রে—বীরদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হও।

সৈন্যগণ। (গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

বৃষপর্ব্বা। আমিও যাই। এই প্রবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহিত দৈত্যগণের রক্ষক হ'য়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই গে।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

(শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ)

শর্ম্মিষ্ঠা। বাবা! বাবা! তুমি আজই কি স্বর্গরাজ্য জয় ক'রতে যাবে?

বৃষপর্ব্বা। হ্যাঁ মা! দেবগর্ব্ব খর্ব্ব কর্‌বার জন্য, আজই আমি যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌ব।

শর্ম্মিষ্ঠা। আমরা ত জানি যে, গুরু আর পুরোহিত, যজমানের মঙ্গলের জন্য ঘরে ব'সেই ঠাকুরপূজো করেন। আজ শুন্‌চি না কি, আপনার গুরুদেব শুক্রাচার্য্যও আপনার সঙ্গে যুদ্ধে গমন ক'র্‌বেন?

বৃষপর্ব্বা। কেন মা! আজ এরূপ অভিমানভরে বিষাদময়ী হ'য়ে, এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রচ?

শর্ম্মিষ্ঠা। আজ প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েচি,—ভেকের মুখে ভুজঙ্গীর তর্জ্জন শুনেচি; তাই বড় কষ্ট পেয়ে তোমায় ব'ল্‌তে এসেচি।

বৃষপর্ব্বা। কেন, কেন মা! কি হ'য়েচে? কি কারণে এত অভিমান হ'ল মা!

শর্ম্মিষ্ঠা। আপনার গুরুকন্যা দেবযানী, আজ আমায় যা না তাই ব'লেচে।

বৃষপর্ব্বা। হা পাগ্‌লী মেয়ে! গুরুকন্যা দেবযানীর সঙ্গে আজ বুঝি ঝগড়া ক'রেচ?

শর্ম্মিষ্ঠা। না বাবা! শুধু ঝগড়া নয়, সেই গরবিণী দেবযানীর প্রত্যেক শ্লেষ-বাক্য আমার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধেচে।

আমি যেন তার দাসীর দাসী,—এ রাজ্য যেন তার বাপেরই অধিকার। তুমি যেন তার বাপের আজ্ঞাবহ ভৃত্য—তোমার যেন কোন ক্ষমতাই নাই।

বৃষপর্ব্বা। ছি মা! গুরুকন্যার কথায় ক্রোধ প্রকাশ ক'র্‌তে আছে কি ?

শর্ম্মিষ্ঠা। যারা আমাদের অন্নে প্রতিপালিত,—আমাদের অনুগ্রহভিক্ষা ভিন্ন যাদের আর অন্য উপজীবিকা নাই, তাদের মুখে এতদূর প্রভুত্ব-সূচক বাক্য শোভা পায় কি ?

বৃষপর্ব্বা। ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে মা! গুরুদেব শুক্রাচার্য্য আমাদের দৈত্যকুলের পরম মান্য, পরম পূজ্য। তাঁরই চরণ-কৃপায়, এই বিশাল দানবসমাজ উন্নতির উন্নত-শিখরে আরোহণ ক'রেচে। আমি প্রত্যক্ষ দেখেচি, গুরুদেবের মৃত-সঞ্জীবনী-মন্ত্রের প্রভাব অত্যাশ্চর্য্য। গুরুদেব আমাদের প্রতি সদয় থাক্‌লে, আর আমাদের কোন বিপদের ভয় নাই। যে গুরুদেবের কৃপায় আমরা এত উপকার পাই, দেবযানী তাঁরই একমাত্র আদরিণী কন্যা। সেই দেবযানীর সঙ্গে সামান্য কথায় মনোবিবাদ ক'র্‌তে আছে কি মা!

শর্ম্মিষ্ঠা। আচ্ছা বাবা! এতদিন কি দৈত্যগণ প্রাণের মায়ায় কাতর হ'য়ে, দেব-রণে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কর্‌'ত ? দৈত্যগণ যদি শুক্রাচার্য্যের মৃত-সঞ্জীবনীমন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না ক'র্‌ত, তাহ'লে কি তারা কাপুরুষের ন্যায় দেবগণের পদানত হ'ত ? না, দানবকুলের মানসম্ভ্রম অতলজলে ডুবিয়ে দিত ? মরণ ত

জীবের অনিবার্য্য গতি! সেই তুচ্ছ মৃত্যুর হাত এড়াবার জন্য, দেবযানীর গর্ব্বিত-বাক্য বুক পেতে সহ্য ক'র্‌তে হবে! মহামানী দানবরাজ বৃষপর্ব্বার আদরিণী কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, সামান্যা ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর কাছে অবনতমুখে ক্ষীণ প্রাণা দাসীর ন্যায় অবস্থান ক'র্‌বে? না পিতঃ! সে ঘটনা আমার পক্ষে বড়ই মর্ম্মভেদী। তার চেয়ে আমাদের শত শত দানব, দেবগণের সঙ্গে বীরযুদ্ধে অম্লানবদনে আত্ম-বিসর্জ্জন করুক, ক্ষতি নাই! দানবকুলের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে, বিশাল দৈত্যবংশে একজনমাত্র দৈত্য জীবিত থাকুক, ক্ষতি নাই! কিন্তু শুক্রাচার্য্যের মৃত-সঞ্জীবনী-মন্ত্রে—ক্ষণভঙ্গুর জলবিম্বসম জীবনরক্ষার জন্য, দেবযানীর বিষমাখা প্রভুত্বসূচক বাক্য সহ্য কর্‌বার প্রয়োজন নাই।

বৃষপর্ব্বা। (স্বগতঃ) সিংহকন্যা বটে! প্রাণাধিকা শর্ম্মিষ্ঠা চিরদিনই স্বাধীনা—তেজস্বিনী—অভিমানিনী। দেব-যানীর প্রভুত্বব্যঞ্জকবাক্যে শর্ম্মিষ্ঠা যে বড়ই মর্ম্মবেদনা পেয়েচে, তা বেশ বুঝতে পার্‌চি। আমিও বিশেষরূপে জানি, গুরুকন্যা দেবযানী বড়ই উগ্রস্বভাবা। কেবল গুরুদেবের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্যই, আমায় এখন সকল দিক রক্ষা ক'র্‌তে হবে;—পাগ্‌লী মেয়েকে এখন কোনরূপে সান্ত্বনা ক'র্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) শর্ম্মিষ্ঠা! মা! তুমি আমার স্নেহময়ী আদরিণী কন্যা। তুমি বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা, সর্ব্বগুণে বিভূষিতা। দানবসমাজের উন্নতি-সংকল্পে আমি এখন গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের সম্পূর্ণ ক্রীতদাস। তাঁর মতের বিরুদ্ধে কার্য্য কর্‌বার ক্ষমতা

উপস্থিত আমার কিছুই নাই। দেবযানীর সামান্য কথায় ক্রুদ্ধা হ'য়ে, গৃহবিচ্ছেদ-সংঘটন—পিতৃরাজ্যের উন্নতি-মূলে কুঠারাঘাত করা, তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রাজকুমারীর কর্ত্তব্য কি ? ধীরভাবে দেবযানীর সকল অত্যাচার সহ্য কর, তাহ'লেই পরিণামে শুভফল পাবে।

শর্ম্মিষ্ঠা। বাবা! আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধ দেখতে যাব। শুন্‌লাম, দেবযানীও তার বাপের সঙ্গে অদ্ভুত মন্ত্রশক্তি স্বচক্ষে দেখবার জন্য স্বর্গরাজ্যে যাবে। ম'রে আবার মন্ত্রবলে বাঁচব, এই প্রলোভনে যুদ্ধ করা অপেক্ষা, জীবন তুচ্ছজ্ঞান ক'রে—যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদানই আমার মতে প্রকৃত বীরত্ব। সাহঙ্কারা দেবযানীকে আমিও দেখাব, তার পিতার মন্ত্রবল না পেলেও, দানবগণ প্রকৃত বীরত্বে দেবগণ অপেক্ষা উন্নত কি না! শাস্ত্রজীবী অলস ব্রাহ্মণের দাস হ'য়ে, শস্ত্রজীবী অসুরকুল, স্বীয় কুলমর্য্যাদা কলঙ্কিত ক'র্‌বে! বীরাঙ্গনা শর্ম্মিষ্ঠার পিতৃরাজ্য, অসভ্য ব্রাহ্মণকন্যার দাম্ভিকতা নীরবে সহ্য ক'রবে! পিতঃ! পিতঃ। আপনার পদে ধরি, আমায় সমরক্ষেত্রে যাবার অনুমতি দিয়ে, তনয়ার আশা পূর্ণ করুন।

বৃষপর্ব্বা। শর্ম্মিষ্ঠা! শর্ম্মিষ্ঠা! মা! মা! তুই দানবকুলের বরণীয়া দেবী। তোমার ন্যায় তেজস্বিনী—স্বদেশহিতৈষিণী—স্বজাতির মুখোজ্জ্বলকারিণী কন্যারত্ন পেয়ে, আমার দৈত্যপুরী উজ্জ্বল। চল মা! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ ক'র্‌ব! আর

আমি বিলম্ব ক'র্‌তে পারচি না, এখনই অস্ত্রাগারে চ'ল্‌লেম। ঐ শোন, সৈন্যসামন্তগণের যুদ্ধযাত্রাকালীন উৎসাহপূর্ণ তূর্য্যধ্বনি শোনা যাচ্চে। চল মা! এখন অন্তঃপুরে চল।

[প্রস্থান।

শর্ম্মিষ্ঠা। (স্বগতঃ) দানবকুলে বাতি দিতে কেউ জীবিত না থাকে সেও ভাল, কিন্তু দেবযানীর পিতার মন্ত্রবলে একজন দৈত্যও যেন তুচ্ছ প্রাণ বাঁচাবার বাসনা না করে। দেখব—দেখব দেবযানি! যত বড় মুখ, তত বড় কথা! বামুনের মেয়ে হ'য়ে, রাজার মেয়ের অপমান!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

যুদ্ধস্থল

(বেগে ভগ্নদূতদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম দূত। (বেগে প্রবেশ করিতে করিতে) এবার খেলে! দেবতাদিগে স্বর্গরাজ্য ছেড়ে, মর্ত্ত্যে ধান ভান্‌তে যেতে হ'ল! আমাদের দেবতাগুলো হাঁড়ি হাঁড়ি ঘি আর কাঁড়ি কাঁড়ি কাঁঠালে কলা খেতেই পটু!

২য় দূত। দৈত্য-বেটারা দেবতাদের বাণের চোটে টক্‌ টক্‌ ক'রে ম'র্‌চে, আর অম্‌নি তাদের সেই শুক্রঠাকুর এসে বিজ্‌ বিজ্‌ ক'রে মন্তর আওড়ে, তড়্‌ তড়্‌ ক'রে বাঁচিয়ে দিচ্চে।

আমাদের দেবসৈন্যদের মধ্যে যিনি একবার প'ড়্চেন, তাঁরই একেবারে কেওড়াকাঠের খাট আর মন্দাকিনীর সেই শ্মশানঘাট।

১ম দূত। ওরে! দেখ্—দেখ্, অগ্নিদেবের গায়ে, দৈত্যেরা বাণের জোরে জল ঢেলে দিয়েচে। অগ্নিদেব, বাপ্ বাপ্ ক'রে, অগ্নিমুখো হ'য়ে ছুট্ ধ'রেচে!

২য় দূত। আবার ঐ দিক্‌টায় দেখ্। এবার বুঝি দৈত্যদের হার হ'ল! বরুণদেব ভারি কোমরে কাপড় বেঁধে লেগেচে! ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি! দেখ্‌তে দেখ্‌তে জলময় হ'ল! ঐ যা! দৈত্যবেটাদিগে ভাসিয়ে নিয়ে গেল! বেশ নাকানিচুবানি হ'চ্চে! হো হো হো! দৈত্যবেটারা হাঁফিয়ে ম'ল! ও বাবা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ আবার কি হ'ল রে! দৈত্যরাজের এক বাণেই সব জল শুকিয়ে গেল যে! ঐ দেখ্—ঐ দেখ্, দৈত্য-সৈন্যগুলো গা-ময় কাদা মেখে—হামাগুড়ি দিয়ে পালাচ্চে!

১ম দূত। ওদিক্‌টায় আবার একাদশ রুদ্র—দ্বাদশ আদিত্য—কোমর বেঁধে লেগেচে! বাহবা! বাহবা! চারিদিকে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বেলে দিয়েচে! দৈত্যবেটারা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল!

২য় দূত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ও আবার কি হ'ল রে! শুক্রঠাকুরের মন্তরের চোটে, দৈত্যদের সেই পোড়া ছাইগুলো থেকে, আবার সেই সমস্ত বিকটাকার দৈত্য গা ঝাড়া দিয়ে কাতারে কাতারে বেঁচে উঠ্‌ল যে!

১ম দূত। পালিয়ে চ—পালিয়ে চ! এবার আর দেবতাদের রক্ষা নাই। [প্রস্থান।

(যুদ্ধ করিতে করিতে জয়ন্ত ও গজেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

জয়ন্ত। জয়ন্ত দুর্ব্বল নয় শোন্ দৈত্যাধম!
দৈত্যবংশ ধ্বংস আজ জয়ন্তের করে।

গজেন্দ্র। সুকোমল শিশু তুই বাসব-নন্দন!
তোর কেন দৈত্য সনে সমর বাসনা?

জয়ন্ত। বলিহারি অহঙ্কারী দাম্ভিক দানব!
হবে রে জয়ন্ত-করে দর্প চূর্ণ তোর।
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু যম দ্বাদশ আদিত্য—
বরুণ জয়ন্ত আদি বীর দেবগণে,
স্মরণে কি তোর মনে না হইল ভয়?

গজেন্দ্র। ভস্মরাশি যথা ভীম-প্রভঞ্জন-বলে,
পরমাণুরূপে উড়ে যায় দিগন্তরে,
তেমতি বিচ্ছিন্ন হবে দেবতা-নিকর।
দানব-প্রতিজ্ঞা আজ কর্ রে শ্রবণ,
সবলে লইব কেড়ে স্বর্গ-সিংহাসন।

জয়ন্ত। দেব-দ্বেষী দানবের না পূরিবে আশ,
শ্মশান-চিতায় হবে রাজসিংহাসন!

গজেন্দ্র। সেদিন গিয়াছে মূর্খ! গুরুর কৃপায়—
দানব রবে না আর মৃত্যুর শাসনে।
সগর্ব্বে আবার বলি, স্বর্গ-সিংহাসনে—

শচীসহ উপবিষ্ট রবে দৈত্যপতি।

জয়ন্ত। অহো! আর না সহিল প্রাণে!
জ্বেলে দিলি শতগুণ ক্রোধানল আজ,
আয় আয় যমালয়ে পাঠাই ত্বরায়!

[জয়ন্তের পলায়ন।

(সক্রোধে পবনের প্রবেশ)

পবন। তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণকাল নাই রে নিস্তার,
পবন শমনরূপে এসেচে রে আজ!
বালক জয়ন্তে রণে করি পরাজয়,
ভেবেচিস্ বুঝি তুই অমর-বিজয়ী?
প্রবল ভীষণ-মূর্ত্তি ধরি যদি মূঢ়,
সদলে যাবি রে উড়ে কুমেরু-চূড়ায়!
মর্ত্ত্যে দিক্‌পালরূপে পূজা পাই আমি,
মান্য পূজ্য আমি তোর শোন্ রে দানব!
সভয়ে প্রণাম কর্ আমার চরণে,
দন্তে তৃণ ধরি ক্ষমা কর্ রে প্রার্থনা।

গজেন্দ্র। তোরই নাম কাপুরুষ দাম্ভিক পবন?
কোমল কদলীবৃক্ষ শুষ্ক তৃণ-চয়,
তোর বলে বিচলিত হ'য়ে থাকে ব'লে,
অচল কি বিচলিত হয় রে কখন?
তোর ভাগ্যে নিতান্তই বিধির লিখন,
দানবের পদ-সেবা দৈত্য-কারাগারে।

পবন। দেবতার অনুগ্রহে হ'য়ে বলীয়ান্,
দেবদ্বেষী কেন মূঢ় ধ্বংসের কারণ ?
ক্ষীণ-দীপালোকসম তোর রে জীবন,
পলকে পবনতেজে হইবে নির্ব্বাণ।
ঘূর্ণিবায়ুরূপে আজ পাপ-দৈত্য-পুরী,
সবলে উপাড়ি শূন্যে করিব ঘূর্ণিত !

(৭ নং গীত)

গজেন্দ্র। আমারও প্রতিজ্ঞা তবে শোন্ রে অনিল !
চামরধারীর বেশে স্বর্ণ-দৈত্যপুরে,
করিবি দানবরাজে চামর ব্যজন।
পবন। লঙ্ঘন করিতে সাধ বিধির বিধান ?
গজেন্দ্র। পুরুষকারবাদী দৈত্য দৈব নাহি মানে,
কাপুরুষ দেবগণ দৈবের অধীন।
পবন। এত দর্প ! না মানিস্ দৈব—কর্ম্মফল ?
গজেন্দ্র। কার্য্যে দেখ্ শুক্রনীতি কিরূপ প্রবল !

[উভয়ের যুদ্ধ ও পবনের পলায়ন।

(যমের প্রবেশ)

যম। তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ আর গভীর সাগর,
জল স্থল মহাশূন্য আকাশ পাতাল—
প্রকম্পিত মহাভীত আমার প্রতাপে !
বিকট মূরতি ধরি বিলোল রসনা—

লক্‌লকে দানবের পিব রক্তধারা !
কড়্মড়ে চিবাব দানব-মুণ্ড !
প্রচণ্ড এ যমদণ্ডে স্তব্ধ হবে ধরা !
দেখ্‌, দেখ্‌, দুষ্ট দৈত্য যমের বিক্রম,
কিরূপে দানব আজ এড়ায় মরণ !

গজেন্দ্র। মৃত্যু তুমি ? এস তবে—তোমারেই চাই !
শমনে সংহার ক'রে মরণ-যন্ত্রণা—
ঘুচাব জীবের আজ প্রতিজ্ঞা আমার।

যম। কি বলিলি ? বাহুবলে এড়াবি মরণ !
কালগতে কালে লয় এ বিশ্ব-সংসার,
কালে কালে কত দৈত্য হবে পুনঃ যাবে—
একভাবে চিরকাল না রহিবে কিছু !
দুরাশার দাস তোরা—নিতান্ত নির্ব্বোধ !
গলে শিলা বেঁধে আশা-সাগরে সাঁতার !
সংহার—সংহার, আজ নাই রে নিস্তার !

গজেন্দ্র। এস তবে—চূর্ণ করি দর্প অহঙ্কার !

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(চঞ্চলভাবে ইন্দ্র ও নারদের প্রবেশ)

ইন্দ্র। দেবর্ষে ! দেবর্ষে ! আমায় ছেড়ে দিন, আর আমায় বাধা দিয়ে রাখ্‌বেন না। শুক্রাচার্য্যের মৃত-সঞ্জীবনী-মন্ত্রে বলীয়ান্ দানবগণের করে, আর কি আমাদের মঙ্গল আছে ? ঐ শুনুন, দৈত্যপক্ষের ঘন ঘন বিজয়-নিনাদ, আমার

হৃদয়-তন্ত্রী ধ্বনিত করে, নিরাশার আগুণ শতগুণ জ্বেলে দিচ্চে! আরও কি বিজয়ের আশা আছে?

নারদ। শচীপতে! ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সঙ্গে, চিত্তকে সর্ব্বদাই অচঞ্চল ধীরভাবে রাখ্‌বেন। নিজের পুরুষকার হারাবেন না। সন্তোষই পুণ্য—দুঃখই পাপ!

(ঢেঁকিরামের প্রবেশ)

ঢেঁকিরাম। দেবরাজ! দেবরাজ! সর্ব্বনাশ হ'য়েচে। শীঘ্র দেববালাদিগে সঙ্গে নিয়ে, পাহাড়ের গুপ্তস্থানে রেখে আসুন গে।

ইন্দ্র। আমায় কিছু বল্‌তে হবে না। আমার কপাল ভেঙ্গেচে! ব'লে যাও,—ব'লে যাও কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

ঢেঁকিরাম। ব'ল্‌ব আর কি, আমার মাথা আর মুণ্ডু! বরুণদেব পাশ-অস্ত্র ফেলে, পাশ কাটিয়ে দুর্গানাম জপ ক'র্‌তে ক'রতে অপ্রকাশ! বুক ফুলিয়ে যমদণ্ড নিয়ে যমরাজ যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তাঁর দুর্গতির কথা শুন্‌লে শিয়াল কুকুরও কেঁদে আকুল হবে! মরা গরুকে যেমন বাঁশে বেঁধে ভাগাড়ে ফেলে দিতে যায়, তেমনি তাঁরে বেঁধে দৈত্যপুরে চালান দিয়েছিল। শুক্রঠাকুর, দৈত্যপতিকে অনেক বুঝিয়ে, ছেড়ে দিয়েচেন। যমরাজ এখন পাহাড়ের ধারে ব'সে—মাথায় হাত দিয়ে হাঁফ ফেল্‌চেন। অগ্নিদেবের গায়ে দৈত্যেরা যখন জল ঢেলে দিলে, তখন তিনি অম্‌নি হাড়কাঠ-ছাড়া পাঁঠার মত ন্যাজ খাড়া ক'রে সটান—

ইন্দ্র। আর ব'ল্‌তে হবে না। দেবর্ষে! আপনি অন্তঃপুর-

বাসিনী দেবরমণীদিগে সঙ্গে নিয়ে, শীঘ্র নিরাপদ স্থানে গমন-করুন। আমি আর একবার দৈত্য-যুদ্ধে নিজেই গমন করি। দেখি—দেখি দৈত্যগণ কত বল ধরে!

[বেগে প্রস্থান।

নারদ। স্বর্গরাজ্যে মহাবিভ্রাট উপস্থিত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুরগুরু বৃহস্পতির কৌশল, আজ পরমপুরুষকারবাদী কূটবুদ্ধি শুক্রনীতি ভেদ কর্‌তে পার্‌লে না তাই ত! এখন উপায় কি?

ঢেঁকিরাম। প্রভো! আপনার অনুমতি হ'লে, এই ঢেঁকিরামের ঢেঁকিতে ঝগড়ার ফাঁসি বেঁধে ঘূরিয়ে বেড়াই।

নারদ। দেবযানী আর দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা উভয়েই তাদের পিতার সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে যুদ্ধ দেখ্‌তে এসেচে। চল ঢেঁকিরাম! তোমায় গোপনে একটা কথা ব'লে দেবো।

ঢেঁকিরাম। আজ্ঞে প্রভো! সে কথা ব'লতে হবে না। দেবযানীকে এক প্রকার সে কথা ব'লেই এসিচি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব

(দেবযানীর প্রবেশ)

দেবযানী। (প্রবেশ করিতে করিতে) অদ্ভুত! বাবার মৃত-সঞ্জীবনী-মন্ত্রের ক্ষমতা অতি অদ্ভুত! তাঁর অলৌকিক

মন্ত্রশক্তির ক্ষমতা স্বচক্ষেই দেখ্‌লাম! কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠার অহঙ্কার ত চূর্ণ কর্‌তে পার্‌লাম না! বাবার মন্ত্রশক্তিতে দৈত্যগণ ম'রেও আবার সিংহবিক্রমে বেঁচে উঠ্‌ল! আমার বিবেচনায় দেবগণই প্রকৃত বীর। কারণ, তাঁরা বারংবার পরাজিত হ'য়েও এখন পর্য্যন্ত সমানভাবে যুদ্ধ কর্‌চে। এখন একবার বাবার পায়ে ধ'রে, কাকুতি-মিনতি ক'রে বলি, ক্ষণকালের জন্য তিনি যেন মন্ত্রবলে মৃত দানবগণের জীবনদান না করেন। শর্ম্মিষ্ঠা, স্বজাতি-সংহারে—তার পিতার মৃত্যুতে—অজস্র অশ্রু-বর্ষণ করুক্‌ —তার তেজদর্প চূর্ণ হ'ক্‌! ব্রহ্মতেজের নিকট দানব-তেজ যে অতি তুচ্ছ, সে কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝুক্‌। আমার পায়ে ধ'রে কাঁদাব,—তারপর অন্য ব্যবস্থা। বৃষপর্ব্বার সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ তুমুল যুদ্ধ হ'চ্চে, তাতে নিশ্চয়ই এবার দৈত্যগণের পরাজয় হবে। আগে দেখি, বাবা কোন্‌ দিকে গেলেন! [প্রস্থান।

(চঞ্চলভাবে শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ)

শর্ম্মিষ্ঠা। গরবিণী দেবযানী, দেমাকভরে কোন্‌ দিকে গেল? তার বাপের মন্ত্রশক্তি দেখে, আমায় বাক্যজ্বালায় পুড়িয়ে গেলেন! দেখুক না, বীর দৈত্যগণ কিরূপ বীরযুদ্ধে দেবপক্ষকে দুর্ব্বল আর সংহার ক'রতে পারে! মন্ত্রবলে বাঁচা পরের কথা; আগে তারা অম্লানমুখে যুদ্ধে প্রাণ দিচ্চে,—দৈত্যকুলের গৌরব রক্ষা কর্‌চে। দৈত্য-সেনাপতি মহাবীর গজেন্দ্রসিংহ আর বাবার বীর-বিক্রমে, সমস্ত দেবতাই বারম্বার যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ ক'রে,

কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন কর্‌চে। দেখি, মহামায়া-মায়ের ইচ্ছায় দৈত্যবংশের মান থাকে কি না।

[প্রস্থান।

(চঞ্চলভাবে বৃহস্পতির প্রবেশ)

বৃহস্পতি। (প্রবেশ করিতে করিতে) দেবগণ! তোমরা কে কোথায়? বারম্বার পরাজিত হ'য়েছ ব'লে কি, কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাক্‌বে? সকলে বীরদর্পে অগ্রসর হ'য়ে, আবার সমবেত শক্তিতে দানবগণকে আক্রমণ কর। যুদ্ধস্থলে প্রাণ দাও;—কিন্তু পিশাচগণ যেন তোমাদের গৌরবের জিনিষ দেব-বালাগণের সতীত্ব-ধন অপহরণ ক'র্‌তে না পারে। কই—কই? যুদ্ধপরিশ্রান্ত দেবগণ কোন্ দিকে গেল? আর একবার সকলে একত্রে দৈত্যগণকে বেষ্টন কর—রণস্থল প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করুক্। (গমনোদ্যোগ)

(সহসা শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য। কি সুর-গুরো! এত ব্যস্ত হ'য়ে কোথায় যাও? এবার তোমার চিরভক্ত ভোগবিলাসাসক্ত দেবগণকে দৈত্য-করে রক্ষা কর!

বৃহস্পতি। কে তুমি? কুলপাংশুল, স্বজাতি-হন্তারক কুটিল শুক্র! ধিক্ তোমার আস্ফালন! স্বজাতি-বন্ধু-বান্ধব-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হ'য়ে, পাপ দৈত্যপক্ষ অবলম্বন ক'রে, নিজের কুলমর্য্যাদার মস্তকে পদাঘাত ক'রে, সরলা সুরবালাগণকে পিশাচগণের দ্বারা লাঞ্ছিত ক'রে, এখনও পাপমুখ জগতে দেখাতে

ইচ্ছা করিস্? আবার শ্লেষবাক্যে আমার নিকট অহঙ্কার-প্রকাশ!

শুক্রাচার্য্য। বটে! এর মধ্যেই এত গাত্রজ্বালা! বলি, স্বার্থপর আমি না তুমি? তোমার আশ্রিত দেবগণ কি স্বার্থ-পরতাদোষে দূষিত নয়? যাক্—বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। আমি তার্কিক অপেক্ষা কর্ম্মীকে অধিক ভক্তি করি। আমি আবার স্পর্দ্ধার সহিত বলি, তুমি দেবপক্ষ অবলম্বন ক'রে,—তোমার সাধ্যমত সুরগণের উন্নতি-চেষ্টা কর গে। আমিও দেখি, আমার আশ্রিত দানবগণ, জগতের শীর্ষস্থান অধিকার ক'র্‌তে পারে কি না!

বৃহস্পতি। আচ্ছা! দেখ্‌ব—দেখ্‌ব শুক্রাচার্য্য! সাত্ত্বিক দৈববলে, তোমার রাজসিক পুরুষকার নিষ্ফল ক'র্‌তে পারি কি না! [বেগে প্রস্থান।

শুক্রাচার্য্য। শত বৃহস্পতির বুদ্ধি একত্র মিলিত হ'ক্, শুক্রাচার্য্যের সাধনাস্রোত, তৃণের ন্যায় দেবশক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। দেখি—দেখি, দেবযুদ্ধে আবার কত দৈত্যের মৃত্যু হ'ল। আবার তাদিগে মন্ত্রবলে পুনর্জ্জীবিত ক'রে, দেবদর্প চূর্ণ করি গে। (প্রস্থানোদ্যোগ)

(দেবযানীর পুনঃপ্রবেশ)

দেবযানী। বাবা! বাবা! এত ক্রুদ্ধ হ'য়ে কোথায় যাও?

শুক্রাচার্য্য। কেন মা দেবযানি! এই তুমুল যুদ্ধের সময়, এখানে আবার এলে কেন মা!

দেবযানী। যার পিতা মন্ত্রবলে কোটি কোটি মৃত দানবকে পলকে জীবিত ক'র্‌তে পারে, তাঁর কন্যা দেবযানী যুদ্ধস্থলে আস্‌তে ভয় ক'র্‌বে কেন? যাক্, এখন আপনার পদে ধ'রে অনুরোধ করি, কিছুদিনের জন্য যুদ্ধস্থলে যাবেন না,—মরা দৈত্যদিগে মন্ত্র-বলে বাঁচাবেন না।

শুক্রাচার্য্য। কেন মা! তাহ'লে দেবযুদ্ধে নিহত দৈত্য-গণের দুর্দ্দশা কি হবে?

দেবযানী। দৈত্যগণের সেই ভীষণ দুর্দ্দশা দেখ্‌বার জন্যই, আপনাকে যুদ্ধস্থলে যেতে নিষেধ ক'র্‌চি। গরবিণী শর্ম্মিষ্ঠার চোখ দিয়ে একবার শোকের উষ্ণজল দেখ্‌ব।

শুক্রাচার্য্য। ছি মা! বুদ্ধিহীনা দৈত্যরাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠার অসার কথায় অভিমান ক'রে, দৈত্যকুলের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌চ কেন? বিশেষতঃ এইমাত্র সুরগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে বাক্-যুদ্ধে বড়ই মর্ম্মান্তিক ব্যথা পেয়েচি। অগ্রে সেই জ্বালার শত-গুণাধিক জ্বালা তার প্রাণে প্রদান করি—নিজের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রাণপণে প্রতিপালন করি,—তারপর অন্য কার্য্য।

দেবযানী। দেবগণ আপনার স্বজাতি। তারা শত্রু হ'লেও আপনার পরম মিত্র। যে দুর্দ্দান্ত দানবসমাজ, ব্রাহ্মণের ও বিষ্ণুর অবমাননা করে—পিশাচের ন্যায় পর-নারী পীড়ন করে, যারা আসুরিক-তেজে জগতের অশান্তি বর্দ্ধিত করে, তাদের উন্নতির জন্য আপনার এত পরিশ্রম—এত স্বজাতি-বিদ্বেষ কেন?

শুক্রাচার্য্য। দেবযানি! মা! তুমি কি আজ পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ের উচ্চভাব বুঝ্‌তে পার নাই? আমার নিকট জ্ঞাতিকুটুম্ব—আত্ম-পর ভেদ নাই। আমি আমার প্রাণকে—আমার সাধনাকে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দিয়েচি! বিশ্বেশ্বরীর বিশাল বিশ্বরাজ্যে "আমার" ব'লে কিছুই নাই। যা কিছু করি, সকলই পরার্থে—সকলই লোক-শিক্ষার জন্য। পুরুষকারই বিশ্বেশ্বরীর পরীক্ষা। পুরুষকারবলেই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব। এই পুরুষকার-বলেই, যে কোন প্রাণী উৎকট সাধনায়—অর্দ্ধ-নারীশ্বর শিবমূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌তে পারে। পুরুষকারের এই অলৌকিক শক্তি জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্যই, আমার এই অদম্য উৎসাহ—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

দেবযানী। বাবা! আপনার অলৌকিক ক্ষমতা—বিশ্বজনীন প্রেম—অতুলনীয় পরার্থপরতা, সকলই বিশেষরূপ জানি। আপনার সাহায্য প্রাপ্ত না হ'লে, এই বিশাল দৈত্যসমাজ যে চলৎশক্তিহীন পঙ্গু, তাও উত্তমরূপে বুঝি। কিন্তু পিতঃ! দর্পীর দর্প চূর্ণ করা কি ন্যায়সঙ্গত কার্য্য নয়? আপনার প্রতিজ্ঞা পালন ক'র্‌তে হয়, পরে ক'র্‌বেন; কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠাকে—অহঙ্কারী দানবসমাজকে—একবার শিক্ষা দিন্ যে, আপনার ব্রহ্মতেজই তাদের এত অহঙ্কার-বৃদ্ধির কারণ।

শুক্রাচার্য্য। হা পাগ্‌লী মেয়ে! দানব-সমাজের প্রত্যেকেই এ কথা উত্তমরূপ জানে।

দেবযানী। পিতঃ! আমি অবলা নারীজাতি হ'লেও,

আপনার চরণ-কৃপায় তেজের সহিত ব'ল্‌তে পারি যে দানবগণ স্বীয় কার্য্য-সিদ্ধির জন্যই আপাততঃ যতই আপনার শরণাগত হ'ক্, তাদের অন্তরের কপটতা একদিন আপনার অনিষ্ট ক'র্‌তেও কুণ্ঠিত হবে না। কালসর্প কখনই সুধা উদ্গীরণ করে না— নিম্ববৃক্ষে রসাল ফল ফলে না! দানবগণ নিতান্তই ব্যসনাসক্ত, লোভী, স্বার্থপর। তারা স্বীয় দেহরক্ষা—স্বীয় ভোগবাসনা চরিতার্থ করাকেই পরমপুরুষার্থ—পরমধর্ম্ম মনে করে! তাদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে, আপনার এই জীবন উৎসর্গ—ভস্মে ঘৃতাহুতিমাত্র!

শুক্রাচার্য্য। (স্বগতঃ) দেবযানী সরলা বালিকা হ'লেও, জ্ঞানে—লোক-চরিত্র-শিক্ষায় সুচতুরা। আমি যে ভগবানের সৎ-ইচ্ছার বশবর্ত্তী হ'য়েই এই কার্য্যে ব্রতী হ'য়েচি, দেবযানী এখনও তা বুঝ্‌তে পার্‌চে না। (প্রকাশ্যে) মা! তোর হৃদয় বিলক্ষণ জানি। কিন্তু মা! কালসর্পের যে বিষ জীবের জীবন-সংহার করে, সেই বিষই আবার এক সময় বিকার-গ্রস্ত রোগীর জীবনোপায়। বিধাতার সৃষ্টিতে নিরর্থক কিছুই নাই। দানবের দ্বারা দেবের পরাজয়, দেবের দ্বারা দানবের পরাজয়, এই উভয়ই জগতের মঙ্গলের জন্য। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে।

দেবযানী। তা যদি হয়, তা হ'লে দৈত্য-রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার এই অহঙ্কার—এই ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ কি দানব-সমাজের পতনের কারণ নয়?

শুক্রাচার্য্য। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার হৃদয়ে এখনও গুরুভক্তি অচলা। যদি আমার প্রতি অভক্তি প্রদর্শনই করে, তা'হলে "বংশান্তে ব্রাহ্মণরিপু" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হবে।

দেবযানী। আপনার উপদেশ মূল্যবান্ হ'লেও, অন্ততঃ একটীবারের জন্যও শর্ম্মিষ্ঠাকে কিছু শিক্ষা দেন, এই আমার কাতর প্রার্থনা!

শুক্রাচার্য্য। আচ্ছা মা! কিছু সময়ের জন্য তোমার আশা পূর্ণ ক'র্‌ব। এখন শিবিরে চল। (স্বগতঃ) তাই ত! দেবযানী আর শর্ম্মিষ্ঠার পরস্পরের হৃদয়ের যেরূপ বিদ্বেষ-ভাব, তাতে না জানি লীলাময় ভগবানের কি নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে! সকলই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা! সারাৎসারা তারা-মাই আমার বলবুদ্ধি!

[উভয়ের প্রস্থান।

(ঢেঁকিরামের প্রবেশ)

ঢেঁকিরাম। মনের ভিতর সুখের ভাঁড়ার খোলা দিনরাত,
বুঝ্‌তে নারে বিকার-জ্বরে, বিগ্‌ড়ে গেছে ধাত!
শুক্রাচার্য্যের গুপ্তমন্ত্রে অমর হবার আশা,
যতই কর এই যে দেহ, দুদণ্ডের বাসা!
বৃষপর্ব্বা—শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুদ্বেষী যেমন,
শর্ম্মিষ্ঠা আর দেবযানী মেয়ে দুটীও তেমন!
গহনা প'রে দেমাকভরে যাচ্চে রাজার মেয়ে,

রূপের গর্ব্বে চলেন নাকো মাটীতে পা দিয়ে!
ঢেঁকিরাম সব বুঝেচে, দেখ্‌ব শুধু চেয়ে,
দৈত্যকুলের রাহুকেতু ঐ দুইটী মেয়ে!

[প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্বর্গের তোরণদ্বার

(রণসজ্জায় সুসজ্জিতা শচীর প্রবেশ)

শচী। জগতে কি সতীত্বের তেজ নাই? সতীর সতীত্ব-নিধি রক্ষা কর্‌তে, করালবদনা মহাকালীর হস্ত কি খড়গ-শূন্য? ব্রহ্মাণ্ড কি অত্যাচারী ভণ্ডপাষণ্ডদলের লীলাক্ষেত্র? দেবরমণীগণ কি তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় অবলা দুর্ব্বলা? সতীত্ব-হরণকারী দুর্ব্বৃত্তদের দমনের জন্য, সতীর নয়নে কি অগ্নিশিখা নাই? যদি থাকে, তাহ'লে আজ সতী-দেববালাদের পতি-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, গহন পর্ব্বত-গুহায় চোখের জলে দিন কাটায় কেন? দেব-রমণীগণ, ব্যাধপীড়িতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় হাহাকারে ছুটে বেড়ায় কেন? বৈজয়ন্তের রত্ন-সিংহাসনে, শৃগাল বৃষপর্ব্বা উপবেশন করে কেন? স্বর্গবাসিনী বীরাঙ্গনাগণ! তোমারা কে কোথায়?

(বীরাঙ্গনাবেশে গীত গাহিতে গাহিতে সুসজ্জিতা
দেববালাগণের প্রবেশ)

দেববালাগণ। গীত।

দানব-দলনে চল লো রঙ্গে তাণ্ডব নাচে—
অট অট বিকট হসনে।
ধর লো কৃপাণ ঘর্ঘর ঘোষে,
রুধির-লিপ্ত লম্বিত কেশে,
নৃমুণ্ডমালিনী করালিনীবেশে—
দানবমুণ্ড দলি চরণে॥
ধা কেটী তা কেটী ঘোর হুহুঙ্কারে,
তরঙ্গ বহাব দানব-রুধিরে,
চল লো রণরঙ্গিনী পশি সমরে—
রাখিতে অমূল্য সতীত্ব-ধনে॥

শচী। আজ বুঝ্‌লাম যে, দেবকুলের গৃহে গৃহে মহাশক্তি বিরাজিতা! প্রবল দানব-শক্তি, এই সমবেত দেব-শক্তির কিছুতেই গতিরোধ কর্‌তে সক্ষম হবে না। এই মহাশক্তিতে দৈত্যগর্ব্ব-পর্ব্বত-শৃঙ্গ চূর্ণ হ'য়ে যাবে,—বৈজয়ন্তের বিজয়-পতাকা আবার পূর্ব্বগৌরবে উড্ডীয়মান হবে। স্বর্গবাসিনী দেবীগণ! আজ তোমাদের অবলা-হৃদয়েও সহস্রগুণ প্রতিহিংসা-বহ্নি প্রজ্বলিত কর—রমণী-সুলভ বিলাসিতা, ভয়শীলতা পরিত্যাগ কর—স্বদেশের গৌরব-রক্ষার্থে একতাসূত্রে আবদ্ধ হও, পুরুষগণের তেজস্বিনী শক্তিরূপে সাহায্যকারিণী হও। তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরাঙ্গনা বীরপত্নীর ন্যায় প্রাণ দিতে ইচ্ছা কর? না—

নিজ নিজ কুলমর্য্যাদায় পদাঘাত ক'রে—দৈত্য-কারাগারে বন্দিনী হ'য়ে—দৈত্য-পদসেবা ক'রতে বাসনা কর? তোমাদের পতি-পুত্র ভাই-বন্ধুগণ, দানবের দাস হবে—দানবের পাদুকাঘাত নীরবে সহ্য করবে; তোমরা কোন্ প্রাণে তা সহ্য করবে? তোমরা কি জান না যে, তোমরাই তোমাদের সংসারের মহাশক্তিরূপিণী!

দেববালাগণ। (একবাক্যে উত্তেজিত হইয়া) দানব-সংহার! দানব-সংহার! দানব-সংহার!

শচী। তবে কোটীকণ্ঠে গান কর—জয় দেবরাজের জয়! জয় ধর্ম্মের জয়!

(বৃহস্পতির প্রবেশ)

বৃহস্পতি। ও কি! কোটী কোটী করালবদনী খড়্গধারিণী কালীমূর্ত্তি কি স্বর্গরাজ্য রক্ষার জন্য, প্রচণ্ডা ভয়ঙ্করীবেশে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন! কে—কে মা তোমরা? এ কি! তোমরা? দেবেন্দ্রাণি! মা! তুমিই কি সঙ্গিনীগণ সঙ্গে রণরঙ্গে উন্মাদিনী হ'য়ে—দানবদলনে গমন ক'রচ? আজ কি দেবগুরু-বৃহস্পতি-শিষ্য সুরগণ স্পন্দহীন, জড়? না, লজ্জাঘৃণাহীন ক্লীব? বৃহস্পতির মান-সম্ভ্রম রক্ষা ক'রতে—দেবগণের নষ্ট-গৌরব উদ্ধার করতে—ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে পারে, এমন পুরুষ কি স্বর্গধামে নাই?

(কচের প্রবেশ)

কচ। আছে—আছে পিতঃ! আপনার চরণ-কিঙ্কর—

আপনার আত্মজ কচ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু পিতঃ! বীরত্বে—বাহুবলে, সে প্রণষ্ট-গৌরব উদ্ধার হবে না। কৌশলে—চতুরতায়—সাত্ত্বিক-সাধনায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে, দেবের দুর্গতি খণ্ডন ক'র্‌তে হবে।

বৃহস্পতি। কে তুমি? কচ—প্রাণাধিক নয়নানন্দ কচ? পার্‌বে কি বাপ? তোমার পিতার নষ্ট-গৌরব উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌বে কি? দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্রপ্রভাবে, আমার বল-বুদ্ধি-ভরসা সকলই তিরোহিত হ'য়েচে।

কচ। যদি দাসকে অনুমতি করেন, যদি আপনার চরণে আমার অকপট ভক্তি থাকে, তাহ'লে যে কোন কৌশলে হ'ক্, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট হ'তে গুপ্তমন্ত্র শিক্ষা ক'রে আসি।

বৃহ। হা অবোধ! যে আমার পরম শত্রু—যার চক্রান্তে যার মন্ত্রশক্তিতে দানবদলের এই প্রচণ্ড প্রাদুর্ভাব, সেই শুক্রাচার্য্য জেনে শুনে, কখন কি তার পরম শত্রু বৃহস্পতি-নন্দন কচকে গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা দেবে।

কচ। পিতঃ! অকৃত্রিম ভক্তিতে জগৎ বাধ্য হয়; স্নেহ-ভালবাসায় অরণ্যের হিংস্রক জন্তুও বশীভূত হয়। তবে গুরুপদসেবার জন্য প্রাণমন সমর্পণ ক'রে—গুরুপদসেবা জীবনের সারব্রত জ্ঞান ক'রে, মহাভাগ শুক্রাচার্য্যকে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পার্‌ব না কি?

বৃহ। প্রাণাধিক!
অসম্ভব আশা তোর হবে কি পূরণ?

শুক্রাচার্য্য চির-দেবদ্বেষী,
সে কি তোরে শিষ্যভাবে করিবে গ্রহণ ?

কচ। অসম্ভব কি আছে জগতে পিতঃ!
তন্দ্রাবশে গত নিশাকালে—
দেখেচি যে অপূর্ব্ব স্বপন,
পেয়েচি যে আশ্বাস-বচন—
স্মরণে শিহরে দেহ!
জগৎকারণ দেব নারায়ণ,
সুদর্শন-চক্র-করে জ্যোতির্ম্ময়রূপে—
শূন্যে অবস্থান করি মধুর-বচনে,
দেখালেন এ দাসেরে সাধনার পথ!
পিতঃ! পিতঃ! সেই বলে বেঁধেছি হৃদয়,
ত্যজিয়াছি এই তুচ্ছ জীবনের ভয়!
সুখ-সাধ চিরতরে দিয়ে বিসর্জ্জন,
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধরি পবিত্র-হৃদয়ে—
পালিব নিষ্কাম-ব্রত দেবের মঙ্গলে।

(৮নং গীত)

বৃহ। প্রাণ কাঁদে কথা শুনে!
শত্রুপুরে বাস করি নিরাশ্রয়ভাবে,
হবে কিরে প্রাণাধিক সাধনা সফল ?

কচ। ভয়হারী হরি যার পথ-প্রদর্শক,
এ সংসারে শত্রুমিত্র সমান তাহার।

আশীর্ব্বাদ কর পিতঃ! হরির চরণে
ভক্তি রেখে হয় যেন সাধনা সফল।
স্বজাতির নিদারুণ দুর্গতি নেহারি,
দিবানিশি কাঁদে প্রাণ ফেটে যায় বুক!
পাপাচারী দানবের নিষ্ঠুর শাসনে,
অত্যাচারে ছারখার হ'তেছে সংসার!
চুরি, হত্যা, প্রতারণা, ব্যভিচারদোষে,
চতুর্দ্দিকে অশান্তির শুধু হাহাকার!
যাগযজ্ঞ নাহি হয়, নাহি বেদাচার—
সমাজে কেহ না মানে দেবতা-ব্রাহ্মণে!
অহঙ্কারে আত্ম-সুখে মত্ত দৈত্যগণ,
বিপরীত ব্যাখ্যা করি কপোল-কল্পিত—
কপট ধর্ম্মের শিক্ষা করিছে প্রচার!
হায় হায়! কি কব দুঃখের কথা!
স্বর্গলক্ষ্মী পতিব্রতা দেববালাগণ,
সতীত্ব-নাশের ভয়ে পরি রণ-সাজ—
দৈত্যনাশে আসিয়াছে সমর-প্রাঙ্গণে!
ইচ্ছা হয় নখাঘাতে নিজ কণ্ঠ ছিঁড়ি,
পাপপ্রাণ ত্যাগ করি এড়াই যন্ত্রণা।
পিশাচের লীলাক্ষেত্র হ'ক্ এ সংসার,
সংসারের ধর্ম্মকর্ম্ম রসাতলে যাক্!
নিভে যাক্ জগতের এ জ্বলন্ত ছবি!

এরূপে দানবগণ পাইলে প্রশ্রয়,
সৃষ্টি স্থিতি বিশ্বলীলা কতদিন রবে ?
দানবের পাপ-স্রোতে ভেসে যাবে সব !
দানবের রীতিনীতি হইলে প্রবল,
নারীগণ স্বেচ্ছাধীনী হবে কামাতুরা—
না করিবে কোনরূপ সম্বন্ধ-বিচার !
মত্তা মাতঙ্গিনীসমা ঘুরিবে চৌদিকে,
না করিবে সারব্রত পতি-পদ-সেবা—
গুরুজন—শাশুড়ী ননদী না মানিবে !
স্বেচ্ছাচারে জগতের অশান্তি বাড়িবে—
দেবনাম চিরতরে লোপ হ'য়ে যাবে !
জ্বলিবে পুড়িবে বিশ্ব অশান্তি-আগুনে !
সাধনায় যায় যাবে—যাক্ পাপপ্রাণ,
রাখিব দেবের মান গুরুভক্তিবলে !
পদধূলি দাও পিতঃ ! অধম সন্তানে,
স্বর্গরাজ্য হ'তে আজ লইনু বিদায়।
হয় যদি এ দাসের প্রতিজ্ঞা পূরণ,
ঘুচাইতে পারি যদি দেবের রোদন,
হরি যদি দয়া করি দেন পদাশ্রয়—
তবেই আসিব ফিরে এই স্বর্গপুরে।
তা না হ'লে এই শেষ বিদায় আমার,
পাপমুখ না দেখাব দেবতা-সমাজে।

হৃদয়ের উষ্ণ-রক্তে করিব তর্পণ,
দেখি দেখি সাধনার সিদ্ধি কত দূরে !

[প্রস্থান।

বৃহ। গেলি কি রে প্রাণের নন্দন !
রাখিবি কি পিতার গৌরব ?
হবে কি রে দানব-শাসন ?
যাও বৎস !
আর তোরে না করিব মানা—
উচ্চ-কার্য্যে বাধা নাহি দিব।
বুক পেতে স'ব তোর অদর্শন-জ্বালা !
ধন্য তুই স্বজাতি-বৎসল !
ধন্য তোর উন্নত-হৃদয় !
মঙ্গল করুন তোর মঙ্গল-নিদান,
শত্রুপুরে একমাত্র হরি তোর সখা !

শচী। গুরুদেব !
অপমান কত স'ব আর !
ছার প্রাণে নাহি প্রয়োজন।
সাধে কি প'রেচি রণ-সাজ ?
রণরঙ্গে সাধে কি ধ'রেচি অসি ?
অবলা আমরা আজ যত দেববালা,
করিয়াছি প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা-পালনে।
রাখিব সতীত্বনিধি দেবের গৌরব,

স্থরবালা যুদ্ধনীতি শিখাবে দানবে।
পাপাচারী দৈত্যদল হেরিবে বিস্ময়ে,
দেববালা, বীরাঙ্গনা বীর-পত্নী কি না!

বৃহ। দেবেন্দ্রাণি! বৃথা আর রণ-সাজ!
বাহুবলে কোনরূপে দুর্ব্বৃত্ত দানবে,
শাসন করিতে নাহি পারিবে দেবতা।
যথাকালে দয়াময় হরির কৃপায়,
কোনরূপে কচের সাধনা সিদ্ধ হ'লে,
ঘোচে যদি দেবতার দারুণ রোদন!
দানবের সনে রণ বৃথা আকিঞ্চন,
হবে মাত্র জীবহিংসা! নাহি কোন ফল।

শচী। শুক্রাচার্য্য-কন্যা দেবযানী,
চিরদিন দেব-হিতৈষিণী।
তাঁহারই আশ্বাস-বাণী শুনি,
গরবিণী শর্ম্মিষ্ঠারে করিব বন্দিনী—
সমরে রণরঙ্গিণী সঙ্গিনী সহায়ে।
পরাজিত পলায়িত ভীরু দেবগণে,
এই বেশে পুনর্ব্বার করিব জাগ্রত!
কোটীকণ্ঠে দেব-জয়ধ্বনি—
পুনর্ব্বার কাঁপাক্ দানবে!

সকলে। জয় বীরাঙ্গনা বীরপত্নী দেবেন্দ্রাণীর জয়!

[দেববালাগণের প্রস্থান।

বৃহ। ধন্যা ! ধন্যা ! দেবেন্দ্রাণি !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

(রণোন্মত্ত বৃষপর্ব্বার প্রবেশ)

বৃষপর্ব্বা। রণে ভঙ্গ দিও না দানব !
বীরদর্পে ধাও পুনর্ব্বার,
রাখ আজ দৈত্যকুলমান !
সমর-উল্লাসে সবে মাতরে আবার,
সেই দর্পে ধর অসি ঘোর সিংহনাদে।
কোথা তুমি বীরেন্দ্র-কেশরী সেনাপতি !
ত্রিভুবন জিনিয়াছি তব বাহুবলে,
কতবার দেবগণে শার্দ্দূল-বিক্রমে—
খেদাইলে ভয়াতুর শৃগালের প্রায় !
আজ তবে কাপুরুষ দেবতার মুখে,
কেন শুনি সাহঙ্কার বিজয়-নিনাদ ?
দৈত্যগণ ! কে কোথায় আছ হে তোমরা,
দানবে কি সাজে রণে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন ?

(গজেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

গজেন্দ্র। কাপুরুষ নহি দৈত্যেশ্বর !
যুদ্ধ গণি শৈশবের খেলা।

প্রাণ চেয়ে মান ভালবাসি,
ত্রিভুবনবাসী জানে বিক্রম আমার।
কিন্তু কি কুক্ষণে—অজিকার রণে—
কোটী কোটী দৈত্যসৈন্য হইল সংহার!
এক প্রাণী না রহে জীবিত!
বীরযুদ্ধে বীর দৈত্যগণ—
বীরভাবে করিয়াছে ধরায় শয়ন!
বীরবক্ষে দেবতার লক্ষ লক্ষ বাণ—
খরশান শত তরবারি—
সহিয়াছি—অক্ষত রেখেছি পৃষ্ঠদেশ!
কি জানি কি আকস্মিক-বলে—
দেবগণ দুর্ব্বার সংগ্রামে!

(৯নং গীত)

বৃষপর্ব্বা। (সবিস্ময়ে)
গুরুদেব শুক্রাচার্য্য কোথা এ সময়?
তিনি কি সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত নাই?

গজেন্দ্র। দুই দিন দেখা নাই তাঁর,
কি যে ভাব না পারি বুঝিতে!
দেবতা ব্রাহ্মণগণে না করি বিশ্বাস,
চতুর—কপটাচারী চিরদিন তারা।

বৃষপর্ব্বা। তাই যদি হয়—কিবা ভয়?
নাহি চাই গুরুর সহায়!

বৃষপর্ব্বা নহে কাপুরুষ,
সদর্পে সবলে ত্রিভুবনে—
আধিপত্য করিব বিস্তার !
না ডরি শমনে আমি,
মৃত্যুভয় এড়াবার তরে—
ল'য়েছিনু গুরুর শরণ।
শুক্র যদি দেবপক্ষে যায়,
দেবগণে শুক্রসনে দিব প্রতিফল।

নেপথ্যে। জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয় !

গজেন্দ্র। ঐ শোন দৈত্যেশ্বর !
দেবতার বিজয়-নিনাদ
কর্ণে যেন শূল বেঁধে !

বৃষপর্ব্বা। ধর অস্ত্র—মার্ মার্ হুঙ্কার ছাড় রে বারম্বার !

(ইন্দ্র, যম, পবন, জয়ন্ত ও অন্যান্য দেবসৈন্যগণের প্রবেশ)

ইন্দ্র। দেবগণ ! বীরগণ ! তোমাদের প্রচণ্ড বিক্রমে, দুর্বৃত্ত দৈত্যগণ বারম্বার সংহার প্রাপ্ত হ'য়েও শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে পুনর্জ্জীবিত হচ্চে ! আবার তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'র্‌চে ! দৈত্যগণ নিতান্ত নির্লজ্জ কাপুরুষ ! তাই তারা ন্যায়যুদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে, ব্রাহ্মণের চরণ-কৃপায় দেবগণের সমপ্রতিদ্বন্দ্বী। শঙ্করের জটায় অবস্থান ক'রে, ভুজঙ্গ যে তর্জ্জনগর্জ্জন করে, তাতে কেবল মহাযোগী মহেশ্বরেরই

গৌরব বৃদ্ধি পায়; ভুজঙ্গের অহঙ্কার শোভা পায় না। নীচ—ঘৃণ্য—নগণ্য কীটগণ যে সুগন্ধ কুসুমমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে,—দেব-শিরে আরোহণ করে, সে সম্মানের প্রকৃত অধিকারী কে? ধর্ম্মের চক্ষে—বীরসমাজে—যুদ্ধ-নীতিশাস্ত্রে তোমরাই প্রকৃত বীরমধ্যে পরিগণিত। দৈত্যগণের প্রকৃত-শক্তি শুক্রাচার্য্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত নাই; ঐ দেখ কোটী কোটী পাপাচারী দানবের পাপমুণ্ড শত শত মাংসলোভী শৃগাল কুক্কুর শকুনি গৃধিণীর উদর পূর্ণ ক'র্‌চে! ধন্য! ধন্য তোমাদের ভুজবীর্য্য! ধন্য তোমাদের সমরকৌশল! ধন্য তোমাদের সহিষ্ণুতা! আর একবার তোমরা বীরদর্পে অস্ত্রধারণ কর। রণরঙ্গে উন্মত্ত হ'য়ে, হতাবশিষ্ট পাপিষ্ঠ বৃষপর্ব্বা আর দৈত্য-সেনাপতি গজেন্দ্রসিংহের পাপমুণ্ড ভীমপদাঘাতে বিদলিত কর। বিশ্বরাজ্য হ'তে দৈত্য-নাম চিরবিলুপ্ত কর—বিজয়-উৎসবে স্বর্গরাজ্য আনন্দপূর্ণ কর!

সকলে। জয় ত্রিদিবেশ্বর বাসবের জয়!

বৃষপর্ব্বা। কে তুই? ইন্দ্র—নির্লজ্জ ইন্দ্র? সম্মুখ-সংগ্রামে আবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে তোর ক্ষুদ্র-হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হ'ল না? অথবা তুই এখন বিকারগ্রস্ত! হ্যাঁরে মূর্খ! হিমাচলের গাত্র হ'তে কয়েকখানা প্রস্তরখণ্ড স্খলিত হ'লেও, তার পূর্ব্ব-গৌরব—পূর্ব্ব-গুরুত্বের কোন ক্ষতি হয় কি?

ইন্দ্র। বটে! চর্ম্ম-চটিকা যদি আপনাকে পক্ষীরাজ গরুড় ব'লে পরিচয় দেয়, মশক যদি মাতঙ্গ হ'তে বাসনা করে, জোনাকি যদি সূর্য্যের নিকট স্বীয় জ্যোতির প্রাখর্য্য দেখাতে যায়, তাহ'লে

তাদিগে উপহাসাস্পদ বাতুল ভিন্ন আর কি বলা যায়? দেব-বিদ্বেষী হ'য়ে, তুই তোর মৃত্যু-পথ নিজেই পরিষ্কার ক'রেচিস্। এখনও ব'ল্‌চি, যদি নিজের মঙ্গল চাস্, তাহ'লে দেবতার পদে শরণ নিয়ে, মরণ-যন্ত্রণা এড়াবার চেষ্টা কর্।

বৃষপর্ব্বা। তুই নিশ্চয় জানিস্, দৈত্যেশ্বর বৃষপর্ব্বার প্রতিজ্ঞা আর কার্য্য একই। দানবগণের এই তেজ—এই অহঙ্কার, এইরূপ ভাবেই চিরবর্ত্তমান থাক্‌বে।

ইন্দ্র। তুই এখন সম্পূর্ণ কুমতির বশীভূত—দুরাকাঙ্ক্ষার ক্রীতদাস! অসার অহঙ্কারে সত্যপথ ভ্রষ্ট হ'য়ে নিজদর্পে সংসারকে তৃণজ্ঞান ক'র্‌চিস্।

বৃষপর্ব্বা। দানবপক্ষের শুভাশুভ বিচার-তর্ক পরিত্যাগ ক'রে, এখন তুই তোর নিজ-ভাগ্যের পরিণাম চিন্তা কর্। এবার তোর প্রাণপ্রিয়া শচী, আমার চরণ-সেবিকা দাসী হবে, তার কি উপায় ক'র্‌চিস্?

ইন্দ্র। পাগলের অসংযুক্ত প্রলাপ-বাক্যে কে কর্ণপাত করে? আমার ইন্দ্রত্বলাভের জন্য কত মদগর্ব্বিত দানব, কতবার কত চেষ্টা ক'রেচে, কিন্তু তাদের পরিণাম কি হ'য়েছিল?

বৃষপর্ব্বা। হা নির্লজ্জ বচন-বিজ্ঞ! আমার সঙ্গে বারম্বার যুদ্ধে দেবগণের শোচনীয় দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখেও তোর চৈতন্য হ'ল না!

যম। দেবরাজ! পাপিষ্ঠের সঙ্গে আর বাক্-বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই! দুর্ব্বৃত্তের মর্ম্মঘাতীবাক্যে আমাদের অন্তর জ্ব'লে

উঠ্‌চে। দুরাত্মা দৈত্যপতির জন্য আমি নূতন জ্বালাময় নরক প্রস্তুত ক'রে রেখেচি ; আদেশ করুন, দুর্ব্বৃত্তকে অচিরে সেখানে প্রেরণ করি।

গজেন্দ্র। কি রে নির্লজ্জ যম! সে দিনের সেই নিদারুণ দুরবস্থার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েচিস্ না কি? ধিক্ তোরে ঘৃণিত কুক্কুর!

যম। না—আর সহ্য হয় না! দেবগণ! দুরাত্মাদিগে চতুর্দ্দিক হ'তে সিংহবিক্রমে আক্রমণ কর।

পবন। আজ শত বৃষপর্ব্বা—শত গজেন্দ্রসিংহ রণস্থলে উপস্থিত হ'লেও রক্ষা নাই। মৃত্যুপতি! অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। আমি ভীষণ আবর্ত্ত মূর্ত্তি ধারণ ক'রে, পাপিষ্ঠ-দ্বয়কে শূন্যে উড়িয়ে আপনার নরকে নিক্ষেপ করি।

গজেন্দ্র। হা হা হা! বলি, তুইও ত সেই পবন? তবে তোর আর এই বৃথা আস্ফালন কেন? যারা শত শত বার ব্যাঘ্র-পীড়নে মেষপালের ন্যায় পলায়ন ক'রেছিল, তাদের মুখে এরূপ অহঙ্কারসূচক বাক্য শোভা পায় কি?

জয়ন্ত। পিতঃ! দুর্ব্বৃত্তদের পাপমুখের পাপকথা আমাদের নিতান্তই কর্ণশূল! পাপিষ্ঠগণকে এই সুতীক্ষ্ণ তরবারিমুখে খণ্ড বিখণ্ড ক'রে, শৃগাল কুক্কুরের উদর পূর্ণ না ক'র্লে, আমাদের এ গাত্র-জ্বালার অবসান হবে না।

গজেন্দ্র। তবে আয়! আবার অস্ত্র ধর্! পলকে তোদের অসার অহঙ্কার চূর্ণ করি।

যম। তোরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, কিম্বা একত্র মিলিত হ'য়ে,—যে কোন ভাবে ইচ্ছা করিস্, সেই ভাবেই যুদ্ধ কর্। আজ দেবগণের হস্তে কিছুতেই তোদের নিস্তার নাই!

ইন্দ্র। প্রলয়! প্রলয়! প্রলয়! দেবগণ! আজ তোমরা অট্ট অট্ট হাসে—উষ্ণ দৈত্য-রুধিরে—তোমাদের ভীষণ সমর-পিপাসা নিবারণ কর।

বৃষপর্ব্বা। পিপাসা নিবৃত্তির পরিবর্ত্তে, ক্ষণমধ্যেই তোদিগে দানবের তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ছাগসম ছট্‌ফট্ ক'র্‌তে হবে।

ইন্দ্র। আজ স্বর্গধামে রণরঙ্গিণী মহাশক্তি কালীর মহা-পূজায় লক্ষ লক্ষ দৈত্য-বৃষ বলি দিয়েছি। এবার মহিষতুল্য তোর রক্তে, তাঁর শেষ বলি দ্বারা শরাব পূর্ণ ক'র্‌ব;—সঙ্গিনী ডাকিনীযোগিনীগণের তৃপ্তিসাধন ক'র্‌ব। আয় আয় দুরাচারগণ!

(পরস্পরের ভীষণ যুদ্ধ এবং দৈত্যগণকে বিতাড়িত করিয়া দেবগণের প্রস্থান)

(যুদ্ধ করিতে করিতে শর্ম্মিষ্ঠা ও শচীর প্রবেশ)

শর্ম্মিষ্ঠা। কি দেবেন্দ্রাণি! সঙ্গিনীগণসঙ্গে আমায় বন্দিনী ক'র্‌তে এসেছিলে নয়? এখন তোমার সঙ্গিনীগণ প্রাণভয়ে কোথায় পলায়ন ক'র্‌লে? এবার দৈত্য-রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, তোমায় বন্দিনী ক'রে, আমার পিতার চরণসেবিকা দাসীর পদে নিযুক্তা ক'র্‌বে। সে বিষয়ের কি ভাব্‌চ?

শচী। এক ছাগ-কন্যাকে বন্দিনী ক'র্‌তে, শত সিংহ-

রমণীর প্রয়োজন হয় না। তাই সঙ্গিনীগণকে নিবৃত্তা ক'রে, আমি একাকিনীই তোমার দর্প চূর্ণ ক'র্তে এসেচি।

শর্ম্মিষ্ঠা। বিগত কয়েকবারের যুদ্ধে, কাপুরুষ দেবগণই ছাগবৃত্তি—মেষবৃত্তি অবলম্বন ক'রেছিল। বীর দানবগণ এখন পর্য্যন্ত রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই।

শচী। তুই তোর পিতার ন্যায় আত্ম-গরিমায় উন্মত্তা। উপস্থিত-যুদ্ধে দুষ্ট দৈত্যগণের কি দুর্দ্দশা হ'য়েচে, সে বিষয় অবগত হ'য়েচিস্ কি? দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য দেবগণেরই স্বজাতি। সেই শুক্রাচার্য্যের হস্তে যাদের জীবন-মরণ নির্ভর করে, তাদের মুখে বীরত্ব-গৌরব শোভা পায় না। এক বৃষপর্ব্বা ভিন্ন অন্যান্য দৈত্যগণ দেবযুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েচে। সে সব কথা কি শুনিস্ নি?

শর্ম্মিষ্ঠা। এক চন্দ্র থাকিলে গগনে,
শত তারা প্রভাহীন তাহার কিরণে।
দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা বীরেন্দ্রকেশরী,
শত ইন্দ্রে তুচ্ছ গণে—না ডরে শমনে।

শচী। হাসি পায় কথা শুনে!
কাকের কূজন সাধ নন্দন-কাননে!
পারিজাত-ফুল-মধুপানে—
কূপবাসী ভেকের বাসনা!

শর্ম্মিষ্ঠা। অতি তুচ্ছ দেবের দেবত্ব!
অতি তুচ্ছ স্বরগের সুখ!

দেবত্ব লভিতে দৈত্য করে না বাসনা,
সাধনায় উচ্চলোক চায় !
দেবতায় চরণ-সেবায়—
নিয়োজিত করিবে দানব।
স্বর্গ চেয়ে আরও উচ্চলোকে—
উচ্চসুখে অধিকার চায় !
পায় কি না পায়—
সাধনায় দেখাবে সে তেজ !

শচী। অতি তুচ্ছ দানবের তেজ !
সকাম ঘৃণিত অতি দানব-সাধনা।
দেবতার এতটুকু তেজ মাত্র ল'য়ে,
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য শক্তিশালী ভবে।
তারই দর্পে দানবের এত দুঃসাহস !

শর্ম্মিষ্ঠা। দানবের অন্নে পুষ্ট শুক্র চিরদিন,
রক্ত অস্থি মাংস তার দৈত্যের কৃপায়।
সে শুক্রের যোগ-সাধনায়—যাহা কিছু হয়,
সে সকলে দানবের চির-অধিকার !
শুক্রাচার্য্য কিসে তবে দৈব-শক্তিশালী ?
শুক্রাচার্য্য চির-ঋণী দানবের কাছে,
মন্ত্রশক্তি-দানে করে ঋণ পরিশোধ।

শচী। এত অহঙ্কার !
ক্ষুদ্র দীপ হ'য়ে চাস্ তপনের মান !



ব্রাহ্মণের না কর সম্মান !
ক্রোধানলে জ্বলে প্রাণ—
খরশান তৃষিত কৃপাণ—
সরোষে নাচিছে লক লকে—
দৈত্যরক্ত করিবারে পান !

শর্ম্মিষ্ঠা। প্রাণ দিয়ে দৈত্যকুলমান—
রাখিবে শর্ম্মিষ্ঠা আজ।
দেবরাজ-সোহাগিনী শচি !
এস তব গাত্র-জ্বালা করি অবসান।

শচী। এস তবে গর্ব্বিতা দানবী ! (উভয়ের যুদ্ধ)

(অদৃশ্যভাবে সহসা জয়ন্তের প্রবেশ)

জয়ন্ত। (প্রবেশ করিতে করিতে স্বগতঃ)
রূপে গুণে অতুলনা—
দৈত্যরাজ-কুমারী শর্ম্মিষ্ঠা,
আসিয়াছে স্বর্গধামে দেবযানী সনে।
বীরাঙ্গনা দেববালাগণ,
বন্দিনী করিতে তারে—
করিতেছে ঘোরতর রণ।
ও কি হরি ! ভয়ঙ্করীবেশে—
পূজনীয়া জননী আমার,
রণরঙ্গে উন্মাদিনী শর্ম্মিষ্ঠার সনে !
উপযুক্ত সু-সময় এই ত আমার,

প্রতিশোধ লই আজ শর্ম্মিষ্ঠা-হরণে।
দুষ্টমতি দৈত্যরাজ পিশাচের মত,
ক'রেছিল জননীর বহু অপমান।
আজ তার দিব প্রতিশোধ!
(প্রকাশ্যে) বীরকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরি!
রণ-সাধ যদি লো তোমার,
রণের অযোগ্য স্থল ছাড়ি—
চল চল নন্দন-কাননে!
বীর-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করি,
বুঝিবে বীরের মান—বীরত্ব কেমন!
(পশ্চাৎভাগ হইতে দৃঢ়রূপে ধারণ)

শর্ম্মিষ্ঠা। ছাড়্ ছাড়্ লম্পট কুক্কুর!
মুর্খ ছাগ! সিংহ-কন্যা-হরণ-বাসনা!
পাবি—পাবি উপযুক্ত সাজা!

জয়ন্ত। তব তিরস্কার—ফুলহারসম—
যতনে রাখিব কণ্ঠে ধ'রে। (প্রস্থান)

শচী। ধিক্—ধিক্—পুত্র কুলাঙ্গার!
ছেড়ে দে—ছেড়ে দে শর্ম্মিষ্ঠারে।
অবিচারে—অন্যায় সমরে—
অবলার প্রতি অত্যাচার!

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ সক্রোধে প্রস্থান।

(চঞ্চলভাবে দেবযানীর প্রবেশ)

দেবযানী। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! কি হ'তে কি হ'ল!
জয়ন্তের বুদ্ধিদোষে হিতে বিপরীত!
দেবতা-হৃদয়ে আজ পৈশাচিক ভাব!
স্বর্গধামে অবলার প্রতি অত্যাচার!
যাই—যাই—আর না থাকিতে পারি,
তা না হ'লে দেবনামে কলঙ্ক রটিবে—
এ কথা শুনিলে পিতা সক্রোধে জ্বলিবে!
ছাড়্—ছাড়্—রে জয়ন্ত বর্ব্বর কামুক!
স্বকুলে ঢালিস্ না রে কলঙ্কের কালি!
দেখি—দেখি—কোন্ দিকে গেল!

[বেগে প্রস্থান।

(শর্ম্মিষ্ঠাকে সবলে ধারণ করিয়া জয়ন্তের পুনঃপ্রবেশ)

শর্ম্মিষ্ঠা। ছাড়্—ছাড়—ছেড়ে দে পিশাচ!
এই কি রে দেবের বিক্রম?
এই কি রে বীরকুল-প্রথা?
এ কথা শুনিবে যবে পিতা,
মাথা তোর কাটিবে সরোষে—
পদতলে করিবে দলন।
স্বর্গরাজ্য আগুনে পোড়াবে—
দেবীগণে দলে দলে ল'য়ে যাবে বেঁধে!

জয়ন্ত। শোন ধনি শশাঙ্ক-বদনি!
হৃদি-সর-পঙ্কজিনী তুমি।
সযতনে নন্দন-কাননে—
সোহাগে করিব পদসেবা।
ইন্দ্র-পুত্র জয়ন্ত আমার নাম।
মরতের ফুল তুমি,
এলে যদি দয়া ক'রে এ স্বরগপুরে,
অধীনের গলে দুলে প্রেমের হিল্লোলে,
হবে না কি চির-গৌরবিনী ?

শর্ম্মিষ্ঠা। কালফণী-শিরোমণি করিলি হরণ,
অগ্নিময় বিষের জ্বলন—
মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বালা দেবে তোরে।
ছেড়ে দে এখনো যদি পাবিরে নিস্তার,
পদে ধ'রি ক্ষমা চা রে মাতৃ-সম্বোধনে !

(দেবযানীর প্রবেশ)

দেবযানী। ধিক্—ধিক্—শত ধিক্ জয়ন্ত তোমারে !
এই কি হে দেবকুল-প্রথা ?
দেবতা অধর্ম্মাচারী পর-নারী চোরা !
দেব তবে কিসে শ্রেষ্ঠ দানবের চেয়ে ?
হেরি তব পৈশাচিক কাজ,
বাজসম বাজে প্রাণে শোণিত শুকায় !
তুমি নয় ইন্দ্রের নন্দন ?

পতিপ্রাণা শচী নয় তোমার জননী ?
অবলা-পীড়ন-তরে শক্তি ধর ভুজে ?
দেবকুলে কালি দিলে !
বুদ্ধি দোষে হারাইলে মান !
দেবতার না দেখি মঙ্গল আর,
এ পাপে তোমার—জ্বলিবে মজিবে দেবকুল !
মহাতপা মম পিতা শুনিলে এ কথা,
দিবেন দেবতাগণে উপযুক্ত সাজা !
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও অবলাবালারে,
বিদ্যুৎ পরশে কেন মরিতে বাসনা ?
(শর্ম্মিষ্ঠাকে পরিত্যাগ)

(শচীর প্রবেশ)

শচী। (চঞ্চলভাবে সক্রোধে প্রবেশ করিতে করিতে)
ছি ছি রে জয়ন্ত তোরে—
বৃথা আমি গর্ব্ভে ধ'রেছিনু !
এই কি রে শত্রুতার প্রতিশোধ ?
এই কি রে দেবের গৌরব ?
রসাল পাদপে তুই নিম্বফল হ'য়ে,
নাশিলি বংশের মান !
পতি হ'ক্—পুত্র হ'ক্—কামুক যেজন,
সমাজে ঘৃণিত পশু ভাবি আমি তারে !
অবিচারে শর্ম্মিষ্ঠারে করিয়া হরণ—

বড় ব্যথা দিলি প্রাণে আজ !
পুত্র-স্নেহ ভুলে গিয়ে,
রাক্ষসীর ভাবে—ইচ্ছা হয় গ্রাসি তোরে আজ !
তোর মত কু-পুত্রের মাতা হ'য়ে,
নাহি চাই স্বর্গ-সিংহাসন—
নাহি চাই বংশের বিস্তার !
বন্ধ্যা যদি হইতাম আমি,
এর চেয়ে শতগুণে ছিল ভাল !
যে না জানে নারীর সম্মান,
পর-নারী কুভাবে যে করে দরশন—
বংশের সে মল পুত্র—ঘৃণ্য কুলাঙ্গার !
দূর হ সম্মুখ হ'তে ! দেবের সমাজ—
সুযোগ্য আশ্রয় তোর নয় !
নীচকর্ম্মী পিশাচের দলে—
কর্ গিয়ে যথেচ্ছ বিহার !
ধিক্ ধিক্ কুলাঙ্গার ! শত ধিক্ তোরে !
সঙ্গে চল শর্ম্মিষ্ঠা সরলে !
ক্ষমা কর অবোধ সন্তানে !
অরিভাব ভুলে গিয়ে জানাই কাতরে,
ক্ষমা চাই নতশিরে—
যাও তব পিতার শিবিরে।

দেবযানী। চল সখি দানব-শিবিরে।

পিতারে করিগে অন্বেষণ।
জয়ন্তের এই পাপে স্বর্গ-সিংহাসনে—
সগর্ব্বে দানবরাজ উপবিষ্ট রবে।
[শর্ম্মিষ্ঠাকে ধরিয়া প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ শচীর প্রস্থান।

জয়ন্ত। (স্বগতঃ) জননীর মর্ম্মভেদী তিরস্কার শুনে,
জীবন্মৃত আমি আজ!
শর্ম্মিষ্ঠার অপরূপ রূপে,
হারালাম হৃদয়ের বল—
দীর্ঘশ্বাস—অনুতাপ-অশ্রু প্রতিফল!
ধীমান্ চরিত্রবান্ নহে যে সংসারে,
এইরূপ অনুতাপ চির-সাথী তার—
অশান্তির চিতানলে হয় সে অঙ্গার!
ধিক্ মম দুর্ব্বলহৃদয়ে!
দেখি দেখি প্রায়শ্চিত্ত কোথা?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থলের অপরপার্শ্ব

(যুদ্ধ করিতে করিতে ইন্দ্র ও বৃষপর্ব্বার প্রবেশ)

ইন্দ্র। কি হে অসম্ভব-প্রয়াসী অহঙ্কারী দৈত্যরাজ! এবার তোমার পরিণাম বুঝ্‌তে পেরেচ কি? তোমার

একমাত্র সহায়—ভরসাস্থল সেনাপতি গজেন্দ্রসিংহ, আমার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত। তার পাপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল শতখণ্ডে বিভাজিত হ'য়ে, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। দৈত্যকুলে তুমি মাত্র অবশিষ্ট আছ। এবার স্বর্গ-সিংহাসনে উপবেশন আর শচীহরণের পাপ আশা মিটেছে কি? জীবের জীবন ক্ষণপ্রভার ক্ষণবিকাশ; দৈবশক্তিবলেই জীবগণ পরিচালিত, এ কথা বুঝ্‌তে পার্‌লে কি? পাপের আশ্রয়দাতা তোমার গুরুদেবকে একবার স্মরণ কর।

বৃষপর্ব্বা। পাপপুণ্য নাহি মানি, উচ্চ-আশা ল'য়ে—
বীরত্বে প্রাধান্য-লাভ করিবার তরে,
মৃত্যু যদি হয়—নাহি ভয় করি তায়।
বীরের বাঞ্ছিত-গতি লভিতে দানব,
প্রাণ অতি তুচ্ছ গণে!
ধর্‌ অস্ত্র পুনর্ব্বার,
সংহার করিব তোরে আজ!
এক আমি শত সিংহরূপে,
দেবতা-জম্বুকদলে খেদাইব দূরে।

ইন্দ্র। তেজ তোর টুটে যাবে আজ,
তোরে নাশি ঘুচাব ধরার ভার।
সংসার নরক-কুণ্ড দানব-শাসনে,
ধরা ভাসে ঘোরতর অত্যাচার-স্রোতে!
দৈত্য-ভয়ে ধর্ম্ম হায়! সংসার তেয়াগি—

পশিয়াছে তোর জন্য বিজন-কাননে !
অধর্ম্ম করিছে নৃত্য দলবল ল'য়ে,
গৃহে গৃহে পাশবিক নারকীয় ছবি !
সুনীতি-বন্ধন ছিঁড়ে—শাস্ত্র-বেড়া কাটি,
স্বেচ্ছাচারী নরনারী সদম্ভে বেড়ায় !
কেহ নাহি কারও মুখ চায়—
দানবের রীতিনীতি কুহকে মজায় !
সত্যজ্ঞান সত্যধর্ম্ম—প্রচণ্ড-তপন,
কতক্ষণ ঢাকিবে রে দানব-কোয়াসা ?
দুরাশা মিটাব আজ তোর—
এই দেখ্ দৈত্য-কাল ছাড়ি বিষ্ণুবাণ !
কালানল জ্বলে ধক্ ধক্—
দানবের তপ্ত রক্ত করিবারে পান !
দেখি দেখি রক্ষা কর্ প্রাণ ! (বাণক্ষেপ)

বৃষপর্ব্বা। (কম্পিতভাবে)
কোথা গুরো—কোথা গুরো !
ভক্ত-প্রাণ যায় বুঝি আজ—
যাই যাই সুতীক্ষ্ণ প্রহারে !
(ছিন্নমস্তক হইয়া পতন)

ইন্দ্র। যারে পাপী যমালয়ে—
নরকে পচিয়া মর্ কৃমিকীট হ'য়ে !
নাহি আর দানবের ভয়,

স্তব্ধীভূত সাগর-কল্লোল—
স্থিরা ধীরা সুশান্ত ধরণী,
ধন্য হরি ধরাভারহারি! [প্রস্থান

(সরোদনে শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ)

শর্ম্মিষ্ঠা। অভাগিনী শর্ম্মিষ্ঠারে ফেলি শত্রুপুরে,
কোথা পিতঃ বীরেন্দ্র-কেশরি!
অসংখ্য বীরের সনে বীরযুদ্ধ করি,
বীরসাজে রণমাঝে করিছ বিশ্রাম!
হায় হায়! বুক ফেটে যায়—
রুধিরাক্ত ছিন্নদেহ ধূলায় লোটায়!
উঠ পিতঃ! অসি খড়গ ধর ধনুর্ব্বাণ—
দানবারি দেবগণে দাও প্রতিফল!
ইন্দ্রপুত্র দুর্ব্বৃত্ত জয়ন্ত দুরাচার,
করিয়াছে অপমান তব তনয়ার!
বাহুবলে ত্রিভুবন পরাজিত করি,
এইভাবে ধূলি শয্যা সাজে কি তোমার?
পিতঃ! পিতঃ!
শর্ম্মিষ্ঠা তোমার বড় আদরের মেয়ে,
ভাসি আজ নয়নের জলে—
স্নেহবাক্যে—মা ব'লে না সান্ত্বনা করিলে!
ফেলে গেলে অভাগীরে অকূল-পাথারে!
অন্ধকার হেরি ত্রিভুবন,

উঠ উঠ দানবের সৌভাগ্য-তপন !
দাও দাও বুকে ধরি ও পূত-চরণ—
তব অস্ত্রে পাপ-প্রাণ করি বিসর্জ্জন !
(মৃত-অঙ্গ ধরিয়া উপবেশন)

(১০ নং গীত)

(দেবযানীর প্রবেশ)

দেবযানী। (প্রবেশ করিতে করিতে স্বগতঃ) পিতার চরণকৃপায় আমার মনস্কামনা এতক্ষণে পূর্ণ হ'ল ! দৈত্যকুল সমূলে নির্ম্মূল ! শর্ম্মিষ্ঠার দর্পচূর্ণ হ'ল ! অভিমানিনী শর্ম্মিষ্ঠা, মৃত-পিতার চরণ ধ'রে কাঁদ্‌চে—নয়নজলে ধরা প্লাবিত ক'র্‌চে ! আমি যদিও ক্রোধভরে পাষাণীর ন্যায় কার্য্য ক'রেচি, কিন্তু সখী শর্ম্মিষ্ঠার এই নিদারুণ অবস্থা দেখে, এখন বড়ই অনুতাপ হ'চ্চে ! দেবগণের উপর আমার যে ভক্তি ছিল, পাষণ্ড জয়ন্তের শর্ম্মিষ্ঠা-হরণ-কার্য্য দেখে, সেই ভক্তি তিরোহিত হ'য়েচে। আহা ! সখী শর্ম্মিষ্ঠা কতই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌চে। আর নয়—যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হ'য়েচে। এবার যাতে সখীর হাসিমুখ দেখ্‌তে পাই, তার উপায় বিধান ক'র্‌তে হ'য়েচে। (নিকট-বর্ত্তী হইয়া প্রকাশ্যে) সখি ! সখি ! এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে ? বাবা রণস্থলে না থাকাতেই দৈত্যগণের শোচনীয় অবস্থা ঘ'টেচে। পিতার অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠিয়েচি। তিনি এখানে আগমন ক'র্‌লেই, এই ভীষণ বিপদ্ হ'তে মুক্তিলাভ

ক'র্‌বে। উঠ—উঠ সখি! আর বৃথা রোদন ক'র না। আমি যখন বেঁচে আছি, তখন তোমার ভয় কি—ভাবনা কি!

শর্ম্মিষ্ঠা। না সখি! আর আমার পাপপ্রাণে প্রয়োজন নাই। যে পথে বীরদৈত্যগণ বীরযুদ্ধে মহাপ্রস্থান ক'রেচে,—যে পথে বীর-চূড়ামণি দৈত্যেশ্বর গমন ক'রেচেন, সেই পথেই আমার মান—অভিমান—অহঙ্কার—জীবন সকলই গমন ক'রবে! সেই পথেই এখন আমার শান্তি!

দেবযানী। ছি সখি! ও কথা ব'ল্‌তে আছে কি? আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমার মরণ—তোমার যন্ত্রণা—স্বচক্ষে দর্শন ক'র্‌ব? বাবা এই ভীষণ সংবাদ শুন্‌লে, কিছুতেই স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বেন না। দেবগণ যদিও দানবশক্তিকে সাহঙ্কারে পরাজিত ক'রেচে, কিন্তু মহাতপা পিতা শুক্রাচার্য্যের ব্রহ্ম-তেজ—সাধনাশক্তি, তাদের কালরূপে বর্ত্তমান। আমার পিতা মনে ক'র্‌লে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য—বিপুল-ভোগ-সুখ-ইচ্ছামত ভোগ ক'র্‌তে পারেন। কিন্তু তিনি দয়া ক'রে, চরণ-কিঙ্কর দৈত্যগণকে সে সুখ দিয়ে—নিজে সংযতচিত্তে নিষ্কামভাবে কালযাপন করেন। সখি! আর কোন ভয় নাই! ঐ দেখ, পূজনীয় পিতা এই দিকেই আস্‌চেন।

(শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য। একি হেরি! চতুর্দ্দিকে দৈত্যসৈন্যগণ—
ছিন্ন-অঙ্গে ছিন্ন-মুণ্ডে গড়াগড়ি যায়!
দৈত্যপক্ষে একপ্রাণী না রহে জীবিত,

দেবরণে সকলেই তেয়াগিল প্রাণ।
স্বর্গপুরে ঘরে ঘরে আনন্দের রোল—
বাজিছে বিজয়-বাদ্য গম্ভীর-নিনাদে।
ক্ষণকাল শুক্রাচার্য্যে নিশ্চেষ্ট হেরিয়া,
দেবতার অহঙ্কার এত বৃদ্ধি হ'ল!
বৃহস্পতি! ভেবেছ কি দৈত্যজয়ী হ'য়ে,
এরূপ সুখের দিন রবে চিরদিন?
জান না কি মূঢ়গণ আমার প্রভাব?
পলে কোটী দৈত্য পারি করিতে সৃজন
প্রিয়তমা আদরিণী কন্যা দেবযানী,
দানবের অহঙ্কার চূর্ণ করিবারে—
ক'রেছিল সবিশেষ অনুরোধ মোরে।
সে কারণ এতক্ষণ দুষ্ট দেবগণে—
করিয়াছি এইরূপে প্রশ্রয়-প্রদান।
আর নয়—মৃত-দৈত্যে বাঁচাই এবার—
সুর-গুরু বৃহস্পতি কাঁপুক্ আবার।
(নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রকাশ্যে)
উঠ মা দানবরাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা!
নাহি ভয়—এসেছি মা রণক্ষেত্রে পুনঃ
শুক্রাচার্য্য দৈত্যগুরু রবে যতদিন,
ততদিন দানবের নাহি মৃত্যুভয়।

দেবযানী। *বাবা! বাবা! আপনার পায়ে ধরি, শীঘ্র

দৈত্যরাজকে বাঁচিয়ে দিন্। সখি শর্ম্মিষ্ঠার এই মর্ম্মান্তিক অবস্থা দেখে, আমার বুক ফেটে যাচ্চে! আপনি রণস্থলে উপস্থিত না থাকাতেই, সখীর এই সর্ব্বনাশ ঘ'টেচে!

শুক্রাচার্য্য। দেবগণের অস্ত্রাঘাতে হতজীবন দানবগণ! দয়াময়ী শঙ্করীর চরণ-কৃপায়,—আমার অমোঘ মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্রপ্রভাবে, তোমরা সকলেই পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হও। নবজীবন-লাভে—নববলে বলীয়ান্ হ'য়ে, আবার দেবগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ কর গে।

নেপথ্যে। (দৈত্যগণ পুনর্জ্জীবিত হইয়া) জয় গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের জয়! জয় দৈত্যেশ্বর বৃষপর্ব্বার জয়!

শুক্রাচার্য্য। ঐ শোন! দৈত্যগণ পুনর্জ্জীবিত হ'য়ে, দৈত্যেশ্বরের বিজয়ঘোষণা ক'রচে! ঐ দেখ, দৈত্যরাজের ছিন্নমুণ্ড দেহে সংযোজিত হ'য়েচে। পুনর্ব্বার জীবাত্মা সংযুক্ত হওয়াতে, মৃতদেহ সবেগে কম্পিত হ'চ্চে!

বৃষপর্ব্বা। (পুনর্জ্জীবিত হইয়া) একি! একি! আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম! শর্ম্মিষ্ঠা! মা! মা! তুমি কাঁদ্চ কেন? গুরুদেব! গুরুদেব! স্বপ্নের ঘোরে যেন কত কি ঘটনাই দেখ্‌লাম! কই—আমার সৈন্যগণ কই? দুরাত্মা ইন্দ্র কই?

শর্ম্মিষ্ঠা। বাবা! বাবা ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে আপনার মৃত্যু হ'য়েছিল! মস্তক দ্বিখণ্ডিত—দেহচ্যুত হ'য়েছিল! গুরুদেবের চরণকৃপায় আবার জীবিত হ'লেন।

বৃষপর্ব্বা। ছিঃ—ছিঃ! এই আমার বাহুবল! আমার

বিশ্বব্যাপী যশ আজ কলঙ্ক-নীরে ডুব্‌ল! আজ দুর্বৃত্ত ইন্দ্রের অস্ত্রাঘাতে আমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হ'ল! জন্মাবধি পরাজয়ের যন্ত্রণা জানি না, আজ আমার এই গতি! গুরুদেব! এরূপ অপমানিত জীবন রাখা অপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল ছিল! আপনার অলৌকিক মন্ত্রপ্রভাবে, কেন এই কাপুরুষের চৈতন্য সম্পাদন করালেন?

শুক্রাচার্য্য। বৎস! আমার আশ্রয়ে থেকে, তুমি সামান্য মৃত্যুভয়ে ভীত হও কেন? আবার শতগুণ উৎসাহে—প্রকাশ্য বীরযুদ্ধে দেবগর্ব্ব খর্ব্ব কর গে। স্বর্গ-সিংহাসন—সুরম্য নন্দন-কানন সবলে অধিকার কর গে। পুরুষকার—পুরুষকার! একমাত্র পুরুষকারই শুক্রনীতি। যদি সংসারে অদম্য দানব-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে চাও—যদি জগতের সমস্ত সুখ করতলস্থ ক'র্‌তে ইচ্ছা কর, যদি শমন-ভয় নিবারণ ক'র্‌তে বাসনা থাকে, তাহ'লে কোটী দানবকণ্ঠে গান কর "পুরুষকারের জয়! জয় মহাশক্তি মহামায়ার জয়!" যে কোন কার্য্যে যতবারই ভগ্ন-মনোরথ হবে, ততবারই আবার সহস্র গুণ উৎসাহে সেই কার্য্য সম্পাদনে জীবন উৎসর্গ ক'র্‌বে;—ততবারই লৌহদণ্ডের ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাক্‌বে। তাহ'লেই সংসারে তোমাদের বিজয়পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হবে—তোমাদের যশঃপ্রভায় দিক্‌দিগন্ত প্রতিভাসিত হবে!

বৃষপর্ব্বা। গুরুদেব! গুরুদেব! আপনার জলদগম্ভীরনাদী শতগুণউৎসাহবর্দ্ধনকারী তেজোগর্ভবাক্যে আমার চৈতন্যলাভ

হ'ল! চল দানবগণ! আবার চল—আবার দেবরণে দুরাচার ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ কর!

শুক্রাচার্য্য। নিজের শোণিতদানে—নিজের সমস্ত পুরুষকার—তপোবল—সাধনা দিয়েও, দানবপক্ষকে বিশ্ববিজয়ী ক'র্ব। দানবগণ! যদি তোমরা জগতে মহাশক্তিশালী হ'তে চাও, তাহ'লে শক্তিরূপিণী রমণীগণের প্রাণে অযথা ব্যথা দিও না। সতীর দীর্ঘনিশ্বাসে—পুরুষের সকল শক্তিই পুড়ে ছারখার হবে। শক্তি-পূজা কর—শক্তির চরণে ভক্তি রাখ—শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হও! বীরসাধক হ'য়ে শক্তিসেবা কর, মহাশক্তিলাভে সমর্থ হবে।

সকলে। জয় মহাশক্তি মহামায়ার জয়!

[সকলের প্রস্থান।

(সকাতরে ইন্দ্র ও তাঁহাকে ধরিয়া বৃহস্পতির প্রবেশ)

ইন্দ্র। ছেড়ে দিন্ ছেড়ে দিন্ গুরো!
না রাখিব এ পাপ-জীবন।
জলে ঝাঁপ দিব অনলে পশিব—
গরল ভখিব কিম্বা কণ্ঠে ছুরি মারি,
আত্মঘাতী হ'য়ে আজ যাতনা জুড়াব।
দেব-রণে দৈত্যকুল নির্ম্মূল হইল,
পুনর্ব্বার শুক্র-মন্ত্রে সদর্পে বাঁচিল,—
হৃতদর্প হতাশ্বাস হ'য়েছি এবার!

বৃথা আর যুদ্ধ-আয়োজন—
বৃথা আর আশ্বাস-বচন!

বৃহস্পতি। কাপুরুষ যেজন সংসারে,
ধৈর্য্যবল সেজন হারায়—
শোকে মোহে অভিভূত হয়!
কতবার দৈত্যগণ মরিল সমরে,
কিন্তু তারা পুরুষকার হারায়েছে কবে?
তাই ভবে প্রাধান্য লভিল তারা—
স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল সবলে।
কিছুদিন সহ্য কর—ধর্ম্মের চরণ ধর,
চক্রধর হরি হবে দেবের সহায়।
দেবতার এ দুর্গতি চিরদিন নয়—
সুখ দুঃখ জয় পরাজয়—আসে যায়,
জীবের পরীক্ষা ছলনায়!

ইন্দ্র। দৈত্যগণ হইল অমর—
স্বর্গ মর্ত্ত্য করে পরাজয়—
অতিক্রম করি হায় বিধির বিধান!
দেবতার কিসে শ্রেয়ঃ হবে—
কিসে যাবে এ দারুণ ক্লেশ?
কি উপায় আছে গুরো আর—
সান্ত্বনা কি মানে আর প্রাণ?

বৃহস্পতি। কচ গেছে শিষ্যভাবে শুক্রের আশ্রমে,

কঠোর সাধনাবলে উদ্দেশ্য-সাধনে।
স্বর্গ-রাজ্য শ্মশানের প্রায়—
প'ড়ে থাক্ কিছুদিন দানব-শাসনে।
দেবগণে সঙ্গে ল'য়ে পার্ব্বত্য-গুহায়—
কিছুদিন হীনভাবে কর কালক্ষেপ।
দয়াময় হরি যবে হবেন সদয়,
দেবতার কর্ম্মফল-ভোগ শেষ হ'লে—
স্বরগের দুখ-নিশি হবে অবসান।
হরিপদে প্রাণ দাও এ বিপত্তিকালে,
হবে দয়া অধর্ম্মের পূর্ণ অভ্যুদয়ে।

দৈববাণী। হে স্বর্গবাসী দেবগণ! মহাত্মা বৃহস্পতি-নন্দন কচ স্বর্গ-রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, তোমরা দানবগণের অধীনতা স্বীকার ক'রে, হীনভাবে অবস্থান কর। যথাসময়ে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

বৃহস্পতি। শুন্‌লেন দেবরাজ! আকস্মিক দৈববাণীর উপর নির্ভর ক'রে, প্রাণাধিক কচকে প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বদাই রক্ষা করুন গে। দেখি, অগতির গতি দীনবন্ধু হরি, দেবগণকে অকূলে কূল দেন কি না!

ইন্দ্র। এই ঘোর বিপদ-সাগরে,
তুমি গুরো! ভরসা আমার।
তুমি কর্ণধার হ'য়ে যেদিকে চালাবে,
সেইদিকে চ'লে যাব বিনা বাক্যব্যয়ে।

রক্ষ রক্ষ কৃপাসিন্ধু ভক্তাধীন হরি!
শত্রু-পুরে রক্ষা কর মহামতি কচে।
জীবনের শুভাশুভ তোমার চরণে—
সমর্পণ করি ডাকি হরি হরি ব'লে।
ইচ্ছাময়! তব ইচ্ছাবশে এই দেবতা-সমাজ,
চালিত তোমার তেজে সর্ব্ব-মূলাধার!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

শুক্রাচার্য্যের আশ্রম-সন্নিহিত উপবন

(কচের প্রবেশ)

কচ। (স্বগতঃ) জাতীয়-গৌরব— জাতীয়-সম্মান রক্ষার জন্য, সরলা দেববালাগণকে দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যগণের হস্ত হ'তে উদ্ধার কর্‌বার জন্য, দৈত্যপুরে—পাষণ্ড বৃষপর্ব্বার পাপরাজ্যে উপস্থিত হ'লাম। অদূরে দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যদলের ভীষণ কোলাহল শোনা যাচ্চে! পাপ দৈত্যপুরী যেন অহঙ্কারে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে, ধরাকে শরা জ্ঞান ক'র্‌ছে! হা নারায়ণ! এ তোমার কিরূপ সংসার-লীলা? কেন যে পাষণ্ডগণকে প্রশ্রয় দাও— কেন যে তোমার চরণাশ্রিত ভক্তগণকে অকূল-পাথারে কাঁদাও— কেন যে অধর্ম্মের জয় হয়, তোমার এই নিগূঢ় সৃষ্টি-রহস্য কিরূপে বুঝ্‌ব হরি! পিতৃদেবের চরণকৃপায়—নারায়ণের

ইচ্ছায় যদি মনস্কামনা পূর্ণ হয়—যদি ভগবান্ শুক্রাচার্য্য আমায় শিষ্যভাবে চরণে স্থান দেন, অসংখ্য শত্রু-বেষ্টিত দৈত্যপুরে—শত শত ধূর্ত্ত দানবের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ ক'রে, স্বকার্য্য সাধন ক'রতে পারি, তা হ'লেই আমার জীবনধারণ সার্থক! আমারও প্রতিজ্ঞা, হয় মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্র শিক্ষা ক'রে বিপন্ন জ্ঞাতি দেবগণের বিপদ নিবারণ ক'রব, তা না হ'লে দৈত্য-করে জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব। স্বর্গরাজ্যভ্রষ্ট বিপন্ন-জ্ঞাতি দেবগণের জন্য, আমার আত্মদান চির-শান্তিরই কারণ হবে। দেখ্‌ব দয়াময়! দেখ্‌ব ভক্তবৎসল! তোমার চরণ-তরি আশ্রয় ক'রে, এই ভীষণ বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হ'তে পারি কি না! আমরি মরি! এই পাপ দৈত্যরাজ্যে, হরিগুণ-গানে প্রাণ মাতোয়ারা করে কে!

(গণককুমারবেশী বিষ্ণুর প্রবেশ)

গীত

বিষ্ণু। আপন ভাবে হও হে সুখী নিত্যানন্দ-রসাধারে।
মায়ার দৃশ্য সাকার-বিশ্ব, লুকাও হরির রূপ-সাগরে॥
আমার বোলে ভাব্‌চ কারে,
হারিয়েচ জ্ঞান অহঙ্কারে—
জীবন মরণ দেখ্‌চ স্বপন, মহামায়া-নিদ্রাঘোরে॥
মনের ভ্রমে সবাই আসে,
অনন্তকাল-স্রোতে ভাসে,
এই কাঁদে এই হাসে, অকূল ভব-পাথারে॥

কচ। কে আপনি মহাশয়! আপনি আকারে বালক হ'লেও, জ্ঞানে প্রবীণ যোগী।

বিষ্ণু। আমি গণককুমার। জীবের আকার প্রকার বাহ্য-লক্ষণ দেখে, আমি তাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান অবস্থা ব'ল্‌তে পারি। আমি দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার রাজসভায় গণনা ক'র্‌তে গিয়েছিলাম।

কচ। ধর্ম্মান্ধ অবিশ্বাসী দানবগণ আপনার দৈবগণনা বিশ্বাস করে কি?

বিষ্ণু। তাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসে আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তুমি গণনা বিশ্বাস কর কি?

কচ। আমি অন্ধ-বিশ্বাসে হরি-চরণে প্রাণ দিয়ে, সকল অবিশ্বাস—সকল ভয়ের হাত এড়িয়েচি!

বিষ্ণু। তুমি বিশ্বাসে অন্ধ হ'য়ে কি তোমার জীবন-প্রদীপ, তুমুল ঝড়ের নিকটে অনাবৃত রাখ্‌তে চাও?

কচ। মায়ামুগ্ধ জীবের ক্ষীণ জীবন-প্রদীপই সামান্য ঝড়ে নিভে যায়; কিন্তু প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদাই যদি জ্ঞানের আলো জ্বেলে, হরির রূপের আলোয় মিশিয়ে থাকা যায়, তাহ'লে সে আলো কি কখন সামান্য বিপদ্‌-ঝড়ে নিভে যেতে পারে? আমি জানি, দৈবে বিশ্বাস হ'লেই অহঙ্কার কেটে যায়—ভগবানে স্থিরবিশ্বাস হয়।

বিষ্ণু। তুমি দানবদের নিন্দা ক'র্‌চ, কিন্তু সেই দানবেরাই বুদ্ধিকৌশলে কত অলৌকিক অস্ত্রশস্ত্র—কত অচিন্ত্যনীয়

অসাধারণ কার্য্যে দেবগণকে পদদলিত ক'র্‌চে! কই?—জগতে ধন্য ধন্য সেই দৈত্যগণ ত দৈবের উপর অন্ধ-বিশ্বাস করে না!

কচ। দৈববাদীদের ক্ষমতা তাদের অনেক উচ্চে! তাঁরা বাহ্য-বস্তু হ'তে নিজের শরীরে তাড়িত আকর্ষণ ক'রে, মহাতাড়িত-শক্তিশালী যোগী হন। তাঁদের তখন অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়। তাঁদের চোখের সাম্‌নে তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাস্‌তে থাকে। তাঁদের দেহ প'ড়ে থাকে, তাঁদের জীবাত্মা ইচ্ছামত বিশ্বরাজ্য অধিকার করে। শিক্‌লিকাটা উড়ো পাখীর অগম্য স্থান কোথায়?

বিষ্ণু। (স্বগতঃ) কচের ভক্তি আর বিশ্বাসকে ধন্য! এই মহাভাগ কচের দ্বারাই দেব-দুর্গতি খণ্ডন হবে। (প্রকাশ্যে) যুবক! আমি তোমায় দেখে, গণনার দ্বারা তোমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই উত্তমরূপে বুঝেচি। উপস্থিত তোমার একটী সাংঘাতিক বিপদ্‌, তোমার জীবনের সম্মুখে সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে —তুমি সাবধান হও!

কচ। আপনার যুক্তিমত আমি সাবধান হ'য়ে, না হয় বিপদের হাত এড়িয়ে সম্পদের হাতে প'ড়্‌লাম! তাতেই বা আমার লাভ কি? লোহার শিকলে বাঁধা থাক্‌লেও যে জ্বালা, আর সোণার শিকলে বাঁধা থাক্‌লেও সেই জ্বালা! এই দেহই যখন ত্নদিনের, তখন এই অস্থায়ী দেহের বিপদই বা কি আর সম্পদই বা কি? মঙ্গলময় হরি যা করেন, জীবের মঙ্গলের জন্য!

বিষ্ণু। তুমি বোধ হয়, তোমার ভাবী বিপদের ভীষণতা

অনুভব ক'র্‌তে পার্‌চ না, তাই কথার দ্বারা মনের তেজ দেখাচ্চ। তুমি ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চাও দেখি! তাহ'লেই তোমার জীবনের ভাবী বিপদ্‌—তোমার হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হবে।

কচ। (মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া)
(স্বগতঃ) একি হেরি দৃশ্য অসম্ভব!
কোথা কায়া? কোথা মম দেহ-ছায়া?
আমি নাই—মহাশূন্যে ভেসে যাই
একি পুনঃ ভীষণ ঘটনা!
আতঙ্কে শিহরে দেহ।
শত শত শাণিত কৃপাণ—
সরোষে সতেজে পড়ে দেহে!
তীক্ষ্ণধারে মম দেহ শত খণ্ড হ'য়ে—
শতদিকে বিক্ষিপ্ত হইল!
রক্তের ফোয়ারা ছোটে—
কাটামুণ্ড লোটায় ধরায়!
শৃগাল কুক্কুরে ছিঁড়ে খায়!
একি পুনঃ দেখিতে দেখিতে!
জ্বলন্ত অনলে দেহ ভস্ম হ'য়ে গেল—
দেহের অস্তিত্ব নাশ হ'ল—
নিরাকার হইনু এবার!
অণু পরমাণুসনে মিশে গেনু আমি,

আমি কিন্তু রয়েচি ত "আমি" !
"আমার" ত ক্ষতি কিছু নাই !
স্মৃতি কিন্তু আছে ত তেমতি !
পূর্ব্বে আমি ছিলাম শরীরী—
এবে আমি সূক্ষ্ম অশরীরী !
অণুসনে মিশি অতি সঙ্কুচিতভাবে—
কভু বদ্ধ কভু মুক্ত—স্বাধীনতাহীন !

[সহসা বিষ্ণুর অদৃশ্য হওন।

একি হ'ল ! কে আনিল এ ধাঁধায় ?
আমি কে ? কোথায় র'য়েচি আমি ?
কোথা আমি—কোথায় সে মায়াবী বালক !

বিষ্ণু। (নেপথ্যে)
কি দেখিলে প্রাণাধিক কচ !
ঘুচিল কি মরণের ভয় ?
বুঝিলে কি দেহ কিছু নয় ?
সূক্ষ্ম-জ্ঞানে অন্তরে হরিরে হের সদা,
স্থূলদেহ নাশে তব হবে না যাতনা।
রব আমি অন্তরে লুকায়ে !

কচ। কোথা হরি ! কোথা হরি !
দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে—
ছলনায় কেন হে ভুলালে !
আশা দিয়ে কেন হে কাঁদালে !

কেটে ফেল—পিষে ফেল—
ভস্ম কর—ভাসাও সলিলে—
যেথা থাকি যে ভাবে যখন,
নারায়ণ! স্মৃতি যেন তোমাতেই রয়!
বিশ্বময় তব রূপ ছড়াছড়ি হ'য়ে,
রাখে যেন আলোয় আমায়!
জলে স্থলে শূন্যে বায়ুসনে—
যেখানে সেখানে উড়ে যাই,
পাই যেন তোমারে অভয়!
হরি! হরি! কোথা তুমি পতিতপাবন!
যোগনিদ্রাবশে দেখি ঘুমায়ে তোমারে।
(শয়ন ও ধ্যান)

(১১ নং গীত)

(দেবযানীর প্রবেশ)

দেবযানী। (স্বগতঃ) আ ম'লো! পোড়ারমুখো বাতাস রাজ্য ছেড়ে পালিয়েচে না কি? ঘরে থাক্‌তে পার্‌লাম না! পুকুরের শাণবাঁধান বকুলতলার ঘাট ভাল লাগ্‌ল না! কে যেন মনকে জোর ক'রে, এই বাগানে টেনে এনে ফেল্লে! দৈত্যেরা দেবতাদের শত্রু ব'লেই কি পবনঠাকুর দৈত্যরাজ্যে তেমন প্রাণ-মজান ফুর্‌ফুরে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্চেনা না কি? আজই বাবাকে ব'ল্‌ব, পবনদেবকে যেন একটু শিক্ষা দিয়ে দেন।

পবনের বড়ই স্পর্দ্ধা বেড়েচে! ও বাবা! না ব'ল্‌তে ব'ল্‌তেই পবনঠাকুর আমার বাবার ভয়ে নরম হ'য়ে গেল না কি? দেবতাদিগে বাবা আচ্ছা জব্দ ক'রে দিয়েছেন! কোন দেবতার আর মাথা তুলে কথা কইবার ক্ষমতা নাই! এই যে! ব'ল্‌তে ব'ল্‌তেই সেই মধুর হিল্লোল! আঃ! এতক্ষণের পর বাঁচ্‌লাম—প্রাণ জুড়াল! শরীরটা ঠাণ্ডা হ'ল! যাই বল, দেবতাদের বড়ই সরল প্রাণ! গরম হ'তেও যতক্ষণ—নরম হ'তেও ততক্ষণ! এমন দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যেরা বিবাদ ক'রে মরে কেন? আমরি মরি! সমস্ত অরণ্যের গাছপালা—লতাপাতা কেমন ঝুর্‌ঝুর্ ক'রে আহ্লাদে কেঁপে উঠ্‌ল! কি মিষ্টি বাতাস! কি ফুলের গন্ধ! শীতলস্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হ'ল! চোখ্ জড়িয়ে আস্‌চে! এই লতাকুঞ্জের পাশে একটু ঘুমাই। (শয়ন)

(মনোহরবেশে বনদেব ও বনদেবীর নৃত্য-
গীতসহকারে প্রবেশ)

গীত

উভয়ে। বনফুল-ভূষণে, জ্যোছনামাখা বসন প'রে, এস দাঁড়াই দুজনে!
বনদেব। বনরাণী বন-আমোদিনী পরাগমাখা প্রাণ!
বনদেবী। কোকিল-বধূ আড়াল থেকে ছাড়্‌চে মধুর তান।
উভয়ে। সোহাগিনী ফুলবালা সব, ডাকে প্রেমভরে অলিগণে॥
বনদেব। নারীর প্রাণ চিনির মত কথায় গ'লে যায়,
বনদেবী। বুকের ব্যথা প্রাণের কথা অন্তরে লুকায়!

বনদেব। বনফুলের মন যে জন বুঝেছে,
আর কি সে জন তার আস্বাদন ভুল্‌তে পেরেছে!
সাদরে গলায় পরি বনফুল তাই যতনে॥

বনদেবী। বনে তোমার কিসের অভাব, তুমি বনের রাজা,
বনদেব। তুমি রাজরাজেশ্বরী আমি তোমার প্রজা!
বনদেবী। যোগী ঋষি তোমার চরণে,
যোগে জুড়ায় ত্রিতাপ-জ্বালা ফলমূল-ভোজনে।
বনদেব। শান্তিরস রসময়ি! চাই লো শুধু তোমাধনে॥

বনদেবী। (গীতান্তে) এখন কি ক'র্‌তে হবে, তাই বলুন?

বনদেব। আজ একটী প্রেমের কপট খেলা খেল্‌তে হবে। ঐ দেখ, ওদিকে একটী অপরূপ রূপবান্ নির্ভীক স্বজাতি-বৎসল যুবক, পথশ্রমে নিদ্রিত। ওদিকে ও পাশে সৌন্দর্য্যময়ী একটী কুমারী আমারই মায়াপ্রভাবে নিদ্রিতা। এখন এদের দুজনের মধ্যে এক অপরূপ ভাবের ভালবাসা স্বষ্টি ক'র্‌তে হবে।

বনদেবী। জগতে ত নিত্যই কত নূতন নূতন প্রেমের খেলা হ'চ্চে। তার চেয়ে আবার নূতন কি?

বনদেব। উভয়ের মনের ভাব এমন ক'রে দিতে হবে যে, ঐ কুমারী ঐ যুবকটীকে দেখেই, প্রাণের সমস্ত ভালবাসার সঙ্গে আত্মদান ক'রে ঐ যুবকের প্রেমে পাগলিনী হয়।

বনদেবী। ঐ কুমারী, ঐ যুবকের প্রেমে পাগলিনী হবে, আর ঐ যুবক বুঝি পাষাণ হ'য়ে, অবলার বুকে ছুরি মার্‌বে?

কেমন এই নয়? ঐ অবলা সরলা যুবকটীর জন্য কাঁদ্‌বে, আর ঐ যুবকটী একবার ফিরেও চেয়ে দেখ্‌বে না! তোমরা পাষাণ পুরুষজাতি কি না! তাই ওরূপ কথা ব'ল্লে!

বনদেব। প্রিয়ে! এ কার্য্যটী আমার ইচ্ছা নয়, দেবরাজের অনুরোধে দেব-দুর্গতি মোচনের জন্য!

বনদেবী। আমার দ্বারা ত হবে না! আহা! এমন সরলা কুমারী যে কাঁদ্‌বে, তা সহ্য হবে না। তার চেয়ে দুজনের প্রাণেই অমৃতময় প্রণয় ছড়িয়ে দিয়ে, ওদের জীবনকে অমৃতময় ক'রে দিই আসুন।

বনদেব। না প্রিয়ে! সে কার্য্য কর্‌লে, জগতের একটা মহা অনিষ্ট সম্পাদন করা হবে! আমার অনুরোধমত কাজ কর, পর পর ঘটনা বুঝ্‌তে পার্‌বে।

[পূর্ব্বোক্ত গীত গান করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

দেবযানী। (সচকিতে উঠিয়া) একি হ'ল! তন্দ্রাবশে কি মধুর দৃশ্য দেখ্‌লাম! বনফুল-ভূষণা বনদেবী যেন মূর্ত্তিমতী হ'য়ে, আমার চক্ষে কি এক অমৃতরস সিঞ্চন ক'র্‌লেন! আ মরি মরি! অরণ্যময় যেন ভালবাসা ছড়ান র'য়েচে দেখ্‌তে পাচ্চি। ও পাশে ও আবার কি! কে একটী পরমসুন্দর ব্রাহ্মণ-কুমার, ঐ বৃক্ষতলে কোমল দূর্ব্বাদলে নিদ্রিত নয়! আহা! যুবকটীকে দেখে আমার এরূপ চিত্তবিকার ঘ'ট্‌ল কেন? বিধাতা যেন ঐ ব্রাহ্মণ-যুবককে মনের মতন রত্ন সংকল দিয়ে গ'ড়েছেন! এই পাপ দৈত্যপুরে এমন স্বর্গীয়-রত্ন নিরাশ্রয়ভাবে

প'ড়ে কেন ? যুবকটীর অবস্থা দেখে, প্রাণে বড় ব্যথা লাগ্‌ল ! আ মরি মরি ! মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণ, অরণ্যের বৃক্ষপত্র ভেদ ক'রে, যুবকের বদনমণ্ডলে মুক্তাবলীর ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু সৃষ্টি ক'রেচে ! মনে হয়, কোন কৌশলে এখনই যুবকটীর নিদ্রা ভঙ্গ করি—এ স্থানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করি।

কচ। (সহসা উত্থিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায়)

কোথা হরি ! কোথা হরি !
আলোক দেখায়ে কেন আঁধারে ডুবালে ?
আপনি এসে দেখা দিলে—
দয়া ক'রে সখা হ'লে—
তবে কেন ফেলে গেলে অরণ্যমাঝারে ?
বল বল তরুলতা !
হরি আমার গেলেন কোথা ?
নাই কি হেথা ? দিও না দিও না ব্যথা,
ব'লে দাও—খুঁজে দাও—কই হরি মম ?
কই হরি ! কই তুমি ?
হরি ভুলে ক্ষণেক থাকিতে নারি—
জ্ব'লে মরি প্রাণধন বিনে !

(১২নং গীত)

হাহাহা ! স্বার্থপর সবাই সংসারে !
কেহ না বুঝিল মম হৃদয়ের ব্যথা !
পাখী সব ডেকে ডেকে উড়ে চ'লে গেল,

লতাপাতা হেসে হেসে সমীরে তুলিল!
অভাগার মর্ম্মকথা কেহ না শুনিল!
যাও সবে! মর সবে অহঙ্কারে ঘূরে,
নাহি চাই সংসারের দয়া—
নাহি চাই এই মায়াকায়া!
সলিলে ডুবিব, অনলে পশিব—
অস্ত্রে ছিন্ন হব—
দেখি দেখি পাই কি না পাই!
যাই—যাই—ঐ—ঐ—হরি!
কোথা যাবে—কোথায় পালাবে?
এইবার ধ'রেচি তোমায়!
আহা মরি মরি! বৃক্ষরূপে হরি—
ঐ ঐ—র'য়েচে দাঁড়ায়ে!
আপনি হাসে ছলেতে কাঁদায়—
দেখা দিয়ে আবার লুকায়!
ধরি ধরি এইবার ধরি—
হৃদয় জুড়াই আলিঙ্গন করি।
হরি! হরি! এস এস হৃদয়ের রাজা!
(উন্মত্তের ন্যায় বৃক্ষ আলিঙ্গন ও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া)
মাথা ফেটে গেল—তবু হরি দেখা নাহি দিল!
বৃক্ষের মাঝারে ছিল, হেসে চ'লে গেল!
ঐ ঐ—সলিলের মাঝে—

বনমালী বনফুলসাজে—
ত্রিভঙ্গবঙ্কিমঠামে রাজে!
ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ি,
দেখি হরি পাই কি না পাই।
(জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত)

দেবযানী। (সহসা পশ্চাৎদিক হইতে ধরিয়া)
কে তুমি—কে তুমি মহাশয়!
কার্ শোকে জলে ঝাঁপ দাও?
আত্মঘাতী কেন হও?—
দেখ—ফিরে চাও।

কচ। অ্যাঁ—অ্যাঁ! কে তুমি? নিষ্ঠুর হরি?
অদর্শনে কেঁদে মরি কোথা ছিলে তুমি?
(দেখিয়া) না না!—
হরি নও তুমি ত আমার!
আকারপ্রকারে হেরি নারী।
বল বল তুমিই কি হরি?
নারীরূপে দেখা দিলে দাসে?

দেবযানী। ধন্য তুমি হরিভক্ত প্রেমিক যুবক!
হরি-প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে,
ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে সেখানে—
হেরিতেছ বিশ্বব্যাপী হরি!

কচ। দয়াবতী সরলতাময়ী দেবি!

স্নেহ-মমতায় – ভরিয়ে হৃদয়—
অভাগায় দেখা দিলে কে তুমি ললনে ?
তোমার এ কৃপাদৃষ্টি হরির কৃপায়,
ধন্য ধন্য হরি দয়াময় !
নারীরূপ উপলক্ষ করি,
নিরাশ্রয়ে হইলে সদয়া।
দেবি ! দেবি ! মনে হয় যেন—
স্বর্গধামে একদিন দেখেচি তোমায় !
নন্দন-কানন বিনে—
মরুভূমে ফোটে কবে পারিজাত ফুল ?
দেবী না হইলে, এত স্নেহ—এত দয়া—
দানবীতে কভু কি সম্ভবে !

দেবযানী। সত্য অনুমান ক'রেচ ধীমান্ !
স্বর্গধাম মম জন্মস্থান।
ঘৃতাচী-অপ্সরা-গর্ভে জনম আমার,
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য জন্মদাতা পিতা।
পিতৃ-পদসেবার কারণ—
বাস করি পাপ-দৈত্যপুরে।

কচ। শুনেছি—শুনেছি দেবি ! প্রশংসা তোমার,
প্রত্যেক দেবীর মুখে শত ধন্যবাদে।
তুমিই কি দেবতার চির-হিতৈষিণী,
মহামানী শুক্রাচার্য্য-কন্যা দেবযানী ?

দেবি ! দেবি !
মূর্ত্তিমতী দয়া হ'য়ে যদি দেখা দিলে,
কৃপা ভিক্ষা চাই—কাতরে জানাই—
চাই চাই চির-পদাশ্রয়।

দেবযানী। মিষ্টভাষী সরলতাময়—
বল তুমি স্বর্গ-রত্ন কোন্ মহাজন ?
কি কারণ আগমন পাপ-দৈত্যপুরে ?
আমারও স্মরণ হয় যেন,
স্বর্গপুরে দেখেচি তোমায়।

কচ। মহাপ্রাজ্ঞ দেব-গুরু বৃহস্পতি-সূত—
কচ আমি। জ্ঞান-তৃষা মিটাবার আশে—
আসিয়াছি দৈত্যপুরে !

দেবযানী। দৈত্যগণ নীতিহীন ধর্ম্মান্ধ কামুক,
তাহাদের পাপরাজ্যে কি শিক্ষা লভিবে ?
পাপাচারী দানবের কি নীতি শিখিবে ?
দানাবের রীতিনীতি দানবশাসন,
স্বার্থ-দোষে অহংজ্ঞানে সদাই দূষিত।

কচ। তব পিতা শুক্রাচার্য্য মহাশক্তিশালী,
সাধনায়—জ্ঞান-গরিমায় বিশ্বজয়ী।
অসুর-সমাজ তাঁহারি কৃপায়,
বিশ্বব্যাপী আধিপত্য ক'রেচে বিস্তার !
হৃদয়ের যোল-আনা প্রেমভক্তি দিয়ে,

বড়ই বাসনা তাঁর পূজিব চরণ।
শত্রুপুত্র ভেবে তিনি মোরে—
না দেন চরণে স্থান যদি,
পাপ-প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয়—
দেখি তাঁর কৃপা পাই কি না!

দেবযানী। নাহি ভয়—দিলাম অভয়!
শিষ্যভাবে চল তুমি পিতার আশ্রমে।
প্রাণ দিয়ে করিব তোমার সেবা,
পিতার চরণ ধ'রে কাঁদিয়া জানাব—
তোমা ধনে শিষ্যভাবে করিতে গ্রহণ।

কচ। দেবি! দেবি! ধন্য তুমি দয়াময়ি!
কৃতজ্ঞতা কি আর জানাব!
স্নেহের তোমার তুলনা না পাই,
আজ হ'তে এক পিতা তোমার আমার—
স্নেহময়ী ভগ্নী তুমি, আমি তব ভ্রাতা।

দেবযানী। সে কথা জানাব পরে—
ঘরে চল হৃদয়-রতন!
দেবযানী প্রাণ দেবে তোমার কারণ,
তুমি আমি একপ্রাণ কোন ভয় নাই।

কচ। দৈত্যগণ এই কথা জানিবে যখন,
কি হবে তখন দেবি!
তব পিতা নিতান্তই দৈত্য-পক্ষপাতী।

দৈত্যগণ অসম্মত হ'লে—
দেবেন কি চরণে আশ্রয় ?

দেবযানী। ধর্ম্ম সাক্ষী দিলাম অভয়।
কোটী দৈত্য ক্রোধে যদি তরবারি ধরে,
কার্ সাধ্য কচেরে সংহারে ?
আজ হ'তে দেবযানী সহায় তোমার—
দৈত্যপুরে কর গিয়ে যথেচ্ছ বিহার।
সঙ্গে চল প্রাণাধিক কচ !
বলিব শুনিব সব হৃদয়ের কথা।

[অগ্রে অগ্রে প্রস্থান।

কচ। (গমন করিতে করিতে স্বগতঃ)
ধন্য ধন্য ইচ্ছাময় হরি !
ধন্য ভবে ভক্তসখা নাম !
কখন কি রূপ ধরি কি ভাবে কাহারে,
চরণ আশ্রয় দাও সঙ্কট-সময়ে—
ধারণার—কল্পনার অতীত সে সব !
হরি ! হরি ! তুমি মম হৃদয়-বিহারি !
চলিতেছি তোমার ইচ্ছায়।

[প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অলকাপুরী

(ব্যস্তভাবে কুবেরের প্রবেশ)

কুবের। হায় হায়! সর্ব্বনাশ হ'ল! আর বোধ হয়, দুর্ব্বৃত্ত, দৈত্যগণের হস্তে অলকাপুরী—রত্ন-ভাণ্ডার রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লাম না। এখন কি করি? কি উপায়ে ধনাগার রক্ষা করি? দৈত্যগণের প্রবল পরাক্রমে—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্রপ্রভাবে, আমার অধীনস্থ সমস্ত যক্ষ-সৈন্যই পরাজিত! আমি এই ধনাগার পরিত্যাগ ক'রেও যেতে পার্‌চি না। ঐ—ঐ—আবার সেই ভীষণ দানব-রণ-দুন্দুভি, যক্ষপুরী কম্পিত ক'রে, ঘোররবে নিনাদিত! রণোন্মত্ত দৈত্য-দলের বিকট চীৎকার শব্দ, ক্রমেই রাজপুরীর নিকটবর্ত্তী হ'চ্চে! কি করি—কোথায় যাই? জগৎজননী হরি-হৃদি-বিলাসিনী নারায়ণি গো! আপনার ভক্তদাস কুবের, আর বোধ হয় আপনার রত্নাকর রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে না। যাঁর অপার করুণায় আমার এই পদ-গৌরব; যাঁরে কঠোর সাধনায় সন্তুষ্ট ক'রে, এই বিশ্ব-বাঞ্ছিত মনোহর অলকাপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্য—অমূল্য-রত্নরাজীর অধিকারী হ'য়েচি, তাঁর করুণা-কটাক্ষ ভিন্ন আমার আর এ বিপদে অন্য গতি নাই। হে কপর্দ্দি! হে বিরূপাক্ষ ত্রিলোচন! হে ভক্ত-সখা ভবানী-পতি ত্রিশূলি! তোমার চির-চরণ-কিঙ্কর

কুবের, আজ মহাবিপদে প'ড়ে, তোমার অভয়চরণ চিন্তা ক'র্‌চে! যোগাসনে ব'সে বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপ ধ্যান করি। (ধ্যানে উপবেশন)।

(চঞ্চলভাবে শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য। (স্বগতঃ) যক্ষগণের এই সুদৃঢ় সুরক্ষিত অলকাপুরীতে কিছুতেই দৈত্য-সৈন্যগণ প্রবেশ ক'রতে পার্‌লে না। কি যেন এক অসহনীয় তেজ—কি যেন এক অলৌকিক শক্তি আমার সমস্ত পুরুষকার ব্যর্থ ক'রে দিলে! কি আশ্চর্য্য! ব্যাপার ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না। বোধ হয়, যেন ভীম ত্রিশূলীর শত শত উজ্জ্বল ত্রিশূল, চক্রাকারে অলকাপুরীর চতুর্দ্দিকে বিঘূর্ণিত হ'চ্চে! তবে কি ভোলানাথ মহেশ্বর কুবেরের স্তবে তুষ্ট হ'য়ে, এই পুরী-রক্ষায় নিযুক্ত! আমিও স্তম্ভিত—চমকিত! প্রবল-পরাক্রান্ত বিজয়োল্লাসিত মহাবীর বৃষপর্ব্বা, সসৈন্যে বিশেষ চেষ্টা ক'রেও পুরীর মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে সক্ষম হ'চ্চে না। আমিত যোগবলে শূন্যদেশ অতিক্রম ক'রে, অন্যের অদৃশ্যভাবে কুবেরের রত্ন-ভাণ্ডারে প্রবেশ ক'র্‌লাম! এসেচি বটে, কিন্তু কি যেন এক অভাবনীয় ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হ'চ্চে! কোন কৌশলে কুবের-ভাণ্ডারস্থিত অমূল্য-রত্ন সকল আমার হস্তগত ক'র্‌তে পার্‌লেই, দৈত্যগণ অর্থবলে দেবগণ অপেক্ষা উন্নত হবে;—আমারও চির-পোষিত আশা-লতা সফল হবে। ঐ যে যক্ষরাজ কুবের মুদিত-নয়নে—সংজ্ঞাহীন হ'য়ে—করপুটে স্বীয় অভীষ্টদেবের সাধনা ক'র্‌চে। তবে আমার

অনুমানই সত্য হ'ল! বোধ হয়, সদাশিব, কুবেরের এই আরাধনায় তুষ্ট হ'য়ে, অলকাপুরী রক্ষা ক'র্‌চেন! অদৃষ্টে যাই থাক্‌—কুবেরের রক্ষক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যিনিই হউন, আমি আমার সংকল্পিত পথে বীরদর্পে অগ্রসর হ'তে সঙ্কুচিত বা ভীত হব না। আমিও এই সুযোগে যোগবলে কুবেরের দেহে প্রবেশ ক'রে, সমস্ত চিত্তবৃত্তি লোপ ক'রে দিই। চিত্তবৃত্তিবিলয়ে কুবের নিশ্চেষ্ট জড়ভাবাপন্ন হ'লেই, আমি কুবেরের ভাণ্ডারস্থ অমূল্য রত্ন সকল ইচ্ছানুসারে লুণ্ঠন ক'র্‌ব। (ধীরে ধীরে কুবেরের পশ্চাৎভাগে অবস্থানপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে কুবের-দেহ-স্পর্শ)।

(শিবের প্রবেশ)

শিব। (স্বগতঃ) একি হ'ল! সহসা আমার প্রাণ এরূপ আকুল হ'ল কেন? ভক্ত কুবেরের স্তবে পরিতুষ্ট হ'য়ে, আমি প্রচ্ছন্নভাবে অলকাপুরী দানবকরে রক্ষা ক'র্‌চি। ও কি! আমার প্রিয়ভক্ত কুবের ওরূপ নিশ্চল, নিস্পন্দ, জড়ভাবে উপবিষ্ট কেন? কোন প্রকার চিত্তবৃত্তির কার্য্য নাই। চক্ষু হ'তে দরবিগলিতধারে জল প'ড়্‌চে! ভক্তের এরূপ কঠোর অবস্থা কেন? তবে কি কোন দুষ্ট মায়াবী, মায়াপ্রভাবে কুবের-দেহে প্রবিষ্ট হ'য়ে, ভক্তের এ দুর্গতি ক'রেচে! ও কি! কুবেরের দেহমধ্যে ওটা কার্‌ জ্যোতির্ম্ময় দেহ দৃষ্ট হ'চ্চে! রক্ত-পট্টাম্বর পরিধান—হিমকুন্দ মৃণালাভা ফুটে বহির্গত হ'চ্চে! ওঃ! ঠিক হ'য়েচে! সুচতুর দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য, স্বীয়

সংকল্পসিদ্ধির জন্য, প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্মরূপে কুবের-দেহে প্রবিষ্ট হ'য়েচে। কি? দুর্ব্বৃত্তের এতদূর স্পর্দ্ধা! আমার রক্ষিত ভক্তের প্রতিও এরূপ শঠতা প্রদর্শন! রে ত্রিশূল! ভক্ত কুবের-দেহ অক্ষত রেখে, তদভ্যন্তরস্থ শত্রুর দেহ শত খণ্ডে বিভক্ত কর। (সক্রোধে ত্রিশূল উত্তোলন)

শুক্র। (সভয়ে কম্পিতভাবে বহির্গত হইয়া)
রক্ষ রক্ষ দয়াময়ী হর-সোহাগিনি!
যায় মা ভক্তের প্রাণ হর-কোপানলে।
[গমনোদ্যোগ।

শিব। (সক্রোধে)
আরে আরে দুরাচার! পালাবি কোথায়?
শঙ্কর-ত্রিশূলে আজ নাই রে নিস্তার!
কুবের আমার ভক্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসারে,
বিনা দোষে তার প্রতি এত অত্যাচার!
অখিল ব্রহ্মাণ্ডমাঝে না পাইবি স্থান,
পিছু পিছু যাবে তোর এ কাল-ত্রিশূল।

শুক্র। রক্ষ রক্ষ জগদম্বে তারা ত্রিনয়নি!
শিব-শূলে প্রাণ যায় রক্ষ গো জননি!
[বেগে প্রস্থান ও পশ্চাৎ শিব ধাবিত।

কুবের। (চৈতন্য লাভ করিয়া) একি হ'ল! আমি এতক্ষণ কি যেন নিশ্চেষ্ট কাপুরুষের মত উপবিষ্ট হ'য়ে, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারিয়েছিলাম। ভগবান্ ত্রিশূলী, ভীমত্রিশূল

উত্তোলন ক'রে, মহাক্রোধে যাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হ'লেন, তিনিই বা কে? এই অভাবনীয় ঘটনার কারণ কি? যাই দেখি—আবার কি বিভ্রাট সংঘটিত হ'ল!

[প্রস্থান।

(কাতরভাবে অগ্রে অগ্রে শুক্রাচার্য্য, পশ্চাৎ সরোষে শিবের পুনঃ প্রবেশ)

শুক্র। হায় হায়! রক্ষা নাই—কোথা যাই?
মা রক্ষা কর! মা রক্ষা কর!

শিব। কোথা যাবি—কোথায় পালাবি মূঢ়! (হননোদ্যত)

(সহসা বেগে ভগবতীর প্রবেশ)

ভগবতী। রক্ষ মম প্রিয়ভক্তে দেব আশুতোষ!
আমি দাসী তব পদে ভক্তে ভিক্ষা চাই।

শিব। না শুনিব কারও কথা! প্রতিজ্ঞাপালন—
অবশ্য করিব, শুক্রে করিয়া সংহার!
সহ্য কর্ দুরাচার! ত্রিশূল আমার।

[শিবকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া শুক্রের পুনঃ প্রস্থান।

ভগবতী। হায় হায়! ভক্ত-প্রাণ কিরূপে বাঁচাই?
ধূর্জ্জটীর ক্রোধে বুঝি সৃষ্টি ধ্বংস হয়।
রক্ষ রক্ষ নারায়ণ অগতির গতি!
তুমি বিনা না ঘুচিবে ভক্তের দুর্গতি।

[প্রস্থান।

(অগ্রে অগ্রে কম্পিত-কলেবরে শুক্রাচার্য্য
ও তৎপশ্চাৎ ত্রিশূলহস্তে শিবের
পুনঃ প্রবেশ)

শুক্র। প্রাণ যায়—প্রাণ যায়—রক্ষ মা ভবানি!
ত্রিসংসারে নাহি দেখি পালাবার স্থান।

শিব। খণ্ড খণ্ড করিব রে এই তীক্ষ্ণ শূলে,
লুকাইতে কোথা যাস্—কোথা পাবি স্থান?
হরের প্রতিজ্ঞা আজ না হবে লঙ্ঘন,
নিশ্চয় আমার করে হইবি নিধন।

(নৃত্যসহকারে মোহিনী স্ত্রী-মূর্ত্তিতে সহসা বিষ্ণুর প্রবেশ)

গীত

মোহিনী। বেচ্‌ব আমার প্রাণ,
আমি প্রেম জানি নিষ্কাম।
কিন্‌তে হয় না কড়ি দিয়ে—
নাই গো আমার দাম॥
আমার আপন পর সমান,
শ্যাম সেজে হাম কুঞ্জে ব'সে—
শুনাই বাঁশীর গান;—
বিরহিণী রাধা হ'য়ে হানি নয়ন-বাণ,
এই নাও—নাও—কে চাও আমার
চাই না প্রতিদান॥

শিব। (সবিস্ময়ে দেখিয়া)
কে তুমি রমণী-মণি কনক-বরণী,
ভুবন-মোহিনী-বেশে আমার সকাশে ?
প্রেমের সুচারু দৃষ্টি কি মধুর হাসি !
পদ্মগন্ধ ছুটে মরি সুকোমল দেহে !
কি মধুর নিত্য আহা, সকলই মধুর—
বলয় নূপুর রুণু, কিঙ্কিনীর ধ্বনি—
প্রেমোল্লাসে ধ্বনিত হ'তেছে চারিপাশে !
আলুথালু মরি মরি অলকা কুন্তল—
সুবর্ণকুণ্ডল দুলে নাচে গণ্ডস্থলে !
ঘর্ম্মবিন্দু মুক্তাকারে বদনে বিরাজে—
কবরী-স্খলিত ফুল প্রেমে পায়ে পড়ে !
কুঙ্কুম-রঞ্জিত কুচে দোলে দিব্য মালা,
সুচারু নিতম্বে শোভে চারু চন্দ্রহার !
(শুক্রের পলায়নচেষ্টা ও শিবকর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্তি)
ভ্রমর আকুল হ'য়ে গুন্ গুন্ স্বরে,
ঘূরিতেছে বসিতেছে বদন-কমলে !
মধুর অমিয় হাসি অধরে বিকাশে,
মধুর কণ্ঠের স্বর সুধা বৃষ্টি করে !
রসে তনু অবসন্ন হারায়েছি লাজ,
কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম হইল শিথিল !
দেহ কণ্টকিত হ'ল প্রেমের আবেগে,

দাও দাও আলিঙ্গন বাঁচাও আমারে!

মোহিনী। ছি ছি! একি অরসিক তুমি হে এমন,
কামবশে পরনারী কর দরশন!
আমি সতী পতি বিনা অন্য নাহি জানি,
পাগলের কথায় হইব দ্বিচারিণী!

শিব। হরিদাস আমি ধনি! হরিপ্রেমে রত,
হরিপ্রেমে মজি, তাঁর হ'য়েছি কিঙ্কর।
কিবা আমি কিবা তুমি, কি পুরুষ কি নারী,
হরিতে মিশেছে সব, সকলই শ্রীহরি!

মোহিনী। আমি নারী—তব বাক্য বুঝিতে না পারি,
কোন্ টোলে প'ড়ে তুমি হর পর-নারী?
পতি-পুত্র ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন,
যা বলেন, তাই করা সতীর লক্ষণ।
স্বাধ্বী সতী অকপটে পতি-সেবা করি,
নিত্য পতি-লোকে হয় অনন্তসুখিনী।

শিব। হরি জগতের আত্মা জগতের পতি,
ইহ পরকালে হরি একমাত্র গতি।
আত্মার আবাস দেহ, দেহ নষ্ট হ'লে—
আত্মারূপী হরি সদা রহে নির্ব্বিকার।
পতিপুত্র—দেহে অধিষ্ঠিত হ'লে হরি,
তবে ত তাদের সনে আত্মীয়তা করি!
পতিপুত্র পিতামাতা সকলই সে হরি,

এক হরি লীলা করে নানা রূপ ধরি।
আমি সে হরির সনে অভেদ সদাই,
পতিভাবে ভজ মোরে কোন পাপ নাই!

[শুক্রের পুনর্ব্বার পলায়ন-চেষ্টা ও শিবকর্ত্তৃক বাধাপ্রদান।

গীত

মোহিনী। আমি অরসিক ভ'জ্‌ব না।
প্রেমিক-রতন, না হয় যে জন,
তারে প্রাণ দেবো না॥
হৃদয় খুলে সোহাগ ঢেলে প্রাণ জুড়াই,
অঙ্গে অঙ্গে থাক্‌ব রঙ্গে, মনের মানুষ যদি পাই,
সব ভুলে যায় আমায় যে চায়—
সে বিনা কেউ পায় না॥

শিব। আর না সহিতে পারি, রক্ষা কর ধনি!
হৃদয় শীতল কর হৃদয়ের মণি।
কিবা নৃত্য—কিবা ঠাম—মরি কি চাহনি,
পাগলে খেপালে আজ হরিণী-নয়নি!

মোহিনী। মনস্কাম পূর্ণ যদি করিব তোমার,
আমার নিকট অগ্রে কর অঙ্গীকার।

শিব। ধর্ম্ম সাক্ষী রাখি আমি অঙ্গীকার করি,
যা বলিবে তা শুনিব দ্বিরুক্তি না করি!
যা করাবে তা করিব, দাস হ'য়ে রব,
করিব হৃদয়েশ্বরী অধিক কি কব?

মোহিনী। আমি অবলা সরলা সহজেই ভয়াতুরা! তোমার এই নিষ্ঠুরের মত কাজ দেখে, মনে মনে বড়ই ভয় পেয়েচি। পলায়িত ভীত ব্যক্তিকে সংহার ক'র্‌তে তোমার যখন এত ক্রোধ, তখন তোমাকে জীবন যৌবন দিয়ে, শেষে কি ভাঙড়ের হাতে প্রাণ খোয়াব?

শিব। না—না—তুমি—তা—তোমাকে কণ্ঠের হার ক'র্‌ব—জপমালা ক'রে রাখ্‌ব।

মোহিনী। তোমার উপস্থিত কাজ দেখে, সে কথায় ত বিশ্বাস হয় না। আগে অই ভীত শুক্রকে অভয় দাও—তারপর অন্য ব্যবস্থা।

শিব। তা কিছুতেই হবে না! ঐ ধূর্ত্ত পরমমায়াবী, মায়াবলে আমার প্রিয়ভক্ত কুবেরের দেহে প্রবেশ ক'রে, গুপ্তভাবে কুবের-ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হ'য়েছিল। একটু অপেক্ষা কর, অগ্রে অই দুষ্টকে সংহার করি, তারপর তোমার সঙ্গে প্রেমালাপে মত্ত হব—তুমি যা ব'ল্‌বে তাই শুন্‌ব!

মোহিনী। বটে! তবেই আমি তোমার সঙ্গে প্রেম ক'রেচি আরকি! প্রেম ক'র্‌তে গিয়ে, শেষে কি গোঁয়ারের হাতে প্রাণ যাবে।

শিব। না—না—তাও কি হয়! তোমার কোন ভয় নাই।

মোহিনী। বিশেষ ভরসাও নাই! যাক্‌ আমি চ'ল্লেম।

শিব। না—না—যেও না—যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌চি!

মোহিনী। তবে এখনই শুক্রকে অভয় দাও!

শিব। (শুক্রের প্রতি) যা দুরাচার! আজ তোর পরম সৌভাগ্য! বুঝ্‌লাম, এখনও তোর কাল পূর্ণ হয় নাই!

শুক্র। (স্বগতঃ) বাপ্‌—বাপ্‌! কি ভয়ঙ্কর শিব-ক্রোধ! মায়াময়ী মহামায়া, মহামায়াজাল বিস্তার ক'রে আজ আমায় রক্ষা ক'র্‌লেন! [সবেগে প্রস্থান।

শিব। বড় জ্বালা প্রাণে জ্বলে কন্দর্পের শরে,
দাও ত্বরা আলিঙ্গন জানাই কাতরে।
বিমল স্মরতানন্দে মগ্ন হ'য়ে রব,
তুমি আমি এক ভাবে প্রাণ জুড়াইব।
বিলম্ব সহে না আর এস প্রাণেশ্বরি!
এ জ্বালা নির্ব্বাণ কর তব করে ধরি।

মোহিনী। আর এক কথা আছে শোন আগে বলি,
আমারে ভজিতে এলে পার্ব্বতীরে ভুলি।
শুনেচি পাষাণ-কন্যা বড়ই প্রখরা,
এ ঘটনা শোনে যদি হব প্রাণে মরা!

শিব। পার্ব্বতী পাষাণী আমি জানি চিরদিন,
তার ভাগ্যে আমি শিব চির লক্ষ্মীহীন!

(সহসা ভগবতীর পুনঃ প্রবেশ)

ভগবতী। (প্রবেশ করিতে করিতে)
লম্পট হরির সখা ভোলা দিগম্বর!

কোন্ নারী পরশে আজ হ'লে ভাগ্যধর ?
মনোমত নারী নিয়ে কৈলাসেতে যাও,
মুখে বল উপবাসী ডুবে জল খাও।
ছি ছি, কি লাজের কথা দেখে অঙ্গ জ্বলে,
গেল না চোখের দোষ এত বুড়ো হ'লে !

(ভয়প্রযুক্ত সলজ্জভাবে শিবের এক পার্শ্বে অবস্থান)

আর কেন লাজভয়ে লুকাইতে চাও,
রসিকা নাগরী নিয়ে ঘরে চ'লে যাও।
ওমা, আমি কোথা যাব, ছিল এত ক্রোধ,
মোহিনী কামিনী দেখি কাণ্ডজ্ঞান-রোধ !
পরনারী-রূপে হ'লে পাগলের প্রায়,
দিবাভাগে দিনমণি বুঝি অস্তে যায় !

শিব। (স্বগতঃ)
রক্ষা কর দিনবন্ধু দয়াময় হরি !
মুখ না দেখাতে পারি কি উপায় করি ?
ঘোর দায় রাখ পায় লজ্জা-নিবারণ !

মোহিনী। ভয় নাই ভোলানাথ ! থাক ধৈর্য্য ধরি,
মায়ায় ভুলাই মায়ে আমি হই হরি।

(সহসা বিষ্ণুমূর্ত্তিধারণ)

গীত

ভয় নাই হে ভোলানাথ ! আমি মায়া জানি,
কখন নারী কখন পুরুষভাবে ভুলে থাকে ভবানী।

সবারে ভজি, বিকার ত্যজি, আমি ভক্তের প্রেমে মজি,
প্রেমের তরে গ'ড়েচি জগৎখানি।
খেল্‌ছে সবাই আমার মায়ায়,
আমি মিশে থাকি সকল কায়ায়,
আমায় হরিরূপে হেরিবে ঈশানী।

ভগবতী। (স্বগতঃ) একি হ'ল! দূর হ'তে যে রমণী-দেখ্‌লাম, সে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এ যে ভক্তবৎসল শ্রীহরির ত্রিভঙ্গঠাম মদনমোহন রূপ! সেই ভুবন-ভোলা রূপই ত বটে! একি আশ্চর্য্য ঘটনা! আমারই কি এত ভ্রম হ'ল! হর-কোপ হ'তে ভক্ত শুক্রের প্রাণরক্ষা কর্‌বার জন্য, দয়াময় নারায়ণকে স্মরণ ক'রেছিলাম, তিনিই ত প্রাণেশ্বরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন! বিশ্বম্ভরের সেই ক্রোধানল-দীপ্ত কাল-ভৈরব প্রচণ্ডমূর্ত্তি, প্রশান্ত সাত্বিক-ভাব ধারণ ক'রেচে! আমরি মরি! হরি-হরের কি অপূর্ব্ব মিলন! কি অপরূপ রূপ! ক্রোধ তিরোহিত হ'য়ে, শান্তিভক্তি-রসে প্রাণ গ'লে গেল! ভক্তগণ! কে কোথায়? হরি-হরের মধুর মিলন দেখে প্রেমানন্দে হরিগুণ গাও!

(একপার্শ্ব দিয়া রাখাল-বালকগণ ও অন্য পার্শ্ব
দিয়া যোগিনীগণের গীত গাহিতে
গাহিতে প্রবেশ)

গীত

রাখালগণ। হের রে ভকতগণ! হরিহর মধুর মিলন।

যোগিনীগণ। রজত-ভূধর হর, বামে শ্যাম-জলধর,
প্রেমে ঢলে যুগল-রতন।

রাখালগণ। রসে বিভোর তনু, মুচ্‌কি হাসিচে কাণু,
মত্ত সাত্ত্বিকভাবে ভোলা।

যোগিনীগণ। শিখিপাখা দরশনে, গর্জ্জে ভুজঙ্গগণে,
দলমল দোলে হাড়-মালা।

রাখালগণ। আধ বাঘাম্বর, আধ অঙ্গে পীতাম্বর,
ধুস্তুর কুণ্ডল সাজে।

যোগিনীগণ। ত্রিশূল বংশীধর, আধ ভালে শশধর,
অলকা-তিলকা সনে রাজে।

রাখালগণ। বিভূতি-চন্দন, মদনমোহন,
দোঁহে দোঁহা ভাবেতে মগন।

যোগিনীগণ। ঘুচাতে ভক্তের জ্বালা, মহাকাল সঙ্গে কালা,
কিবা রূপ নয়নরঞ্জন।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্মশান-পথ

(প্রমথগণের প্রবেশ)

প্রমথগণ (নৃত্য ও গীত)

নাচ ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই প্রমথ পিশাচ !
হি হি হি হি হি—হা হা হা হা হা।
মড়ার মাথার খুলি, পচা নাড়ী ভুঁড়ি,

ছিঁড়ে খা—ছিঁড়ে খা—ছিঁড়ে খা।
লট্‌পট্‌ জটাজালে, বম্‌ বম্‌ বাদ্য গালে,
তালে তালে ফেল্‌রে পা—ফেল্‌রে পা—ফেল্‌রে পা!
রক্ত লক্‌ লক্‌ লক্‌ লক্‌ লক্‌ চুষে খা!
ভেঙে মড়্‌ মড়্‌ মড়্‌ মড়্‌ মড়্‌ মাথার ঘি।
চল্‌ লম্ফে ঝম্ফে কম্পে সব ভূত দানা!
হি হি হি—হা হা হা—হা হা হা!

[ভূতগণের লুক্কায়িত হওন।

(কচের প্রবেশ)

কচ। (প্রবেশ করিতে করিতে স্বগতঃ)
মানবের পরিণাম-স্থান—
এই কি সে মর্ত্ত্যের শ্মশান।
কত রাজা কত প্রজা ধনী ধনহীন—
একভাবে এ শ্মশানে মিশেছে সকলে!
কারও কোন অহঙ্কার নাই—
কারও কোন ভেদজ্ঞান নাই—
এক সূর্য্য-কিরণের মত,
সবস্থানে সমভাবে র'য়েছে ছড়ায়ে!
শ্মশান কি আরামের স্থান!
তাই বুঝি গুরুদেব এ শ্মশানে বসি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামাপদধ্যানে রত!
একি হ'ল! অকস্মাৎ কেন হয় ভয়?

চতুর্দ্দিকে প'ড়ে আছে ভীষণ শ্মশান !
অমানিশি-নিস্তব্ধতা ভেদি—
কি ভীষণ উন্মত্ত প্রমথ-নৃত্য-গীত !

প্রমথগণ। হি হি হি ! হা হা হা !

কচ। আবার বিকট হাস্য ! কর্ণে লাগে তালা—
কি ভীষণ মূর্ত্তি চারিপাশে !
আঁধারে ডুবেছে ধরা – সাঁই সাঁই রব –
মিশিয়াছে সে বিকট রবে !
ভূত হও—প্রেত হও—ডাকিনী-যোগিনী—
পথ ছাড় যেতে দাও শ্রীহরি-কিঙ্করে !

প্রমথগণ। হা হা হা ! হি হি হি !

কচ। কি ! না শুনিল কেহ কথা !
আবার বিকট হাস্য-রোল !
খরশাণ হরিনাম অস্ত্র-বল যার,
এ সংসারে কারে ভয় করিবে সে জন ?
বুকবাঁধা অভয়ের আশ্বাস বচনে,
স'রে যাও—কি ভয় দেখাও ?
গুরুকার্য্যে সঁপিয়াছি প্রাণ।
নর-শির-সংগ্রহ-কারণ—
এসেছি এ ভীষণ শ্মশানে !
হরিবোল ! হরিবোল ! [প্রমথগণের প্রস্থান।
একি হ'ল !

সহসা কোথায় গেল সে প্রমথগণ!
কোথা সে বিকট চীৎকার!
শ্মশান নিস্তব্ধ হ'ল—কি যেন কি আলো,
দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল!
ভয়-মেঘ কেটে গেল, উজলিল প্রাণ!
ধন্য ভগবান্! ধন্য তুমি করুণা-নিদান!
ওকি পুনঃ! ভীষণ শ্মশানমাঝে—
সুমধুর সঙ্গীত ঝঙ্কারে—
চতুর্দ্দিকে মধু-বৃষ্টি হয়।

(পুরুষবেশী শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ)

কচ। (স্বগতঃ) এই ভীষণ নিশায়—এই ভীষণ শ্মশানে ঠিক যেন রমণীর কণ্ঠ-স্বর ব'লে বোধ হয়। (সম্মুখে দেখিয়া) না—পুরুষবেশী কে যেন আসে নয়! কে তুমি?

শর্ম্মিষ্ঠা। তুমিই বা কে? এ সময়ে এ স্থানে কেন?

কচ। (স্বগতঃ) এরূপ তেজঃপূর্ণ কথা শুনে, এই অজ্ঞাত ব্যক্তির প্রতি নানা সন্দেহ হ'চ্চে! কথা শুনে যেন পরিচিত ব'লে বোধ হয়। কোন ছদ্মবেশী দৈত্য নাকি?

শর্ম্মিষ্ঠা। কি যুবক! তুমি আমায় দেখে ভয় পেয়েচ না কি?

কচ। যখন হরিরূপী গুরুর আদেশ পালন ক'রতে এসেচি, তখন শিষ্যের কি আর কোনরূপ বিপদের ভয় থাকে!

শর্ম্মিষ্ঠা। তুমিই কি তবে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের শিষ্য কচ?—তুমিই কি দেবগুরু বৃহস্পতি-নন্দন? দৈত্যপুরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে, তোমার অসাধারণ গুরুভক্তির কথা শুনেচি। তুমি স্বীয় আত্মরক্ষায় এত নিশ্চেষ্ট কেন?

কচ। গুরু-চরণে যখন আত্ম-সমর্পণ ক'রেচি, তখন আত্ম-রক্ষা বা বিনাশ তাঁরই ইচ্ছাধীন।

শর্ম্মিষ্ঠা। কি আশ্চর্য্য! এই অসংখ্য শত্রু-বেষ্টিত দৈত্যপুরে—মস্তকে শত শাণিত তরবারি লম্বিত রেখে অবস্থান ক'র্‌চ! তুমি দেবযানীর কুহকে প'ড়ে, নিজের জীবনকে বিপদ-জালে জড়িত করচ! আচ্ছা কচ! আজ যদি তুমি আমার দ্বারা একটী মহৎ উপকার পাও, তা হ'লে তোমার প্রাণের কথাগুলি সরলভাবে খুলে ব'ল্‌বে কি?

কচ। হ'তে পারে, আপনার হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ। আমার যদি কালপূর্ণই হ'য়ে থাকে,—আমার বিনাশ যদি ভগবানেরই ইচ্ছা হয়, তা হ'লে আপনার ক্ষমতায় আমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন কি? গুরুদেবের চরণকৃপায় আমি বেশ বুঝেচি যে, সংসারের সুখ-দুঃখ অনিত্য—এ পাপ জড় দেহ অপবিত্র বস্তুর সমষ্টিমাত্র। বিনাশ কর্ম্মের ফল, সুখ-দুঃখেরই নামান্তর মাত্র! মোহবশেই জীবের মৃত্যু হয়—মোহ-হীন হ'লেই অমরত্বলাভ। যাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ, তারাই মৃত্যুকে ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয় করে! আগুনের শিখা—বাতাসের বেগ—সূর্য্য-কিরণ আর নদীর জল, কোথা হ'তে আসে, আবার

কোথায় মিশিয়ে যায়! এই ক্ষণস্থায়ী জীবনও ত সেইরূপ কতবার যায়, কতবার আসে! এর জন্য কাতর হবার প্রয়োজন কি?

(১৩ নং গীত)

শর্ম্মিষ্ঠা। (স্বগতঃ) দেবগণ যতই আমাদের শত্রু হ'ক্, দেবতাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অতি প্রগাঢ়—অতি মধুর! হতভাগিনী শর্ম্মিষ্ঠা! এ রত্ন যে তুই কণ্ঠে ধারণ ক'র্‌বি, তেমন সৌভাগ্য তোর কোথায়? দেবযানি! তুই আমার চিরদিনই শত্রু! হিংসা-বিষে হৃদয় পূর্ণ ক'রে, পরস্পরকে জ্বালা দেবার জন্যই, আমরা দুজনে ধরায় জন্মগ্রহণ ক'রেচি। প্রথমতঃ তোর পিতা শুক্রাচার্য্যের অদ্ভুত মন্ত্র-শক্তি তোর অহঙ্কারের প্রধান কারণ হয়েচে। বিশাল দানব-সমাজ আজ তোর পদানত! তাও বুক পেতে সহ্য ক'র্‌তে পারি, কিন্তু আমার জীবনের আশাময় কচ যে তোর প্রণয়-পাত্র হবে, সেটা আমার নিতান্তই চক্ষুশূল! কচ যে ছদ্মবেশে শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে, গুপ্ত-মন্ত্র শিক্ষা দ্বারা দানব-সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্‌তে এসেচে, এ কথা প্রত্যেক দৈত্যই উত্তমরূপে বুঝেচে! দেবযানী যদি কচের প্রণয়পাত্রী হয়, তা হ'লে দৈত্যকুলের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য! আবার কচ যদি আমার হয়, তাহ'লে আমার পিতার রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। কিন্তু হা দুরাশা! আমার সে চেষ্টা কি সফল হবে! দৈত্যপুরে প্রত্যেক গৃহে, কচ আর দেবযানীর বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র হ'চ্চে! আমি যদি এ সময় কচকে রক্ষা না করি,

তা হ'লে ক্ষণমধ্যেই কচের এই মদনমোহন রূপ দৈত্য-ক্রোধানলে ভস্মসাৎ হবে। অগ্রে শেষ পর্য্যন্ত দেখি!

কচ। কুমার! আপনি আমার কথা শুনে, স্তম্ভিত হ'য়ে কি ভাব্‌চেন? আপনার আর কি ব'ল্‌বার আছে, শীঘ্র বলুন! মহানিশা উপস্থিত প্রায়! গুরুদেবের তারা-সাধনার সময়।

শর্ম্মিষ্ঠা। তুমি এই মুহূর্ত্তে দানব-রাজ্য—শুক্রাচার্য্যের আশ্রম পরিত্যাগ ক'রে, স্বজাতিগণের সঙ্গে মিলিত হও গে। তা না হ'লে উপস্থিত আর তোমার জীবনরক্ষার অন্য উপায় নাই!

কচ। ছিঃ ছিঃ! ব'ল্‌লেন কি! কোটী-জন্মার্জ্জিত পুণ্যে ভবার্ণবভেলক গুরুচরণে আশ্রয় পাওয়া যায়! আমি বিনা সাধনায় সেই গুরুপদে শরণ নিয়েও, তুচ্ছ প্রাণভয়ে পরিত্যাগ ক'র্‌ব!

শর্ম্মিষ্ঠা। তোমার গুপ্ত-উদ্দেশ্য দৈত্যগণ উত্তমরূপেই বুঝেচে। এরূপ স্থলে তুমি নিরাপদ কিসে?

কচ। (স্বগতঃ) তাই ত! এ ব্যক্তি কে? কে আমার মন পরীক্ষা করে? পুরুষ—না রমণী?

শর্ম্মিষ্ঠা। কি হে কচ! নিস্তব্ধ হ'য়ে ভাব্‌চ কি? এখনও সতর্ক হও। প্রাণে বেঁচে থাক্‌লে, তোমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনেক সময় অনেক সুযোগ পাবে।

কচ। এই দৈত্যপুরে সকলেই যখন আমার শত্রু,—সকলেই যখন আমার প্রাণনষ্ট কর্‌বার ষড়যন্ত্র ক'রচে, তখন

আপনিই বা কেন স্বজন-বিরহিত নিরাশ্রয় আমার প্রতি দয়া-পরতন্ত্র হ'য়ে, সকরুণ দৃষ্টিপাত ক'রচেন?

শর্ম্মিষ্ঠা। আমি যে কে, সে পরিচয় পরে পাবে! কেন যে আমি তোমার দুঃখে দুঃখিত,—তুমি আমার স্বজাতিগণের পরম শত্রু হ'লেও, কেন যে তোমার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে, তা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন। কচ! যদি আশা পাই—যদি হৃদয় খুলে দেখাবার হয়, তা হ'লে একদিন দেখ্‌বে—একদিন জান্‌তে পার্‌বে যে, তোমার গুরু-গৃহে বাস সার্থক হ'য়েচে—তোমার সাধনা প্রকারান্তরে সিদ্ধ হ'য়েচে।

কচ। (স্বগতঃ) একি! মনের মধ্যে যে বিষয়ের সন্দেহ ক'র্‌চি, সেই সন্দেহই যে ক্রমে প্রগাঢ় হয়!

শর্ম্মিষ্ঠা। কচ! বল—কথার উত্তর দাও। তুমি যদি আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ কর, তা হ'লে ভীষণ দৈত্য-ক্রোধানল হ'তে আমি তোমার জীবনরক্ষা ক'র্‌ব—তোমার গুপ্ত-মন্ত্র শিক্ষার ফল প্রকারান্তরে দেখিয়ে দেবো।

কচ। আপনার অসংলগ্ন বাক্য আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না!

শর্ম্মিষ্ঠা। তোমার গুরুকন্যা দেবযানী, তোমায় কিরূপ চক্ষে দর্শন করেন?

কচ। স্নেহময়ী ভগিনীর চক্ষে দর্শন করেন। তাঁর অকপট ভালবাসার মূল্য নাই।

শর্ম্মিষ্ঠা। (স্বগতঃ) একি! কার্য্যে—ব্যবহারে যা

দেখেছি, এখন যে কচের মুখে তার সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই শুন্‌চি। একত্র শয়ন—একত্র উপবেশন—একত্র ভ্রমণ—উপবনে একসঙ্গে ব'সে ফুলমালা গাঁথা! শুধু তাই নয়! দেবযানীর উরুদেশে মাথা রেখে, কচকে কত দিন নিদ্রা যেতে দেখেছি! সেগুলি কিরূপ প্রেম? আমিও দৈত্যরাজ-কুমারী শর্ম্মিষ্ঠা! (প্রকাশ্যে) কচ! দৈত্যপুরে প্রত্যেক লোকের মুখেই শুন্‌তে পাই, কিছুদিন পরে দেবযানীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে।

কচ। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! উপহাস-প্রসঙ্গেও ও পাপকথা মুখে আন্‌বেন না! দেবযানী আমার গুরু-কন্যা—মাতৃস্থানীয়া।

শর্ম্মিষ্ঠা। (স্বগতঃ) বুঝ্‌লাম, কচের ন্যায় উন্নতমনা জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ত্রিসংসারে দুর্ল্লভ! কচের মনোভাব দেবযানীর প্রতি অন্যরূপ হ'লেও, সেই মায়াবিনী দেবযানী কখনই কচের এই হৃদয়ের দৃঢ়তা রক্ষা ক'র্‌তে দেবে না। সেই রাক্ষসী এই অকলঙ্ক পূর্ণ-চাঁদকে নিশ্চয়ই গ্রাস ক'রে ব'স্‌বে। আমারও মনোভাব প্রকাশের এই উপযুক্ত সময়। (প্রকাশ্যে) কচ! তোমার স্বভাব অতি মধুর! তোমার অসাধারণ রূপ-গুণের বিষয় অবগত হ'য়ে, দৈত্যরাজ-কুমারী শর্ম্মিষ্ঠা তোমার প্রতি নিতান্তই সদয়া।

কচ। তিনি আমার গুরু-কন্যা দেবযানীর প্রিয়-সখী। রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা রূপে গুণে দৈত্যকুলের বরণীয়া।

শর্ম্মিষ্ঠা। কচ! তুমি যেরূপ মিষ্টভাষী ও গুণগ্রাহী,

তাতে কিছুতেই তোমাকে দৈত্যগণের শত্রু ব'ল্‌তে ইচ্ছা হয় না। দৈত্যগণ ভ্রমের বশবর্ত্তী হ'য়ে, তোমার বিনাশের চেষ্টা ক'র্‌চে। কচ! আমি আর আমার হৃদয়ের গাম্ভীর্য্য রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌চি না। আমার পিতার পায়ে ধ'রে কেঁদে, তোমার জীবন-ভিক্ষা প্রার্থনা ক'র্‌ব—দেব-বিদ্বেষ ভুলে যাব—এই বিশাল দৈত্য-রাজ্যের তোমাকেই একচ্ছত্র রাজা ক'র্‌ব।

কচ। (সবিস্ময়ে) কি—কি—কি ব'ল্লেন? আপনি তবে কে?

শর্ম্মিষ্ঠা। আমি! আমি বহু আশায় বুক বেঁধে, প্রেমের উপাস্য দেবতা তোমায় পূজা ক'র্‌ব ব'লে এসেচি! সেই মহা-পূজায় জীবন-দক্ষিণা প্রদান ক'র্‌তে এসেচি! কচ! মনোচোর! দেখ আমি কে! (পুরুষবেশ ত্যাগ করিয়া শর্ম্মিষ্ঠার বেশ ধারণ)

কচ। অ্যাঁ—অ্যাঁ! আপনি ছদ্মবেশে এখানে এসেচেন! ক্ষমা করুন—আমায় ক্ষমা করুন। আমি অধ্যয়নার্থী—চির-কৌমার-ব্রতধারী। আমার সাধনা-পথ ভ্রষ্ট কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌চেন কেন?

শর্ম্মিষ্ঠা। সাধনা—কিসের সাধনা কচ! আমি তোমার সকল সাধনাই পূর্ণ ক'র্‌ব। হৃদয়ে প্রেমের বাতি জ্বেলে, তোমার ভুবনভোলা রূপ দিবানিশি দেখ্‌বার বাসনা ক'রেচি। সে বাতি নিভাইও না—নিরাশার আঁধারে ডুবাইও না!

কচ। দৈত্য-কুমারি! দৈত্য-কুমারি! আজ পাগলিনীর মত কি ব'ল্‌চেন? আমি ঈশ্বর শপথ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রেচি

একমাত্র গুরুচরণ-সেবা ভিন্ন, সংসারে আর কোন সুখভোগেরই প্রার্থনা ক'র্‌ব না। ত্রিসংসারের একমাত্র বর্ত্তমান সম্রাট্ দৈত্যেশ্বর বৃষপর্ব্বার একমাত্র আদরিণী কন্যা হ'য়ে, এই দীনহীন ভিখারী ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রতি এরূপ অযথা আকাঙ্ক্ষা ক'র্‌চেন কেন ?

শর্ম্মিষ্ঠা। আমি আকাঙ্ক্ষা-আগুনে ঝাঁপ দিয়েচি। পুড়ে ছাই হ'লেও তোমায় ভুল্‌তে পার্‌ব না। তুমি কিসের জন্য এত ভয় পাচ্চ ?

কচ। (স্বগতঃ) গুরো ! গুরো ! আজ তোমার চরণমাত্র অভিলাষী শিষ্যের প্রতি এত কঠোর পরীক্ষা কেন ? গুরো ! গুরো ! আমি ভগবানকে জানি না। একমাত্র আপনাকেই প্রত্যক্ষ ভগবান্ জ্ঞান করি। দাও দেব ! চরণাশ্রিত শিষ্যের হৃদয়ে বিবেক-বল দাও। হে অজ্ঞান-তিমির হর গুরো ! চরণের বল দাও—দুর্দ্দান্ত মদন-কিরাতের হাতে আমায় রক্ষা কর !

শর্ম্মিষ্ঠা। কচ ! কথা শুনে মৌনাবলম্বন ক'র্‌লে যে ! একবার মাত্র আশাপ্রদ বাক্যে আমায় গৃহে যেতে দাও !

কচ। ভদ্রে ! ও পাপকথা দ্বিতীয় বার যেন আর আমার কর্ণে প্রবেশ না করে। কচ চিরকুমার—চিরব্রহ্মচারী হ'য়ে, জীবনযাপন ক'র্‌বে। এ নয়ন পর-স্ত্রীকে মাতৃভাবে দর্শন ক'র্‌বে। যতই চেষ্টা করুন, আপনার প্রতি মাতৃ-ভাব ভিন্ন পলকের জন্যও অন্য ভাব স্থান পাবে না।

শর্ম্মিষ্ঠা। কি—এত অহঙ্কার ! তুমি এত অপদার্থ ! তুমি

এরূপ হতভাগ্য জান্‌লে, সিংহকন্যা হ'য়ে শৃগালকে পতিত্বে বরণ কর্‌বার বাসনা করি কি ? কচ ! শুক্রাচার্য্যের মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্র-প্রভাবে—দেবযানীর অত্যধিক আদরে, তুমি কালসর্পের বিবরে অবস্থান ক'রে, ভুজঙ্গ-মাণিক অপহরণের চেষ্টা ক'র্‌চ ! আর তোমার কিছুতেই মঙ্গল নাই ! এতদিন তোমার দেহ দৈত্যগণের সুতীক্ষ্ণ তরবারিমুখে কোটী খণ্ডে বিভক্ত হ'ত ; কেবল আমারই কৌশলে এতদিন নিরাপদে বাস ক'র্‌ছিলে ! কাল-ভুজঙ্গিনী তার অমূল্য মাণিক স্ব-ইচ্ছায় তোমায় দিতে এসেছিল, তুমি তারে লাঠি মেরে তাড়ালে ! তুমি মনে ক'রেচ, আমায় ফাঁকি দিয়ে মায়াবিনী দেবযানীর কণ্ঠের হার হবে ! শুক্রাচার্য্য অথবা দেবযানীর আর কি সাধ্য যে, এবার তোমায় রক্ষা ক'র্‌তে পারে ! দেখি—দেখি তোমার কত অহঙ্কার !

[সক্রোধে প্রস্থান।

কচ। গুরো ! গুরো ! আজ কি হ'তে কি হ'ল ! আপ-নার শক্তি-সাধনার উপকরণ সংগ্রহ ক'র্‌তে এসে, দৈত্যকুমারীর ভীষণ প্রণয়-বিদ্বেষ-জনিত কোপানলে পতিত হ'লাম ! তোমার অভয়চরণ ভিন্ন আর আমার অন্য গতি নাই প্রভো !

নেপথ্যে। মার্—মার্—মার্ ! কাট্ কাট্ কাট্ ! পাপিষ্ঠকে খণ্ড খণ্ড কর্ !

কচ। ও কি ! দৈত্যগণ সত্য সত্যই মার্ মার্ শব্দে এই দিকে অগ্রসর হ'চ্চে নয় ! অন্তর্য্যামী মনোময় হরি হে ! এইবার এস দয়াময় ! দাসের অন্তর আলো ক'রে দাঁড়াও !

(গজেন্দ্র সিংহ ও কতিপয় দৈত্যসৈন্যের প্রবেশ)

গজেন্দ্র। সৈন্যগণ! ঐ অসম্ভব-প্রয়াসী ধূর্ত্ত কচকে তরবারিমুখে খণ্ড খণ্ড কর।

কচ। কেন—কেন মহাশয়! আমি কি অপরাধ ক'রেচি?

গজেন্দ্র। মাটি কেটে কালসর্প গৃহে প্রবেশ ক'রেচ!

কচ। আমায় সংহার কর্‌লেই কি, তোমাদের সেই কালসর্পের দংশন-ভয় নিবারণ হবে? যতক্ষণ না ধর্ম্মপথ আশ্রয় ক'র্‌বে, ততক্ষণ তোমরা তোমাদের এক শত্রুকে সংহার কর্‌লেও, নারায়ণ আবার তোমাদের জন্য শত শত্রু সৃষ্টি ক'রে প্রেরণ ক'র্‌বেন। তা হ'লে আমার প্রাণ নষ্ট ক'রে, তোমাদের কি ফল হবে ভাই? নিজে দুর্দ্দান্ত ষড়শত্রু-বেষ্টিত পুরে বাস ক'র্‌চ, সামান্য বাহ্যশত্রু বিনাশে এত আগ্রহ কেন?

গজেন্দ্র। ধূর্ত্ত! মায়াবি! দৈত্যগণের নিকট তোর মায়া খাট্‌বে না! এবার তোর দেবযানীকে ডাক্! শুক্রাচার্য্যের গুপ্ত-মন্ত্র শিক্ষা ক'রে স্বর্গে ফিরে যা! সৈন্যগণ! শীঘ্র দুরাত্মার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর।

সৈন্যগণ। (চতুর্দ্দিক হইতে অসি উত্তোলন করিয়া)
জন্মের মত তোর বাপ্ মাকে স্মরণ কর্।

কচ। থাম্ ভাই ক্ষণকাল, ডাকি তবে তাঁরে!
(স্বগতঃ) হরি হরি! রক্ষা কর দানব-সঙ্কটে!
শত দিকে শত তীক্ষ্ণ অসি—
ঝক্ মক্ জ্বলিতেছে মস্তক-ছেদনে!

শতদিকে শতরূপে শত অঙ্গ রক্ষা কর,
প্রাণময়! মিশে থাক অণু-পরমাণু সনে!
রক্তে—মাংসে—অস্থি-চর্ম্মে—
মিশে থাক রক্তকণিকায়—
কাটামুণ্ড যেন মম হরিগুণ গায়!
হরিনাম গেয়ে গেয়ে—
রক্তস্রোত যেন ব'য়ে যায়!
বিশ্ব আলো সেইরূপে—
দেহ-রাজ্য কর আলোময়!
দয়াময়! দয়াময়!
প্রাণ যায়—রাখ রাঙা পায়!
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[কচের সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সাগর

জলতরঙ্গ মধ্যে জলবালাগণ আসীনা

গীত

জলবালাগণ। এস লো এস লো সখি! ঢলিয়ে সোহাগে।
ধীর সমীরে দুলে, খেলি সাগর-কূলে,
মৃদু-লহরে নেচে প্রেম-রাগে॥

গায়ে মেখে চাঁদের কিরণ, প্রেম-রঙ্গে তরঙ্গ নর্ত্তন,
তারাফুলদল, ছাড়ি গগনতল,
দেখ লো উজলি সখি! সলিলে জাগে॥
তীরে ফুটি মর্ত্ত্যের কুসুম, পরিমল ছড়ায় পবন,
হেরি তারাদলে, খেলিতে সলিলে,
হাসে ঢ'লে ফুলে ফুলে, সৌরভ রাগে॥

(জলমধ্যে অদৃশ্য হওন)

(মৃত-কচের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া শববাহক ও
শববাহিকার প্রবেশ)

গীত

স্ত্রী। পোড়ারমুখো ডেক্‌রা তোরে যম গেছে কি ভুলে?
পুং। একটু আয় না রে ঠ্যাং তুলে।
স্ত্রী। দাঁড়া রে আঁটকুড়ির বেটা, সঙ্গে হেঁটে আঁট্‌বে কেটা,
তোর মুখে মারি মুড়ো ঝাঁটা;—
পুং। তোর ঝাঁটা লো রসান আমার,
এই দেখ্ মোটা হ'চ্চি ফুলে।
স্ত্রী। বা রে রসিক নাগর আমার রসের কূপো,
তোরে বল্‌বো এবার আমি ছোট-ঠাকুর-পো!
পুং। আমার সাত-পুরুষের বাবা রে তুই,
আমি প্রসাদ পাই তুই খেলে।
স্ত্রী। জানি রে তোর দমবাজী, তোর হাতে টাকা হ'লে,
ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস্ খাবি রে আমায় পায়ে ঠেলে।
পুং। মাইরি মাইরি তোর মাথা খাই,
তোরে যাই যদি রে ভুলে॥

স্ত্রী। এখন আয় পোড়ারমুখো! এই কাটা মড়াটা সাগরের জলে ফেলে দিই—স্নান ক'রে ঘরে যাই।

পুং। চল্—চল্—কাজ সেরে রাজার কাছে গিয়ে বক্‌সিস্ মারি। ঘরে যাব—সোণা কিন্‌ব—তোর নত আর নোলক গড়াব—পরাবো তবে ছাড়্‌ব! (কচের কাটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সাগর-জলে নিক্ষেপ)

(পুনর্ব্বার জলবালাগণের আবির্ভাব)

জলবালাগণ। (কচের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ধরিয়া লইতে লইতে গীত)

ধর সখি ধর! গুণধর কচে ধর।
ফুলের সঙ্গে ছিন্ন অঙ্গ—
ফুল হাতে সবে লুফে ধর।
খণ্ডন করিতে দেবের দুর্গতি,
শত রাহুমুখে শশধর,
আমরি আমরি প্রাণ কাঁদে হেরি,
রুধির-রঞ্জিত কলেবর॥
আয় লো সবাই মিলে ল'য়ে যাই,
চল জল-দল-পতির পদে জানাই,
হিয়া বিদরে লো—নেহারি লো!
সখি ঝরে জল! আঁখি ছল ছল—
বহে দর দর॥

(জলবালাগণের অদৃশ্য হওন)

পুং। ওরে মাগি! চেয়ে দেখ্—চেয়ে দেখ্! সাগরের জলের মধ্যে কি রগড়ই হ'য়ে গেল! জল থেকে পরীর, মর্ত

এক একটা মেয়েমানুষ উঠ্‌চে আর ডুব্‌চে! আমরা যে মড়ার মাংসগুলো ফেলে দিলুম, তারা যেন সে গুলো হাতে হাতে ধ'রে নিচ্চে!

স্ত্রী। ওরে আধপোড়া মিন্সে! গতিক ভাল নয়, পালিয়ে চল্! ভূত—ভূত—পেত্নী!

[সভয়ে প্রস্থান।

পুং। তুই যে পেত্নী শাঁখচুন্নি আমার ঘাড়ে চেপে ব'সেচিস্, তাতে ওরা আর কর্‌বে কি!

[প্রস্থান।

(উন্মাদিনী দেবযানীর গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

দেবযানী। আমি উন্মাদিনী জীবন-সঙ্গিনী—
কোথা নাথ প্রণয়-দেবতা;
(আমার) বুকে আগুণ জ্বেলে, হে শঠ চ'লে গেলে,
এস হে দিও না ব্যথা॥
নয়ন-রঞ্জন, হৃদি-সর্ব্বস্ব-ধন,
তব অদর্শন, শিরে বাজ-পতন;
কত সবে জ্বালা, সরলা বালিকা,
ভাসি নয়ন-জলে, প্রলয় পলকে,
সভয়ে কাঁপিছে প্রাণ থেকে থেকে;
অবলা কাঁদায়ে আছ হে কোথা।

ওকি! সহসা কি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় ছায়ামূর্ত্তি দেখ্‌তে পেল্যাম্! কি যেন কি মনে হ'চ্চে! ভয়ে বুক ফেটে যাচ্চে!

আমার জীবন-সর্ব্বস্ব কচেরই যেন সেই ভুবন-ভোলা রূপ! এতদিন যে ভীষণ সন্দেহ ক'রে আসৃচি, আজ কি সত্য সত্যই ভাগ্যে সেই সর্ব্বনাশ সংঘটন হ'ল! সত্য সত্যই কি আমার কপাল ভেঙ্গেচে! কি—কি?' শূন্য হ'তে আবার যেন সেই করুণ-বিলাপ-ধ্বনি নয়! (শূন্যে করুণবাদ্য; চমকিতভাবে শ্রবণ ও ক্ষণ পরে) প্রাণ শিহরে উঠ্‌ল! তবে কি সত্য সত্যই দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যগণ, আমার সর্ব্বনাশ ক'রেচে! হা কচ! হা জীবন-সর্ব্বস্ব! সত্য সত্যই অভাগিনী দেবযানীকে ভুলে চ'লে গেলে? যাও—যাও প্রাণেশ্বর! পাপ দৈত্যপুরী— হিংসা-দ্বেষ-পূর্ণ অসার ধরা পরিত্যাগ ক'রে, অনন্ত শান্তি-নিকেতনে যাও! আমিও তোমার পদ-সেবিকা দাসী হ'য়ে সঙ্গে যাচ্চি। নিষ্ঠুর পিতা! তোমারও মনে এই ছিল! ভক্ত দৈত্যগণের কুহকে ভুলে, নির্দ্দোষ সরলমনা কচকে ভীষণ রজনীতে শ্মশানে পাঠালে! দৈত্য-হস্তে তারে সংহার করালে! যে প্রাণাধিক কচকে, তোমার প্রিয়তমা কন্যা দেবযানী অম্লানবদনে জীবন দান ক'রেচে, যার জন্য সে ম'র্‌তেও ভয় পায় না, সেই কচ তোমার পর হ'ল! দৈত্যদের পরামর্শে তারে বিনাশ ক'রতে, তোমার পাষাণ-প্রাণ বিদীর্ণ হ'ল না! শুধু কচকে সংহার করা নয়, আজ প্রকারান্তরে তোমার বড় আদরের মেয়ে দেবযানীকেও সংহার কর্‌লে! তোমার মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্র নিয়ে—তোমার ভক্ত দৈত্যগণকে নিয়ে, সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। দেবযানীও আজ তোমার চরণে উদ্দেশে

বিদায় নিলে। কচ! দেবযানীর উপাস্য-দেবতা কচ! তুমি প্রেতমূর্ত্তিতে আমার নিকট যাতনা জানাচ্চ, তোমার আর কোন ভয় নাই! আমিই সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে থাক্‌ব—আমিই তোমার চোখের জল মুছিয়ে দেবো!

(পুনর্ব্বার শূন্যে সকরুণ বাদ্য)

ঐ ঐ কচ মম সাগরের জলে—
প্রেতরূপে ফেলে অশ্রু-জল!
ঐ গায় বিষাদের গান!
সেই ফুল-সাজি হাতে—
সরলতামাখা মুখে সেই মধু হাসি,
সেই ভাবে ভুলায় আমায়!
যাই—যাই—সেই পদে জীবন লোটাই—
সেই পদে যাতনা জুড়াই!
কচ! কচ! দাঁড়াও ক্ষণেক আর,
পাপ-প্রাণ ত্যাগ করি সাগরের জলে—
মুছাইব তব অশ্রুজল!
একসনে মিশে গাব বিষাদের গান!
এই যাই—এই যাই—হ'য়েছি প্রস্তুত!
হা কচ! কোথা তুমি?

(উন্মাদিনীর ন্যায় সাগর-জলে পতন)

(উন্মাদের ন্যায় শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য। (স্বগতঃ) কোথা গেল দেবযানী পাগলিনী হ'য়ে?

কচ-প্রেমে উন্মাদিনী সরলা-বালিকা—
হাহাকারে কোথা গেল ধেয়ে !
এ সংসার তুচ্ছ-জ্ঞান ক'রে—
প্রাণাধিক ভ্রাতা-সম কচের বিরহে—
ধন্য দয়া দেখালে বালিকা !
দুষ্ট দৈত্যগণ আজ নির্দ্দোষ কচেরে—
মম চক্ষে ধূলি দিয়ে ক'রেচে সংহার !
আমিও প'ড়েছি আজ উভয় সঙ্কটে,
এক দিকে কচ আর কন্যা দেবযানী.
অন্যদিকে এ বিশাল দানব-সমাজ !
কার হিত ক'রে আজ কার মন রাখি ?
(সহসা সাগরের জল দেখিয়া)
ওকি—ওকি—কার অই ফুলসম সুকোমল দেহ,
এলোকেশে ভাসে সিন্ধুজলে !
ফুল-অলঙ্কার পরা ফুলদেবী যেন,
বিষাদে তরঙ্গসনে অচেতনে ভাসে !
দেখি দেখি—ভাল ক'রে দেখি—
আতঙ্কে কাঁপে যে প্রাণ !
(নিকটবর্ত্তী হইয়া)
হায় হায় ! একি সর্ব্বনাশ !
আমারই যে আনন্দ-প্রতিমা—
আমারই সে দয়াময়ী দেবযানী—

সংজ্ঞা-হীনা সাগরের জলে !
মা ! মা ! দেবযানি ! দেবযানি !
উঠ মাগো ! করুণার খনি।
পর-উপকারে আজ নিজ প্রাণ দিয়ে,
দেখালে জগতে ধন্য প্রেমের মহিমা !
মা ! মা ! চেয়ে দেখ্ একবার—
ডাকে তোর হতভাগ্য পিতা !
ভয় কি মা ! মন্ত্রবলে আমি যে গো শমন-বিজয়ী।
হাসিমুখে কথা ক মা ! এনে দিব তোর প্রিয় কচে।
(সাগরজল হইতে তুলিয়া)
হায় হায়! কচ-শোকে মা আমার বাহ্য-জ্ঞান-হারা !
দেখি দেখি ক্ষণেক শুশ্রূষা করি। (শুশ্রূষাকরণ)

দেবযানী। (সচেতন হইয়া) কে তুমি ? নিষ্ঠুর পিতা !
কেন এলে অভাগীরে বাঁচাইতে আর ?
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে—
মুখে দাও সুশীতল জল !
তীক্ষ্ণশূলে বুক বিঁধে দিয়ে,
কিবা ফল কাটা ক্ষতে ঔষধ-প্রয়োগ !
দৈত্যপুরে ফিরে যাও—
সুখী হও দৈত্যগণে ল'য়ে।
দেবযানী বিশ্বরাজ্য ভুলে—
জীবনের ভালবাসা দিয়েচে কচেরে।

কচ যথা আমি সেথা, দোঁহে একপ্রাণ,
কচ বিনা না রাখিব দগ্ধ অর্দ্ধ-প্রাণ!

শুক্রাচার্য্য। ক্ষান্ত হ মা পাগলিনী মেয়ে!
কোন দোষে নহি দোষী আমি।
বাক্য-বাণে আর জ্বালা দিস্ না আমারে!
তুই মা আনন্দময়ী দয়াময়ী তারা—
দেবকুলে উদ্ধারিতে এলি মম ঘরে!
মা! মা! ইচ্ছাময়ী তোর ইচ্ছাবশে—
এ সন্তান শুক্র তোর চলিবে নিয়ত।
দুর্ব্বৃত্ত দানবগণ মম অগোচরে—
নির্দ্দয় পাষণ্ড সম ক'রেছে নিধন।
(স্বগতঃ) ধিক্ ধিক্ বৃষপর্ব্বা ফেরু কাপুরুষ!
সরল সুশীল কচে করিলি সংহার!
দৈত্যকুলে কালি দিলি মূঢ়!
লোক হাসাইলি—কাপুরুষ হ'লি!
যে শুক্রের অলৌকিক মন্ত্র-শক্তিবলে,
ম'রে পুনঃ প্রাণ পেলে রণে দৈত্যগণ—
সেই শুক্র কচে করিতে নিধন—
হ'ল না কি তোর হৃদে ভয়ের সঞ্চার!
এই কি রে গুরুভক্তি তোর!

দেবযানী। অবাক্ নিস্পন্দ হ'য়ে কি ভাবিছ আর?
কচ বিনা দেবযানী না রাখিবে প্রাণ।

আদরিণী মেয়ে ভেবে—
বড় স্নেহ দেখাও আমারে,
আজ তার পরীক্ষার দিন!
হয় ত্বরা এনে দাও কচে—
তা না হ'লে তনয়ার মৃত্যু দেখ আজ।
প্রেত-রাজ্যে কচ-সঙ্গে রব—
তব নিন্দা সেখানে ঘোষিব,
বলিব স্ব-কন্যাঘাতী প্রিয়শিষ্যঘাতী—
পক্ষপাতী দৈত্য-গুরু নিষ্ঠুর পাষাণ।

শুক্রাচার্য্য। আর নয়—আর নয়!
প্রতি বাক্য মর্ম্মভেদ করে—
ক্ষান্ত হ মা দেবযানি! পূরাব বাসনা—
আজ হ'তে দানবের না দেখি মঙ্গল।

দেবযানী। বালিকারে কথায় ভুলায়ে,
বাঁচাতে নারিবে কভু পিতা!
কন্যাঘাতী হ'তে যদি না থাকে বাসনা,
ত্বরায় বাঁচাও মম প্রিয়তম কচে।
চতুর্দ্দিক অন্ধকার হেরি—
ধৈরয ধরিতে নারি কচের বিরহে।
যতক্ষণ না হেরিব সে চাঁদবদন—
ততক্ষণ না চাহিব পাপ ধরাপানে!
অচেতনে হেরিব কচের রূপ,

অই অই কচ মম সাগরের জলে—
হা কচ! হা প্রাণাধিক! (পতন ও মূর্চ্ছা)

শুক্রাচার্য্য। (স্বগতঃ) পাপাচারী দৈত্যকুল, ব্যথা দিলি প্রাণে!
হায় হায়! ঘন ঘন মূর্চ্ছা যায় সরলা বালিকা!
আনন্দ-প্রতিমাখানি কাদায় লোটায়—
প্রাণ ফেটে যায়—আর না সহিতে পারি।
আমার প্রতিজ্ঞা আমি ক'রেছি পূরণ,
দেবগণে রীতিমত ক'রেছি শাসন।
এখন দানবগণ সেই অহঙ্কারে—
নিজপদে করিয়াছে কুঠার-আঘাত!
দৈত্যবংশ ধ্বংস হ'ক্ নাহি ক্ষতি তায়—
স্বর্ণ-প্রতিমায় বিসর্জ্জন দেবো কি সাগরে?
ভৈরবীরূপিণী কন্যা দেবযানী মম,
দানব-ঘাতিনী মাতা চণ্ডিকার বেশে—
বুঝিলাম এলো মর্ত্ত্যধামে।
(প্রকাশ্যে) মা! মা! বুঝেছি মা! চিনেছি মা তোরে!
মহাশক্তি মহামায়া দেবযানীরূপে—
দেবগণে হ'লি মা সদয়া!
কোথা কচ! কোথা কচ! হৃদয়-রতন!
কোন্ লোকে আছ তুমি দাও দরশন।
স্নেহময়ী ভগ্নী তব, তোমার বিরহে—
ঘন ঘন মূর্চ্ছা যায় এস হে ত্বরায়!

চতুর্দ্দশ এ ভুবনে যেরূপে যেখানে—
স্থূল অংশে কিম্বা সূক্ষ্ম পরমাণুসনে—
তব দেহ মন্ত্রবলে একত্র মিশিয়ে—
পূর্ব্বমূর্ত্তি করুক্ ধারণ !
সাগরবাসিনী ওগো জলবালাগণ !
এনে দাও সে কচের প্রাণ-শূন্য দেহ।

(গীত গাহিতে গাহিতে কচের মৃতদেহ লইয়া সহসা জলবালাগণের উত্থান)

গীত

জলবালাগণ। সবাই মিলে বাঁচাই কচে এস সখি !
দেখ দেখ দেবযানী অই—
পরের তরে প্রাণ দিয়েছে—
প্রেম ক'রে সুখ কই ?
মরি কিবা ভালবাসা,
হৃদ্-পিঞ্জরে পাখী পোষা —
পোষ মানে না সই !
তবু তায় ক'র্ব যতন—
সঁপিয়ে জীবন—
প্রাণের আগুন চেপে রাখি ॥

শুক্রাচার্য্য। অচেতন কচ-দেহে—
হও ত্বরা জীবাত্মা সংযোগ।
স্বচৈতন্য লাভ কর প্রাণাধিক কচ !

আবার পার্থিব-জ্ঞান লভি—
বাঁচাও বাঁচাও ত্বরা সরলা বালারে !

কচ। (চৈতন্যলাভে সচকিতে)
মায়া-নিদ্রাবশে আমি,
এতক্ষণ কোথায় ছিলাম !
ক্রমে ক্রমে মনে হয় যেন,
জীবনের কি যেন কি হারাইয়া গেছি !
বিশ্বব্যাপী শ্রীহরির জগন্ময়রূপে—
এতক্ষণ ছিলাম মিশিয়ে যেন !
হরিজ্ঞান হরিধ্যান হরিময় প্রাণে—
মরি মরি ! কি সুখ-শান্তিতে মগ্ন ছিনু !
হরি ! হরি !
কোথা গেলে পুনর্ব্বার আঁধারে ডুবায়ে ?

শুক্রাচার্য্য। চমকিত কেন হও কচ !
জন্মমৃত্যু এইরূপ স্বপনের খেলা !
কিছু নয় মনের বিভ্রমে—
ঘুরে মরে মায়ান্ধ মানব !
মনে কর পূর্ব্বের কাহিনী—
স্নেহময়ী দেবযানী ভগিনী তোমার !

কচ। (সবিস্ময়ে) পিতঃ ! পিতঃ ! হরিরূপী গুরুদেব !
এইবার চিনেছি তোমায়—
এইবার হ'য়েছে স্মরণ !

বল বল দয়াময় গুরো !
কোথা আমি ? কি ভাবে ছিলাম ?
স্নেহময়ী দয়াময়ী সরলতাময়ী—
কোথা মম ভগ্নী দেবযানী ?
প্রাণ কাঁদে অদর্শনে তাঁর,
কোথা সেই সারল্যের জ্বলন্ত-প্রতিমা ?

শুক্রাচার্য্য। স্থির হও ক্ষণকাল !
সহসা সে ভয়ঙ্কর কথা শুনে—
ব্যথা কেন পাবে তব কোমল-জীবনে ?
স্থির হ'য়ে ক্রমে ক্রমে—
মনে কর পূর্ব্বের ঘটনা।
ঘোর অমা-নিশীথিনী হেরি—
তোমার মনের তেজ পরীক্ষার তরে,
পাঠালাম ভীষণ-শ্মশানে।
মনে হয় ? মনে হয় সে কথা কি কচ ?

কচ। (শিহরিয়া) অ্যাঁ ! অ্যাঁ ! কোথা আমি ?
কোথা সেই দৈত্যগণ ভীষণ-মূরতি ?
শত তরবারি শতদিকে উত্তোলন করি,
খণ্ড খণ্ড করিল শরীর !
কোথা দেহ ? কোথা আমি ?
কই গুরো ! কোথা দেবযানী ?

শুক্রাচার্য্য। ভয় নাই ! পাইয়াছ পূর্ব্বদেহ তুমি।

নিষ্ঠুর পাপিষ্ঠ দৈত্যগণ—
কেটেছিল তোমা ধনে খণ্ড খণ্ড করি,
ফেলেছিল সাগরের জলে।
তোমার মোহন রূপ
মিশেছিল এতক্ষণ অনন্ত জ্যোতিঃতে।
ঐ দেখ প্রাণাধিক! তোমার বিরহে—
সংজ্ঞাহীনা সরলা সুশীলা দেবযানী।
মৃতাপ্রায় প'ড়ে আছে সেই স্বর্ণলতা,
হা কচ! হা কচ! বলি কাঁদি হাহাকারে।

কচ। হায় হায়! এই কি সে সরলতাময়ী—
স্বরগের ছবিখানি প'ড়ে অচেতনে।
হায় হায়! সর্ব্বনাশ হ'ল!
সোণার কমল ভাসে সাগরের জলে!
গুরো! গুরো! ফেটে যায় বুক—
আর না দেখিতে পারি, রক্ষ অবলারে।
তা না হ'লে ঝাঁপ দিব সাগরের জলে—
পাপপ্রাণ এখনই ত্যজিব।

শুক্রাচার্য্য। স্থির হও—হ'য়ো না কাতর!
সঞ্জীবনী-মন্ত্রসিদ্ধ শুক্রাচার্য্য আমি,
কার সাধ্য তোমাদের দেহ স্পর্শ করে!

কচ। আহা মরি! সরলার কোমল-হৃদয়ে—
নিদারুণ ক'রেছি আঘাত!

ভগ্নী দেবযানি! ধন্য তুমি কচ-হিতৈষিণী!
স্নেহময়ী ভগিনীর রূপে—
ধন্য প্রেম দেখালে জগতে!
বালিকার সঙ্কীর্ণ-হৃদয়ে—
স্বার্থশূন্য ভালবাসা—এত দয়া মায়া,
বিশ্বব্যাপী এত প্রেম অপূর্ব্বদর্শন!
অকৃতজ্ঞ আমি দুরাচার,
কিরূপে শুধিব মহা-ঋণ?
এ ঋণের ভার নিয়ে শিরে—
চির-ঋণী আমি এ জগতে!

শুক্রাচার্য্য। ধন্য প্রেম শিখেছ দুজনে!

কচ। পিতঃ! পিতঃ! ধরি পায় কি হবে উপায়?
বালিকায় বাঁচাও ত্বরায়।
এ ভীষণ শোক-দৃশ্য না পারি সহিতে!

শুক্রাচার্য্য। ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধরি, ধর সাবধানে—
ল'য়ে চল এই ভাবে আমার আশ্রমে।
ক্রমে ক্রমে বলিব সকল কথা,
চল বৎস! ধীরে ধীরে।

কচ। উঠ উঠ বিশ্ব-উন্মাদিনি!
দেবযানী দেবী-স্বরূপিণি!
ভগিনি! ভগিনি! দাদা তোর অভাজন কচ,
সকাতরে ডাকে গো তোমারে।

চক্ষু মিলে চাও—
দাদা ব'লে কর্ণমূলে সুধা ঢেলে দাও।
আশ্রমে নির্জ্জনে ব'সে,
ফুলমালা গাঁথিব দুজনে—
পূজা দেবো বাবার চরণে।
ভাই বোনে দুটী ফুল হ'য়ে,
পিতৃভক্তি-সৌরভ ছড়াব।
দেবযানি! দেবযানি!
উঠ উঠ ভগিনী আমার!

(মূর্চ্ছিতা দেবযানীকে উত্তোলন)

শুক্রাচার্য্য। চল—চল—সাবধানে ল'য়ে চল!

[মূর্চ্ছিতা দেবযানীকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দৈত্যপুরী—নিভৃত কক্ষ

(বৃষপর্ব্বা ও মন্ত্রী আসীন)

বৃষপর্ব্বা। কি আর বুঝাবে মন্ত্রি!
দানবের না দেখি মঙ্গল আর।
কালসর্প মাটী কাটি আনিলাম গৃহে!
কখন যে করিবে দংশন—
অনুক্ষণ সেই ভয় মনে!

শত তীক্ষ্ণ তরবারি ঝুলিছে শিয়রে,
কখন যে পড়িবে মস্তকে—
সেই ভয়ে আকুলিত সদা !

মন্ত্রী। দৈত্যেশ্বর! দিবারাত্রি চিন্তা ক'রে, আর শরীর শীর্ণ ক'র্‌বেন না। বীরত্বে—গৌরবে—ধনে—মানে আপনিই এখন ত্রিলোকপূজ্য। আপনার কিসের অভাব? দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সকলেই এখন আপনার অসীম দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে পদানত। বৃহস্পতি-নন্দন ক্ষীণ-প্রাণ কচের জন্য, আপনি এত শঙ্কিত, এত ভীত !

বৃষপর্ব্বা। ভ্রমে তুমি প'ড়েছ সচিব !
সে কচ সামান্য নয় পরম মায়াবী।
উৎকণ্ঠায় দিবানিশি শান্তিহারা আমি !
ছলে বলে দৈত্যগণ সে মায়াবী কচে,
দুইবার বিনাশিল খণ্ড খণ্ড করি—
কিবা তার পরিণাম ফল ?
স্বচক্ষে দেখেছি আমি অদ্ভুত ঘটনা !
কচের দেহের মাংস শৃগাল-কুক্কুরে—
খাওয়ালাম নিজে ক্রোধভরে।
আরবার মাংস অস্থি সাগরের জলে—
ফেলাইনু নানাস্থানে শতখণ্ড করি !
গুরুকন্যা দেবযানী সে কালসাপিনী—
পিতার সঞ্জীব-মন্ত্রে বাঁচালে দু'বার !

দেখে শুনে স্তম্ভিত বিস্মিত সদা আমি,
নাহি দেখি দৈত্যের মঙ্গল।
কি বুঝাবে তোমরা আমায়,
দানবের না দেখি নিস্তার!

মন্ত্রী। যত বিপদের মূল সেই সর্ব্বনাশিনী দেবযানী। বাপের আদুরে মেয়ে, অহঙ্কারে মাটীতে পা ফেলেন না। আমাদের গুরুদেবও সেই মেয়েটার কথায় মরেন বাঁচেন। সাধে কি বুদ্ধিমতী রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা, সেই কালনাগিনী দেবযানীর উপর এত বিরক্ত! দেবযানী আর কচের মধ্যে ভিতর ভিতর একটা গুপ্ত-প্রণয়ের কাণ্ড চ'ল্‌চে, তাতেই আমাদের এই সর্ব্বনাশ!

বৃষপর্ব্বা। তাই যদি হয়, তা হ'লে সেই বিসদৃশ ঘটনা দেখেও গুরুদেব কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকেন? মন্ত্রি! অধিক আর ব'ল্‌ব কি, সেই কালামুখী কালসাপিনীর কথা মনে হ'লে, আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্ব'ল্‌তে থাকে। ইচ্ছা হয়, স্বহস্তে সেই পাপিষ্ঠা দেবযানীকে খণ্ড খণ্ড ক'রে, সকল সন্দেহের হাত এড়াই।

মন্ত্রী। দৈত্যনাথ! দেবযানীকে সংহার ক'র্‌লে, শুক্রাচার্য্যের ক্রোধানল হ'তে কিরূপে দৈত্যগণকে রক্ষা ক'র্‌বেন? জগতে আপনার বালিকা-হত্যা-কলঙ্কই প্রচারিত হবে মাত্র। দেবযানী ম'রেও আবার বাঁচ্‌বে, তাতে দানব-বংশই সমূলে ধ্বংস হবে।

বৃষপর্ব্বা। সেই দেবযানী ত এখন দৈত্যবংশ ধ্বংস ক'র্‌তেই ব'সেচে! আমি এখন বেশ বুঝেছি যে, সেই কুটিল শুক্রাচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ ক'রেই, আমার নিজের সর্ব্বনাশ সাধন ক'রেচি। তার মন্ত্রণাশক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে, আমাদের জাতীয়-পুরুষকার—জাতীয়-তেজ হারিয়েচি। সুচতুরা প্রাণাধিকা শর্ম্মিষ্ঠা, যুদ্ধের পূর্ব্বে আমায় সৎযুক্তিই দিয়েছিল। আমি তারে বুদ্ধিহীনা বালিকা জ্ঞান ক'রে, তখন সে কথার গভীরতা বুঝ্‌তে পারি নি। তখন যদি আমি শর্ম্মিষ্ঠার কথা শুনে কার্য্য ক'র্‌তাম্, তাহ'লে সামান্য ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ, আজ দৈত্যগণের মস্তকে সাহঙ্কারে পদাঘাত ক'র্‌ত না। সেই দুর্ব্বৃত্ত শুক্র,—পাপিনী দেবযানী আর কচের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, আজ আশ্রয়দাতা আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌ত না। আজ আমি উভয় সঙ্কটে পতিত হ'য়ে, প্রাণের আগুন প্রাণের মধ্যেই চেপে রেখেচি। এক একবার ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে ইচ্ছা হয় যে, সেই দুরাশয় শুক্র—সেই সর্ব্বনাশিনী দেবযানী আর সেই মায়াবী বালক কচকে স্বহস্তে একসঙ্গে সংহার ক'রে, দৈত্যকুলের ভীষণ কণ্টক উৎপাটন করি! কিন্তু হায়! প্রাণাধিকা' শর্ম্মিষ্ঠার কথা না শুনেই, আজ আমি হস্তপদবদ্ধ নিশ্চেষ্ট কাপুরুষ! হা ধিক্ আমার রাজ-বুদ্ধি!

(১৪ নং গীত)

(শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ)

শর্ম্মিষ্ঠা। (প্রবেশ করিতে করিতে স্বগতঃ) প্রতিহিংসা!

প্রতিহিংসা! আজও ত সেই কপট কচকে, শর্ম্মিষ্ঠা-প্রত্যাখ্যানের উপযুক্ত প্রতিফল দিতে পারলাম না! আজও ত সেই গরবিণী দেবযানীর প্রেম-তরুকে কৌশল-কুঠারে ছেদন ক'রে গাত্রজ্বালা নিবারণ ক'র্‌তে পার্‌লাম না! দেবযানি! দেবযানি! তুই দুইবার কচের জীবনরক্ষা ক'র্‌লি! তুই আমারই চোখের সাম্‌নে—কচের গলায় বরমাল্য দিয়ে প্রেমের সাগরে ভাস্‌বি! কখনই নয়—কখনই নয়! আজ আমি দেবর্ষি নারদের মুখে যে কৌশলপূর্ণ উপদেশ শুনেচি, তাতেই দাম্ভিকা দেবযানীর দর্পচূর্ণ, দানবসমাজের দুশ্চিন্তা নিবারণ ক'র্‌ব। (প্রকাশ্যে) বাবা! বাবা! সামান্য কচের ভয়ে আপনি সর্ব্বদাই এরূপ বিষণ্ণভাবে থাকেন কেন?

বৃষপর্ব্বা। মা! মা! শর্ম্মিষ্ঠা! তোর যুক্তিপূর্ণ উপদেশ না শুনেই, আমি দৈত্যসমাজের সর্ব্বনাশসাধন ক'রেচি! কপট ব্রাহ্মণের পদে জীবনের শুভাশুভ নির্ভর ক'রে, জ্ঞান—বুদ্ধি—বল হারিয়েচি!

শর্ম্মিষ্ঠা। বাবা! অতীত ঘটনা স্মরণ ক'রে, ক্রোধে শোকে এত অভিভূত হবেন না। আবার নব-উৎসাহে—নূতন কৌশল উদ্ভাবনে আমাদের প্রবল শত্রু সংহারের চেষ্টা করুন। সেই কুটিল শুক্রাচার্য্যের প্রতি মৌখিক ভক্তি দেখিয়ে, ধীরভাবে স্বকার্য্য সাধনের চেষ্টা করুন। কচ আর দেবযানীর একত্রবাস পৃথক্ ক'র্‌তে না পার্‌লে, আর আমাদের কিছুতেই নিস্তার নাই। আমি আমার সামান্য বালিকা-বুদ্ধিতে, ঘোরতর শত্রু

কচকে ধ্বংস কর্‌বার যে যুক্তি স্থির ক'রেচি, সেই যুক্তি যদি, আপনার সঙ্গত আর এই সময়ের উপযোগী বোধ হয়, তাহ'লে সেই কার্য্যে শীঘ্রই গোপনভাবে ব্রতী হউন।

বৃষপর্ব্বা। মা! মা! তোর মূল্যবান্ যুক্তির গৌরব আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেচি। তুই আমার জ্ঞানদায়িনী মা হ'য়ে যে উপদেশ দিবি, তাই সমাদরে গ্রহণ ক'র্‌ব। বিশাল দৈত্য-সমাজ সমূলে ধ্বংস হয়, তাও মঙ্গল; কিন্তু সেই দুষ্ট ধূর্ত্ত শুক্র আর গর্ব্বিতা দেবযানীর এতদূর স্বাধীনতা—আমার জীবনের উপর তাদের এত সাহঙ্কার-প্রভুত্ব নিতান্তই অসহ্য!

শর্ম্মিষ্ঠা। বাবা! দাসীর পূর্ব্বকথার গৌরব আপনি যে বুঝেচেন, তাতেই আমি পরম সৌভাগ্যবতী। আমি দেবযানীর মুখে শুনে এলাম যে, কল্য অমাবস্যার গভীর নিশায়, গুরুদেব শুক্রাচার্য্য মহাশ্মশানে ব'সে সুরাপানে বিভোর হ'য়ে, মহাশক্তি চামুণ্ডা-মাতার সাধনা ক'র্‌বেন। সেই সময় আমাদেরও উত্তম সুযোগ। সেই ধূর্ত্ত দুরাশয় কচকে ঐ সময় সংহার ক'রে, অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত করুন। কচের সেই ভস্ম-রাশিকে সুরার সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে, আত্ম-ভোলা শুক্রাচার্য্যকে তারা-সাধনার সময় পান ক'র্‌তে দিন্। শুক্রাচার্য্যের উদরে কচের সেই ভস্মরাশি সুরার সঙ্গে জীর্ণ হ'লেই, সকল বাসনা পূর্ণ হবে। শুক্রাচার্য্য মন্ত্রবলে যদিও কচকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, তা হ'লে শুক্রাচার্য্যের উদরমধ্যেই জীবিত হ'য়ে অবস্থান ক'র্‌বে। নিজের জীবন নষ্ট না ক'র্‌লে, কচকে কিছুতেই

বাঁচাতে পারবে না। হয় কচ—না হয় শুক্রাচার্য্য, এক জনের মৃত্যু অনিবার্য্য। ঐ দুজনের মধ্যে একজন ম'লেই, দেবযানীকে নষ্ট করা সহজ!

বৃষপর্ব্বা। মা! মা! তুই দানবকুলের বরণীয়া। তোর উপদেশের মূল্য নাই।

শর্ম্মিষ্ঠা। বাবা! এখন প্রশংসাবাদের সময় নয়। এই সম্বন্ধে আরও অনেক গোপন-যুক্তি আছে। আর ক্ষণবিলম্ব না ক'রে, দৈত্য-কাননের বিষময় বৃক্ষ সমূলে ধ্বংস করুন। চলুন পিতঃ! দেখি দানব-সমাজের বাহুবল—বুদ্ধিবল, তুচ্ছ ব্রাহ্মণের অধীনতাপাশ হ'তে মুক্ত হ'তে পারে কি না!

[চঞ্চলভাবে প্রস্থান।

বৃষপর্ব্বা। মা! মা! তুই-ই আমার আঁধারে আলোক-দায়িনী জ্ঞানময়ীশক্তি! তোর যুক্তিই এখন আমার একমাত্র ভরসা!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

শুক্রাচার্য্যের আশ্রম-সন্নিহিত পথ

(সুরাপাত্র-হস্তে জনৈক দৈত্যের প্রবেশ)

দৈত্য। (প্রবেশ করিতে করিতে) হা হা হা! এবার তুমি কোথায় রইলে বাছাধন! আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে—যদের

সঙ্গে গুলে এই সুরাপাত্রে ঢেলে, এবার নিয়ে যাচ্চি তোমায় শুক্রাচার্য্যের পেটের ভিতর ঢুকোতে। শুক্রঠাকুরও এখন শ্মশানে ব'সে সুরাপানে বিভোর হ'য়ে, সুরা সুরা আর তারা তারা ক'র্‌চে। আমিও এই সময় এই মদের পাত্র শুক্রের মুখের সাম্‌নে ধরি গে। ঢুক্‌ ক'রে মদের সঙ্গে শুক্রের পেটে ঢুক্‌বে, আর অম্‌নি টুক্‌ ক'রে কচ বেটা হজম হ'য়ে যাবে! দৈত্যরাজ্যের প্রবল শত্রুও ঘুচ্‌বে দৈত্যরাজও নিশ্চিন্ত হবেন! মদ নিয়ে যাচ্চি বটে, কিন্তু সেই শুক্রঠাকুর ত কচ আর দেবযানী ভিন্ন অন্য কারও হাতের মদ খাবেন না! তবে এক কাজ করি, আসুরী-মায়া-প্রভাবে আমিও কচের রূপ ধারণ ক'রে, দেবযানীর হাতে সুরাপাত্র দিই গে। তা হ'লেই সকল দিক রক্ষা হবে। রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠার ভারি বুদ্ধি! দেখি, এবার শুক্রঠাকুর কিরূপে কচকে বাঁচাতে পারেন! জয় মা তারা!

[প্রস্থান।

(দেবযানীর প্রবেশ)

দেবযানী। (প্রবেশ করিতে করিতে স্বগতঃ) আবার একি হ'ল! আবার আমার ডান অঙ্গ নাচে কেন? আবার আমার প্রাণ সেই ভাবে কাঁদে কেন? দুষ্ট দৈত্যগণের ভয়ে, আমার সেই প্রাণের কচকে সর্ব্বদাই চোখে চোখে রেখেচি। তবু যে ভয়ে কেঁপে মরি! তাই ত! এই ছিল হঠাৎ কচ কোথায় গেল? যত ভাবি, ততই যে প্রাণ কাঁদে!

দেখে আসি আশ্রমেতে যদি থাকে কচ ;
কচে যদি না পাই দেখিতে,
আবার ত্যজিব প্রাণ !
এ দেহের রক্তস্রোত দেখাব পিতারে।

(শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য। দেবযানি! মা! মা! শীঘ্র আশ্রমে যাও আমায় এখনই দৈত্য-রাজসভায় যেতে হবে।

দেবযানী। কোন্ সুখে—কোন্ মুখে বল পিতঃ!
যাব আর তোমার আশ্রমে ?
শিষ্যরূপে যে রত্ন তোমার,
আশ্রম উজ্জ্বল ক'রেছিল—
সে রতন কোথায় আমার ?
কাঁপে প্রাণ! বড় ভয় হয় মনে,
দৈত্যগণ পুনর্ব্বার ক'রেছে সংহার।
কতবার চারি পাশে খুঁজিলাম তারে,
কেঁদে কেঁদে ডাকিলাম কত,—
কিন্তু বাবা! কোন তার না পেলাম সাড়া!
ডাক বাবা তুমি একবার,
তোমার ডাকেতে যদি সাড়া দেয় কচ।

শুক্রাচার্য্য। দিবানিশি কচের চিন্তায়,
পাগলিনী কেন হও বাছা ?

পর-চিন্তা ভুলে—পর-কথা ছেড়ে—
ইষ্ট-চিন্তা কর গে আশ্রমে।

দেবযানী। ইষ্টদেব যদি কেউ থাকে,
ইষ্ট চিন্তা যদি কিছু থাকে,
একমাত্র সেই কচ হৃদয়ে আমার!
কচ বিনা আশ্রম আঁধার!

শুক্রাচার্য্য। (স্বগতঃ) তাই ত! এখন কি ব'লে সান্ত্বনা করি! কচের প্রতি দেবযানীর এই অপূর্ব্ব ভালবাসা দেখে, আমার প্রাণ যে নানা সন্দেহে আকুল হ'ল! বোধ হয়, দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যগণ আবার কচকে কোনরূপে সংহার ক'রেচে!

দেবযানী। নিষ্ঠুর পিতা! আবার সেইরূপ নিম্নদৃষ্টিতে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন যে? যে আমার প্রাণ-বীণার সপ্তস্বর, সে বিনা আমার আর অস্তিত্ব কি?

শুক্রাচার্য্য। মা! তুমি বয়সে বালিকা হ'লেও, জ্ঞানে বীণাপাণি। আজ তোমায় মনের কথা সরলভাবেই খুলে বলি। বুদ্ধিমতি! তুমি এস্থলের উপযুক্ত কার্য্য স্থির কর। তোমার স্নেহে আমি বিশ্ব-সংসার ভুলে গেচি! তোমার জন্য আমার চিরভক্ত দৈত্যগণের সম্পূর্ণ বিষ-দৃষ্টিতে প'ড়েচি। যে দৈত্যগণ পূর্ব্বে আমায় দেখ্‌তে পেলে, সভয়ে—সসম্ভ্রমে ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা ক'র্‌ত, সেই দৈত্যগণই এখন আমায় দেখ্‌লে, ঘৃণার চক্ষে একটী আধটী কথা ক'য়ে বিদায় দেয়। মা! কেবল তোরই ঐ চাঁদমুখখানি স্মরণ ক'রে, আমি সে সমস্ত অপমানও

বুক পেতে সহ্য করি। মন্ত্র-শক্তিবলে দুইবার কচকে বাঁচালাম, তাতে কি ফল হ'ল? তারে যতবার বাঁচাব, ততবারই তারা নূতন কৌশলে বিনাশের চেষ্টা ক'র্‌বে। লাভের মধ্যে আমি দৈত্যদের চিরশত্রুরূপে পরিণত হব। দেব-দানব উভয় সমাজেই লাঞ্ছিত হ'য়ে, জীবন্মৃতভাবে কালযাপন ক'র্‌তে হবে!

দেবযানী। এ দাসী পূর্ব্বেও আপনাকে সেই কথা ব'লেছিল। আপনার প্রতিজ্ঞা-পালন হ'য়েচে—দেবগণও রীতিমত শাসিত হ'য়েচে। আর কেন দেব-বিদ্বেষানলে হৃদয় পূর্ণ রেখে, অভাগিনী দেবযানীর প্রাণে ব্যথা দিচ্চেন?

শুক্রাচার্য্য। মা! দৈত্যগণ তোমারও গৌরব উত্তমরূপে বুঝেচে। তোমায় মহা-প্রভাবশালিনী দেবী ভেবে, দেব-দৈত্য সমানভাবেই ভক্তিভরে পূজা করে। তুমি মূর্ত্তিমতী প্রেমদেবী। রাজকুমারী গর্ব্বিতা শর্ম্মিষ্ঠাও তোমার ভয়ে এখন যা ব'ল্‌চ তাই শুন্‌চে। এরূপস্থলে কচের প্রাণরক্ষার চেষ্টা ক'রে, কেন দৈত্যসমাজের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে চাও? কচের আশা চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ কর।

দেবযানী। দৈবসম্ভবা আপনার কন্যা দেবযানী, চিরদিনই দেব-হিতৈষিণী থাক্‌বে। এখন আপনি বলুন, দেবযানী আর দানবসমাজ, এই দুইএর মধ্যে কোন্‌টী অধিক ভালবাসেন?

শুক্রাচার্য্য। দেবযানি! দেবযানি! আমি উভয় সঙ্কটে প'ড়ে, কর্ত্তব্য-জ্ঞান হারিয়েচি। নিজ-রোপিত বৃক্ষের মূল-চ্ছেদন ক'র্‌তে আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌চে! যে দৈত্যরাজ

বৃষপর্ব্বা, তার রাজমুকুটে আমায় বসাবার জন্য লালায়িত হ'ত, তোমারই জন্য আজ তার নিকট সামান্য ভৃত্যের ন্যায় নীরবে অপমানিত হই। মা! মা! ক্ষমা দে—ক্ষমা দে! কচের আশা ছেড়ে দে!

দেবযানী। ভাল ধর্ম্ম ভাল নীতি শিখাও আমারে!
হাঁ বাবা! পাপাচারী দৈত্য-সহবাসে—
হ'য়েচ কি পাষাণ-হৃদয় তুমি?
তপস্যায় বিধির ক্ষমতা-লাভ করি,
বাঁচাইলে শত শত মৃতের জীবন।
তবে কি কারণ দৈত্যগণে ভয় কর তুমি?
দেব-দৈত্যে সমদৃষ্টি না থাকে যদ্যপি,
কিসে হবে দয়াময় ঈশ্বর সমান?
কোন্ শাস্ত্র পাঠ করি বল পিতঃ আজ,
আশ্রিত শিষ্যের প্রাণ বিনাশিতে চাও?
দেবগণ যদিও তোমার অরি,
কিন্তু কিসে অপরাধী কচ গুণধাম?

শুক্রাচার্য্য। মা! মা! পার্‌ব না—পার্‌ব না। কিছুতেই প্রভুহন্তা অকৃতজ্ঞ হ'য়ে কলঙ্কিত জীবনযাপন ক'রতে পার্‌ব না। মা! মা! বালিকাবুদ্ধি পরিত্যাগ কর্—আমার কথা রাখ্।

দেবযানী। যতদিন এ প্রাণ আমার ছিল, ততদিন তোমার প্রত্যেক কথার পূজা ক'রেচি। আমার হৃদয়ের দয়াটুকু,

সেই সরলমনা সত্যবাদী কচকে দান ক'রেচি! তোমার প্রাণ দানব-সমাজের জন্য, আর এই বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু কচের জন্য।

শুক্রাচার্য্য। দেবযানি! দেবযানি! মা আমার! শুক্রাচার্য্যের কন্যা হ'য়ে তুমি এত মায়ামুগ্ধা! কচের তুচ্ছ নশ্বর-জীবন রক্ষা কর্‌বার জন্য, আমায় প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী পাতকীরূপে জগতে জীবন্মৃত হ'য়ে থাক্‌তে বল?

দেবযানী। থাক্—থাক্! না বলিব কচেরে বাঁচাতে আর!
শুক্র-নীতি এতই জটিল,
এতদিন ভাবি না তা আমি!
প'ড়ে থাক্ পাপদৈত্যপুরী,
যাই আমি শান্তিধামে কচের নিকট।
কর তুমি দৈত্যপুরে প্রতিজ্ঞাপালন,
থাক বৃথা দানবের অভিমান ল'য়ে।

[সক্রোধে প্রস্থান।

শুক্রাচার্য্য। দেবযানি! দেবযানি! দাঁড়াও দাঁড়াও—
ফিরে চাও পিতার কথায়।
আর নয়! দেখিলাম দানবের কাজ!
আজ হ'তে শুক্রাচার্য্য দানব-বিদ্বেষী।
মূঢ়মতি দুরাচারগণ,
বারম্বার কচেরে বিনাশি—
ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত করিল আমার!

এ অনলে দৈত্যকুল হবে ছারখার,
যাই—যাই—দেবীরে সান্ত্বনা করি আগে!
তারপর মন্ত্রবলে কচেরে বাঁচাব,
দানবের পাপ-রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাব।
না হেরিব দানবের পাপ-মুখ আর!

[সক্রোধে প্রস্থান।

(১৫ নং গীত)

(বৃষপর্ব্বার প্রবেশ)

বৃষপর্ব্বা। হায় হায় সর্ব্বনাশ ঘটিল এবার!
ধ্যানযোগে জানিয়াছে কচের সংবাদ।
সুরাসনে গুরুদেব শুক্রের উদরে—
জীর্ণ হ'য়ে গেছে কচ শর্ম্মিষ্ঠা-কৌশলে।
সে সংবাদ ধ্যানযোগে অবগত হ'য়ে,
শুক্রাচার্য্য অগ্নিশর্ম্মা দানবের প্রতি।
কি করি এখন? কিরূপে সান্ত্বনা করি তাঁরে?
ঐ নয় গুরুদেব অগ্নি-মূর্ত্তি ধরি,
সক্রোধে আরক্ত-নেত্রে আসেন এখানে!
দেখে ভয় হয়—কি ব'লে বুঝাই?
ব্যর্থ হ'ল দানবের সকল কৌশল!

(সক্রোধে শুক্রাচার্য্যের পুনঃপ্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য। দুরাচার! নিষ্ঠুর! কৃতঘ্ন! এই কি তোর

গুরুভক্তি? এই কি তোর উপযুক্ত কার্য্য? আমার প্রাণাধিক পুত্র কচের দেহ ভস্ম ক'রে—সুরার সঙ্গে মিশিয়ে, আমাকেই পান করতে দিতে, তোর পাপ-হৃদয় কম্পিত হ'ল না! যার কৃপায় এই অখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তোর অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার হ'ল, তারই প্রতি এতদূর শঠতাচরণ! উঃ! কি ঘৃণিত পৈশাচিক সঙ্কল্প! পুত্রতুল্য প্রাণাধিক কচের মাংস অম্লানবদনে আমায় খাওয়াতে সাহসী হ'লি! যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েচিস্—গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েচিস্!

বৃষপর্ব্বা। (সকাতরে পদধারণ করিয়া) গুরো! গুরো! আমায় ক্ষমা করুন—আমায় ক্ষমা করুন! আমার অধীনস্থ দৈত্যগণের কৌশলে এই ঘৃণিত ব্যাপার সংঘটিত হ'য়েচে।

শুক্রাচার্য্য। ভ্রমবশে বিষবৃক্ষ ক'রেচি রোপণ,
দুগ্ধদানে কালসর্প ক'রেচি পোষণ!
সে কারণ পাইতেছি এত মর্ম্ম-জ্বালা,
সে কারণে পদে পদে এত অপমান!
শিক্ষা-গুরু মন্ত্র-গুরু দানব-সহায়—
বিপদ-সাগর-তরি এ শুক্রের সনে,
এতদূর মর্ম্মভেদী কুৎসিত ব্যাভার!
আমার প্রশ্রয় পেয়ে মাতি অহঙ্কারে,
জগৎ ব্রাহ্মণহীন করিবার সাধ!
মহাবীর্য্য ব্রাহ্মীমায়া তুচ্ছজ্ঞান করি—
আসুরিক-বলে চাস্ ছলিতে আমারে!

কি বলিব! হা ধিক্ তোমারে দৈত্যরাজ!
এ কলঙ্ক যুগে যুগে নিন্দিবেরে তোরে।

(উন্মাদিনীর ন্যায় দেবযানীর পুনঃপ্রবেশ)

দেবযানী। কেন আজ অনুতাপ কর এত পিতঃ!
দৈত্যগণ গুরুভক্তি দেখালে কেমন?
স্বার্থপর! পূর্ব্বকথা হয় কি স্মরণ?
আজীবন পিশাচ দানব-সহবাসে,
অকাতরে পুত্র-মাংস ক'রেচ ভোজন!
সেই কথা শুনে কাণে, আমিও এলাম;
তীক্ষ্ণ অসি ল'য়ে ত্বরা কন্যাঘাতী হও—
সুরা-সঙ্গে মনোসুখে মম মাংস খাও—
দেখাও জগৎজনে মহিমা তোমার!

শুক্রাচার্য্য। মা! মা! সত্য সত্য নিষ্ঠুর পিশাচ আমি,
তাই পিশাচেরে দিনু স্বর্গ-সিংহাসন!
দুষ্টমতি দানবের নিষ্ঠুর পীড়নে—
প্রাণাধিক কচ আজ আমার উদরে!

দেবযানী। কেবল কচের মাংস করিয়া ভোজন,
হে রাক্ষস! হ'য়েছে কি উদর-পূরণ?
দেবযানী কন্যা তব বালিকা কোমলা—
প্রাণ দিতে আসিয়াছে সম্মুখে তোমার।
পৈশাচিক-ক্ষুধা তব মিটাইব আজ,

ত্বরা করি ক্ষণতরে চল গো আশ্রমে!
মনোসুখে মম মাংস করিবে রন্ধন,
পাপাচারী দৈত্যসনে একাসনে বসি—
সুরা সনে অভাগীরে করিবে ভোজন।
শুনাতাম! কি বলিব তুমি গুরুজন—
কি বলিব পূজনীয় জন্মদাতা পিতা!
তাই চেপে রাখিলাম হৃদয়ের ব্যথা—
তাই বুকে গেঁথে ল'য়ে অস্ফুট যাতনা—
চলিলাম প্রাণ দিতে কচের কারণ।
(সহসা পাগলিনীর ন্যায় হইয়া)

ঐ—ঐ—রক্ত—রক্ত—রক্তমাখা কচ! হা নিষ্ঠুর! হা স্বজন-হন্তা! এই কি তোমার পিতার ধর্ম্ম? কচ! কচ! দেখা দিয়ে কোথা পালালে? যাই—যাই—আমিও রক্তবস্ত্র প'র্‌ব—রক্ত-পান ক'রে, উন্মাদিনী ডাকিনী হব! না—না! করালিনী কালী হ'য়ে, পাপাচারী দানব-কুল গ্রাস ক'র্‌ব। রক্ত! মাংস! সুরা! দে দে যোগিনীগণ! হা হা হা! রক্ত পান ক'র্‌ব রক্ত পান ক'র্‌ব!

[পাগলিনীর ন্যায় বেগে প্রস্থান।

শুক্রাচার্য্য। কচ-শোকে জ্ঞানহারা উন্মাদিনী হ'য়ে,
কোথা গেলি জীবনের আশা দেবযানী?
ভয় নাই—ভয় নাই! আবার বাঁচাব কচে!
পাপ দৈত্য-অন্নে পুষ্ট এ পাপ-উদর—

বিদীর্ণ করিয়া আজ বাঁচাব কচেরে।
যাই—যাই—দেখি—দেখি কে মারে কচেরে!
[সক্রোধে প্রস্থান।

বৃষপর্ব্বা। এত অহঙ্কার!
ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণের এত অহঙ্কার!
নাহি চাই শুক্রের সহায়—
নাহি চাই মন্ত্র-শক্তি তার!
দেখি—দেখি দানবের আছে কি না বল!
[সক্রোধে প্রস্থান।

(বৃহস্পতি ও তাহাকে ধরিয়া নারদের প্রবেশ)

বৃহস্পতি। (সকাতরে প্রবেশ করিতে করিতে)
আর কেন!
আর কেন বাধা দাও দেবর্ষি নারদ!
হায় হায় নির্ব্বংশ হ'লাম এতদিনে!
ডুবিল দেবের আশা অতল-সলিলে!
স্বরগের ধ্রুবতারা অস্তমিত হ'ল—
নিভে গেল চিরতরে সে আশা-প্রদীপ!
কচ রে আমার! কোথা গেলি বাপ?
একবার দেখা দে রে আভাগা পিতারে! (রোদন)

নারদ্। একি সুর-গুরো! আপনিও আজ পুত্রশোকে উন্মাদ হ'লেন্! এই যে আমাদের পূর্ণ বিপদ্, এই বিপদ্ হ'তেই ক্ষণপরে সুখের মুখ দেখ্‌তে পাবেন। যে ভক্তবীর কচের

অন্তরে বাহিরে বিশ্বব্যাপী শ্রীহরির রূপ ঢল ঢল ক'র্‌চে, তার কি কখন ধ্বংস হ'তে পারে? যেদিন হরিভক্তের বিনাশ হবে, সে দিন জগতের অস্তিত্ব লোপ পাবে। শোক, মোহ পরিত্যাগ করুন। ক্ষণকাল শূন্যদেশে অবস্থান ক'র্‌লেই, সেই ছলনাময় শ্রীহরির লীলা-খেলা বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

বৃহস্পতি। বৃথা আর প্রবোধ-বচন!
কিসে আর রক্ষা হবে কচের জীবন?
বাছার মোহন-মূর্ত্তি শুক্রের উদরে—
সুরাসনে জীর্ণ হ'য়ে গেছে!
ফুরায়েচে চিরতরে আশা!
দেবশত্রু শুক্রাচার্য্য নিজ প্রাণ ত্যজি,
বাঁচাবে কি পুনর্ব্বার প্রাণাধিক কচে?
কচ রে আমার! দেখা দে রে একবার!
একা তুই বল্ কোন্ শোকময় স্থানে—
র'য়েছিস্ রে নিষ্ঠুর, পিতারে ভুলিয়ে!
যাই—যাই—আমিও যাব রে তোর সনে—
দাঁড়া—দাঁড়া প্রাণাধিক! দাঁড়া ক্ষণকাল।
জলে ঝাঁপ দিয়ে আজ ত্যজিব জীবন,
হা কচ! হা পুত্ররত্ন!
কোথা গেলি—কোথা গেলি তুই?

[উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান।

নারদ। (স্বগতঃ) উঃ! সংসারের মায়া পরিত্যাগ করা

অতি কঠিন কার্য্য! মহাপ্রাজ্ঞ জীবন্মুক্ত বৃহস্পতিও আজ পুত্রের মায়ায় বাহ্যজ্ঞান-শূন্য! লীলাময় শ্রীহরির মঙ্গল-ইচ্ছায় যে এই সকল ঘটনা, তা সুরগুরু মায়াবশে ভুলে গেছেন! যাই এখন,—ক্ষণকালের জন্য—কার্য্য সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সুর-গুরুকে সান্ত্বনা ক'রে রাখি গে।

[প্রস্থান।

(জনৈক দৈত্যের প্রবেশ)

দৈত্য। ও বাবা! এ আবার কি হ'তে কি হ'ল রে! কচকে মদের সঙ্গে শুক্রঠাকুরকে খাওয়ালাম, মনে ক'রলাম্ আপদ্‌বালাই ঘুচে গেল। এখন যে হিতে বিপরীত! আমি ত অবাক্! শুক্রঠাকুর মন্ত্রবলে কচকে পেটের মধ্যেই বাঁচালেন! কচবেটা শুক্রের পেটের ভিতর থেকে, পেট চিরে বেরিয়ে এলো! কচবেটা আবার বিড়্ বিড়্ মন্ত্র ব'লে, মরা শুক্রঠাকুরকেও বাঁচালে! ও বাবা! কোথায় যাই—কোথায় পালাই? আর গতিক বড় ভাল নয়! দৈত্য-রাজকে সংবাদ দিই গে।

[প্রস্থান।

(সক্রোধে শুক্রাচার্য্যের পুনঃপ্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য। শোন শোন দ্বিজগণ!
শোন শোন অনন্ত-জগৎ!
সুরাপ্রতি অভিশাপ করে শুক্র আজ।
সুধা নয় গরল সেবনে—

অন্তর্দাহে দিবানিশি জীবন্মৃত আমি !
পাশবিক-বৃত্তি বাড়ে যাতে,
মানব পিশাচ সাজে যাতে—
সেই সুরা—সেই বিষ, কেহ যেন স্পর্শ নাহি করে।
মদের নেশায় মনুষ্যত্ব যায়—
ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়িয়া পলায়—
নরাকার পশু মদ্যপায়ী হয়—
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ সে পাপ-সুরারে !
মদ্যপানে মত্ত হ'য়ে—
পুত্রসম কচ-মাংস খেনু !
এরূপ ঘৃণিত কার্য্য সুরায় সম্ভবে।
ব্রাহ্মণ-স্ত্রীহত্যাকারী যে নরকে যায়,
আজ হ'তে সে নরকে যাবে মদ্যপায়ী।
সুরাপায়ী মহাপাপী ঘৃণিত দুর্জ্জন,
অনন্ত নরক তার না হবে খণ্ডন।
আমারও ত কার্য্য শেষ হ'ল !
সঞ্জীবনী-মন্ত্র কচ শিখিল কৌশলে,
দেবতার কামনা পূরিল এতদিনে।
(চিন্তা করিয়া)

যাক্! এখন আমার কর্ত্তব্য কি ? বৃহস্পতি-নন্দন কচকে আর কিছুতেই দেবযানীর সঙ্গে একত্র থাক্‌তে দেওয়া উচিত নয়। দেবযানীর এখন আর সেই পূর্ব্বের সরলতামাখা বালিকাভাব

নাই। এখন সম্পূর্ণ প্রেমের চিন্তা ক'র্‌তে শিখেচে। কচকে, দেবযানী নিতান্তই জীবন দান ক'রেচে; এখন উভয়কে পৃথক করাই কর্ত্তব্য। কচ যে আমার উদর বিদীর্ণ ক'রে বহির্গত হ'য়ে, আমায় মৃত-সঞ্জীবনীমন্ত্রে পুনর্ব্বার বাঁচিয়েচে, এ কথা দৈত্যরাজ্যে সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশিত হ'য়েচে। এই রজনীমধ্যেই কচকে বিদায় দিই। দেবযানীও এ সময় নিদ্রিতা। আমিও কচকে নির্জ্জনে আহ্বান ক'রে এসেচি। ঐ যে প্রাণাধিক কচও এইদিকে আস্‌চে।

কচের প্রবেশ।

কচ। গুরুদেব! গুরুদেব! নির্জ্জনে সন্দিগ্ধমনে,
কেন আজ ডাকিলেন দাসে?
কি আদেশ করিব পালন?

শুক্রাচার্য্য। প্রাণাধিক কচ! তুমি স্বর্গ-রাজ্যের অমূল্য-রত্ন। তোমার মনের তেজ জগতে অতুলনীয়। তুমি যে প্রাণাধিকা দেবযানীর কৃপায়, সঞ্জীবনী-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ ক'রেচ, এ সংবাদ ত্রিভুবন-বাসী অবগত হ'য়েচে। তোমার সাধনায়—তোমার ভক্তিতে আমিও সম্পূর্ণ বাধ্য হ'য়েচি। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা এত দিনে পূর্ণ হ'ল,—তোমারও দৃঢ়-সাধনা সফল হ'ল! কচ! হৃদয়-রতন! তুমি আমার পরম শত্রু-পুত্র, এই জন্য আমি পূর্ব্বে মনে মনে সংকল্প ক'রেছিলাম যে, কিছুতেই তোমাকে গুপ্ত-মন্ত্র শিক্ষা দেবো না। কিন্তু অভাবনীয় দৈব-ঘটনায় আমার সে সংকল্প ব্যর্থ হ'ল,—তোমায় মন্ত্র শিক্ষা দিতে আমি

স্ব-ইচ্ছায় বাধ্য হ'লাম। এত দিনে বুঝ্‌লাম যে, জীবমাত্রই সম্পূর্ণ দৈবের অধীন। বৎস! আজ আমি বজ্রে বুক বেঁধে, নিষ্ঠুরভাবে একটী কথা ব'ল্‌চি! আশা করি, তুমি আমার সে আদেশ পালন ক'রে, আমায় গুরুদক্ষিণা প্রদান ক'র্‌বে।

কচ। গুরো! গুরো! এ জীবন চিরদিনের জন্য আপনার চরণে অর্পণ ক'রেচি। আমি ত করালকালের কোলে চিরদিনের জন্যই ঘুমিয়েছিলাম, কেবল আপনার কৃপায় জীবনরক্ষা হ'য়েচে! আপনার ঋণ আমি কোটী জন্মেও পরিশোধ ক'র্‌তে পার্‌ব না। যে দিন আমি আপনার একটীমাত্র বাক্যের অবমাননা ক'র্‌ব, সে দিন যেন আমার অনন্ত দুর্গতি—অনন্তকালের জন্য পতন হয়।

শুক্রাচার্য্য। জানি বৎস! তোমার অপূর্ব্ব মধুর স্বভাবের তুলনা নাই। তুমি যে আশায় আমার শিষ্যভাবে এসেছিলে, তোমার সে বাসনা পূর্ণ হ'য়েচে। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তোমার উচ্চকামনা পূর্ণ হ'ক—তোমার দ্বারা দেবগণের পরম মঙ্গল সাধিত হ'ক। গভীর নিশাকাল উপস্থিত—ধরণী ধীরা গম্ভীরা, এ সময় দেবযানীও গাঢ়নিদ্রায় অভিভূতা। তুমি এই সময় দৈত্যপুরী পরিত্যাগ ক'রে, স্বর্গধামে গমন কর—আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব ক'র না।

কচ। গুরো! গুরো!
ও আদেশ ভক্তি-ভরে ধরিলাম শিরে,
ত্বরায় করিব দৈত্যরাজ্য পরিত্যাগ।

কিন্তু পিতঃ! একটী প্রাণের ব্যথা অকথ্য—অস্ফুট—,
শেলসম বাজিল হৃদয়ে!
দয়াময়ী সেই দেবী দেবযানী সনে,
দেখা কি হবে না আর বারেকের তরে?
ক্ষণমাত্র মম অদর্শনে—
এ সংসার অন্ধকার যাঁর;
অভাগার জীবন বাঁচাতে—
অকাতরে ত্যজেছে যে প্রাণ,
তাঁর কাছে ক্ষণেক জানাতে কৃতজ্ঞতা—
একটী বারও পাব না কি দেখা?

(১৬ নং গীত)

শুক্রাচার্য্য। হা অবোধ!
অভাগিনী তা হ'লে কি ছেড়ে দিবে তোরে!
জল আসে চক্ষে বাছা সে কথা ভাবিলে।
আজ আমি পাষাণ সেজেছি বাপ!
আবার নিষ্ঠুরভাবে বলি—
ত্বরায় বিদায় ল'য়ে যাও।
দেবযানী জাগিয়া উঠিলে,
স্বর্ণলতা হাহাকারে লুটাবে ধরায়!

কচ। পিতঃ! পিতঃ! প্রাণের সেই ভগিনীর চরণে, একটী বার মাত্র প্রণাম ক'রে যাব। আপনার ভয় নাই, আমি দেবযানীর সেই নিদ্রিতা অবস্থায় তাঁর পদধূলি মস্তকে মেখে,

স্বর্গে গমন ক'র্‌ব। তা না হ'লে আমার ইহপরকালে গতি নাই।

শুক্রাচার্য্য। বৎস! তোমার এখন চারিদিকে বিপদ্। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্ সুধীর শিষ্যের পক্ষে এ সময় এরূপ কাতরতাপ্রকাশ উচিত কি বাপ্! তুমি মহাসাধু—মহাচরিত্রবান্। আর কোন দ্বিরুক্তি ক'র না।

কচ। পিতঃ! পিতঃ! আমিও পাষাণে বুক বেঁধে, দেবীর, প্রভো! আপনার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, এই আমার শেষ প্রার্থনা ;—

নিতান্ত নিষ্ঠুর হ'য়ে চ'লে গেছে কচ,
এ কথা শুনিবে যবে দেবী—
হায় হায়! কি দশা ঘটিবে!
বজ্রাহতা লতা-প্রায় পুড়িবে লুঠিবে—
বক্ষে করাঘাত করি করিবে চীৎকার!
গুরো! গুরো!
তখন দেবীর কাছে থেকো গো সর্ব্বদা,
সান্ত্বনা ক'রো গো অভাগীরে!
ব'লো তাঁরে এই কথা—
এ জীবন তাঁর পদে অন্তরে সঁপিয়ে—
মনে মনে চিরতরে লইনু বিদায়!
দেবি! দেবি! অন্তরে করি গো আশীর্ব্বাদ,
এ সংসারে হও তুমি সর্ব্বসুখময়ী।

দাও গুরো! পদধূলি দাও,
আমার এ অশ্রুজল বিনিময় নাও!
কেঁদে কেঁদে আমার প্রাণের ব্যথা—
এই ভাবে দেবীরে জানাবে।
অহো! নিষ্ঠুর পাষাণ আমি!
দেবি! দেবি! সে ভীষণ কথা ভেবে—
অন্ধকার হেরি চারিদিক্।
চ'লে যাই—ছেড়ে যাই কিরূপে তোমারে?
পিতঃ! পিতঃ! ক্ষমা চাই আবার কাতরে।
অজ্ঞানে ক'রেচি পদে কত অপরাধ,
ক্ষমা কর নিজ গুণে আজ।

ভগিনি! ভগিনি! দেবী দেবযানি! পাষাণ কচ—অকৃতজ্ঞ কচ আজ বিদায় নিলে! গুরো! গুরো! বিদায়—বিদায়! দেবি—দেবি! অন্তরে বিদায় নিয়ে চ'ল্লেম! দেবি—দেবি!

[সকাতরে প্রস্থান।

শুক্রাচার্য্য। যাও—যাও বৎস! অনন্ত-সুখের অধিকারী হও গে! দেখি গে—দেখি গে, হতভাগিনী দেবযানী জেগে উঠ্‌ল না কি! (সহসা শুনিয়া) হায় হায়! না ব'ল্‌তে ব'ল্‌তেই সর্ব্বনাশ ঘ'টেচে! আশ্রম-মধ্যে দেবযানীরই চীৎকার-ধ্বনি শুন্‌তে পাচ্চি নয়! দেখি—দেখি কোনরূপ কৌশলে ভুলিয়ে রাখি গে। যা—যা তোদের এ ভালবাসা চিরতরে পুড়ে যা! আমি পাষাণ—আমি পাষাণ! মা! মা! মা! [সকাতরে প্রস্থান।

(ত্রস্তভাবে কচের পুনঃ প্রবেশ)

কচ। (চঞ্চলভাবে প্রবেশ করিতে করিতে স্বগতঃ) যা সর্ব্বনাশ! কোন্ পথে পালাই ? কিরূপে গুরুবাক্য প্রতিপালন করি ? দেবযানী ভয়ঙ্করী উন্মাদিনী সেজে, আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে—পাষাণ-প্রাণ গলিয়ে দিলে! ঐ এলো—ঐ সেই রোরুদ্যমানা বিষাদময়ী প্রতিমাখানি, অন্ধকার কণ্টকাকীর্ণ পথে —প্রাণের মায়া পরিত্যাগ ক'রে ছুটে আস্‌চে! ধ'র্‌লে— ধ'র্‌লে। এবার আমায় নিশ্চয় ধ'র্‌লে! রোদন-স্বর ক্রমেই নিকটে। কোথায় পালাই—কোথায় লুকাই ? এই বৃক্ষের আড়ালে অন্ধকারে ব'সে থাকি। (লুক্কায়িত হওন)

(উন্মাদিনী দেবযানীর পুনঃপ্রবেশ)

দেবযানী। নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! আমায় ফাঁকি দিয়ে কোথায় পালাবে ? এই অন্ধকার কাঁটাবনে তোমায় ধ'র্‌তে আমার যদি প্রাণও যায়—তবু তোমায় খুঁজ্‌ব। কাঁটায় পা ছিঁড়ে যাক্— গাছে মাথা ফেটে যাক্—সর্ব্বাঙ্গে ঝর্‌ঝর্ ক'রে রক্ত পড়ুক্, তবু তোমায় খুঁজ্‌তে ছাড়্‌ব না। কপট কচ! দাঁড়াও— দাঁড়াও। একটীবার দেখা দিয়ে, একটী কথা ক'য়ে যাও! এই পথে গেচে—এই পথেই প্রাণের কচ চ'লে গেচে! তাই আমার প্রাণ এই পথেই কেঁদে ছুটে যাচ্চে। পাষাণ-হৃদয়! একটীবার দেখা দিয়ে যাবে না ?

কচ। (স্বগতঃ) পার্‌লাম না—আর হৃদয়কে চেপে

রাখ্‌তে পার্‌লাম না! আমি নিষ্ঠুর—আমি বিশ্বাসঘাতক! (বহির্গত হইয়া প্রকাশ্যে) দেবযানি! আমার জীবনদায়িনী দেবযানি! আমি গুরুবাক্য প্রতিপালন কর্‌বার জন্য, অজ্ঞানে —কি যেন কি মন্ত্রবলে তোমায় ভুলে চ'লে এসেচি। তুমি মহাপ্রেমময়ী—ভক্তিময়ী। আমি তোমার নিকট চির-ঋণী রইলাম। আজ আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর—আমার ভালবাসা ভুলে যাও। পিতার পদসেবা ক'রে, অনন্ত-পতিলোক লাভ কর। আমায় প্রসন্নমনে বিদায় দাও।

দেবযানী। কি ব'ল্লে?—কি ব'ল্লে পাষাণ! তোমায় বিদায় দেবো? তোমার সেই সরল প্রাণের আজ এই কথা! আমায় ছেড়ে যেতে—আমায় ভুলে আমার মস্তকে বাজ হান্‌তে, তোমার প্রবৃত্তি হ'ল! তোমার চরণে কি অপরাধ ক'রেচি কচ! যদি এরূপ পাষণ্ডই হবে, তবে অভাগীরে মোহমায়ায় মজালে কেন? আমার বুক চিরে দেখ, সুবর্ণজ্যোতিঃতে তোমারই মূর্ত্তি হৃদয়ে এঁকে রেখেচি। প্রাণময় কচ! প্রাণের দেবতা! আমি যে তোমার চির-পিপাসিনী—প্রেমাধিনী চাতকিনী। তোমার বিরহে হৃদয় জ্ব'লে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেচে! কাতরে প্রেমভিক্ষা চাই! তোমার অনন্তপ্রেমের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে, তুমি আমার প্রভু পতি-দেবতা হও। কচ! কচ! আমি যে তোমার!

(পদতলে পতন)

কচ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! একি ভগিনি! তুমি গুরুকন্যা হ'য়ে আমার চরণে পতিতা হ'য়ে—কেন আমার অকল্যাণ কর?

স্নেহময় ভ্রাতার প্রতি তোমার ওরূপ অযোগ্য সম্ভাষণ শোভা পায় কি? ভ্রাতৃভাবে এতদিন আমায় ভালবেসেচ—প্রাণ দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েচ। তুমি আমার পূজনীয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সমান। তুমি ব্রহ্মতেজময়ী দেবী। এই হীন পিতৃ-শিষ্য প্রতি —স্নেহময় ভ্রাতার প্রতি তোমার এরূপ অযোগ্য আকাঙ্ক্ষা ধর্ম্মসঙ্গত কি? সরলা দেবীর হৃদয়ে আজ পৈশাচিক কুভাব কেন? আমায় দাদা দাদা ব'লে ডাক! আমি ভগ্নী ভগ্নী ব'লে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তোমার নিকট হ'তে বিদায় নিই।

দেবযানী। নির্দ্দয়! তোমার মনে এই ছিল? প্রেমের প্রতিদান এই? ভালবাসার পরিণাম এই? আমার প্রাণের তার সজোরে ছিঁড়ে দিলে! এতই যদি তোমার মনে ছিল, তবে অবলার শূন্য-হৃদয় অধিকার ক'রে অজ্ঞাতে ব'সেছিলে কেন? মদনমোহনরূপে শুক্রাচার্য্যের শিষ্যভাবে দৈত্যপুরে এলে কেন?

কচ। সত্যই আমি স্বার্থপর পাষাণ। আমি তোমার জীবন কেড়ে নিয়েচি—তোমার সঙ্গে মহা-শঠতা ক'রেচি। তুমি যে মনে মনে এত দিন আমায় অন্যরূপ বিসদৃশভাবে ভাব্‌ছিলে, মূর্খ আমি একদিনের জন্যও তা বুঝ্‌তে পারি নি। আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর, আমার আর অন্য দ্বিতীয় কথা নাই।

দেবযানী। প্রাণসখা! প্রাণসখা! অভাগী চাতকিনীর প্রাণে আর ব্যথা দিও না। আমি তোমার পদসেবিকা দাসী—সহধর্ম্মিণী। আমায় পায়ে ঠেলে, অকূলে ভাসিয়ে যেও না!

কচ। ছিঃ ছিঃ! আবার সেই অবৈধ সম্ভাষণ! ভগ্নি!

ভগিনি! তুমি কি আজ পাগলিনী হ'লে না কি? অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রাণ দিতে ইচ্ছা ক'রে, কেন নিজের মনে কষ্ট পাও? তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর হৃদয় এরূপ সঙ্কীর্ণ হওয়া উচিত কি? পাত্রাপাত্র-জ্ঞানশূন্যা পাগলিনী হ'য়ে, আজ দাস শিষ্যকে স্বামী ব'লে, পাপ সম্বোধন ক'র্‌চ কেন? তুমি আমার ধর্ম্মসঙ্গত ভগিনী। যে শুক্রের ঔরসে তুমি জন্ম গ্রহণ ক'রেচ, আমি সেই মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের উদরে একদিনের জন্যও বাস ক'রেচি। তিনি আমার দীক্ষা-গুরু পিতা—তোমারও জন্মদাতা পিতা। আমার সঙ্গে তোমার বিজাতীয় শাস্ত্র-বিরুদ্ধ সম্বন্ধ-সংঘটন-ইচ্ছা, মহাপাপজনক নয় কি? ভগিনি! ভগিনি! আমায় ক্ষমা কর, পাপ-কথা ভুলে যাও!

দেবযানী। অনাথিনী প্রেম-ভিখারিণীকে নিধন ক'রে, যদি তোমার গমন সঙ্গত হয়, তবে চ'লে যাও। আমি আর কোন কথা ব'ল্‌ব না। আজ বুঝ্‌লাম. তোমার ভালবাসা স্বার্থের জন্য। তোমার ভালবাসা আজ অবলার প্রাণ-নাশা গরল হ'ল! স্বর্গ আর মর্ত্ত্যে কি প্রভেদ, আজ তা উত্তমরূপেই বুঝ্‌লাম। তোমায় ধিক্! তোমার ভালবাসায় ধিক্! সংসারের পাপ-প্রেমে ধিক্! এ সংসারের প্রেম মিথ্যা-কল্পনা মাত্র। আজ বড় ব্যথা দিলে—হৃদয়ে বজ্র নিক্ষেপ ক'র্‌লে! তুমি আজ আমায় যেরূপ ব্যথা দিলে, তোমাকেও এ ব্যথার উপযুক্ত সাজা পেতে হবে। তুমি যেমন কপট-হৃদয় স্বার্থপর, তোমারও এই উপযুক্ত দণ্ড! আমার পিতার নিকট হ'তে ছদ্মবেশে যে

মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ ক'রেচ, আমার অভিশাপে তোমার সেই মন্ত্র-শক্তি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ক! তোমার পাপ-আশা ছাই হ'ক্!

কচ। শোন শোন দেবযানি!
শোন শোন গর্ব্বিতা ব্রাহ্মণকন্যা!
অবিচারে বিনা দোষে শাপ দিলে মোরে,
নির্দ্দোষ নিষ্পাপী আমি ধর্ম্মের নিকট।
মন্ত্র-শক্তি ব্যর্থ হ'ক্ না করিব ভয়,
কিন্তু আমি এই মন্ত্র পিতারে শিখাব;
পিতার এই মন্ত্র-শক্তি হউক সার্থক।
তোমাকেও অভিশাপ দিই।
ব্রাহ্মণ-কুমারী হ'য়ে এত কামাতুরা—
নাহি কর সম্বন্ধ-বিচার!
নাহি মান শাস্ত্রধর্ম্ম!
আজ হ'তে আর কোন ব্রাহ্মণ-কুমার,
বিবাহ না করিবে তোমারে।
এই অহঙ্কারে—এই পাপে—
ক্ষত্রিয়-রমণী হবে স্বধর্ম্ম-নাশিনি!

(১৭ নং গীত)

দেবযানী। (সক্রোধে) আমিও সদর্পে বলি, তুমি নিতান্তই অব্রাহ্মণ! আজ হ'তে জগতের কোন অভাগিনী রমণী যেন, পুরুষজাতির হৃদয় তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান না ক'রে, গোপনে হৃদয়দান না করে। আমার প্রেমের পরিণাম দেখ—আমার

যন্ত্রণার চরমসীমা দেখ! ধিক্ তোমায় বিশ্বাসঘাতক মহাপাপী!

কচ। তুমিই কি সেই পূর্ব্বের দেবযানী?—না মহাপাপিনী চণ্ডালিনী? অযোগ্য জনে এত নীচ কামনা! করুণাময়ী হ'য়ে আমার জীবন রক্ষা ক'রে, আজ বিনা দোষে আমার প্রতি বজ্রাঘাত-সমান অভিশাপ প্রদান ক'র্‌লে! সেই সরলা মাধবীলতা আজ প্রাণনাশিকা বিষলতা হ'লে! তোমার সেই সুধাপূর্ণ মুখ হ'তে আজ এই ভীষণ বাক্য নির্গত হ'ল! আমার মন্ত্র-শক্তি ব্যর্থ ক'র্‌লে—বিনা দোষে দণ্ড দিলে! আমার পিতার মন্ত্র-শক্তি সফল হ'লেই, আমার সাধনা সার্থক হ'ল! আমিও ত্রিসংসার-বাসীকে বলি, নিজের ধর্ম্মপত্নী ব্যতীত, কোন পুরুষ যেন কোনরূপে পরনারী-প্রসঙ্গে না থাকে। নারীর হৃদয়ে প্রেমের কুভাবই সর্ব্বদা প্রচ্ছন্নভাবে বাস করে! স্বর্গীয় সরল প্রেম রমণী-হৃদয়ে নাই! সে হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল—জটিলতা কুটিলতাময়!

দেবযানী। ধিক্ ধিক্ তোমায় বিশ্বাসঘাতক!

কোথা যাই—মর্ম্মজ্বালা কোথায় জুড়াই?
পিতা! পিতা! কোথায় তুমি!

[পাগলিনীর ন্যায় প্রস্থান।

(সহসা বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

উভয়ে। ধন্য কচ! ধন্য কচ!

বৃহস্পতি। বাপ্‌রে! হৃদয়-রতন আমার! আয় বাপ্, তোরে হৃদয়ে ধ'রে স্বর্গধামে যাই। আজ কি দিয়ে স্নেহ

জানাব—কি ব'লে তোমায় আদর ক'র্‌ব, তা খুঁজে পাই না! জীবন দিয়ে নির্ভয়ে মহাবীরসাধকরূপে, দেব-বিদ্বেষী কপট শুক্রের নিকট হ'তে অদ্ভুত গুপ্ত-মন্ত্র শিক্ষা ক'র্‌লে—দেবগণকে মহা বিপদ-জাল হ'তে উদ্ধার করলে!

ইন্দ্র। গুরুপুত্র! আপনার চরণকৃপায়—আপনার নিষ্কাম সাধনায়, আজ দেবগণ পূর্ণবল পূর্ণশক্তি লাভ ক'র্‌লে! দেব-সমাজ আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ র'ইল! স্বর্গরাজ্যে চলুন, যত দেব আর দেববালাগণ, ভক্তিভরে আপনার চরণ-পূজা ক'র্‌বে। ঐ দেখুন, দেববালাগণ আনন্দ-পূর্ণ নৃত্য-গীতসহ পুষ্পবৃষ্টি ক'র্‌তে ক'র্‌তে শূন্য হ'তে অবতীর্ণা হ'চ্চে! চল মহাত্মন্! আজ মহাসমাদরে আপনাকে স্বর্গধামে ল'য়ে যাই।

(নৃত্যগীত সহকারে দেববালাগণের প্রবেশ)

দেববালাগণ। গীত

পোহাল দেবের সখি! দুখের নিশি,
আনন্দে ছড়া লো ফুলরাশি।
সাদরে চল্ লো লয়ে যাই—
যত দেববালা, ল'য়ে ফুলমালা, প্রেমানন্দে কচের গলে পরাই॥
কঠোর সাধনা করি প্রাণ দিয়ে সই!
আজ রেখেচে দেবের মান স্বর্গরত্ন অই,
আয় লো কচের জয় গাই!
ফুল-দোলায় শুয়ায়ে, ফুলমালা দোলায়ে—
নেচে নেচে কচে ল'য়ে যাই!
জয় জয় জয় দেবতার জয় গাও সবে হাসি॥

(মধুর নৃত্য)

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

যাত্রা-সম্প্রদায়ের জন্য গীতাবলী।

ভূমিকা গীত।

দেবতা দানবে জগত-কারণ,
দুই মহাশক্তি দিয়ে করিলেন সৃজন।
শুক্রাচার্য্য রজগুণে দেবে করি শাসন,
সত্ত্বগুণ মহিমা করিলেন বর্দ্ধন॥
শুক্রকন্যা দেবযানী প্রেমিকা-রতন,
বৃহস্পতি-পুত্র কচে করি প্রাণ অর্পণ।
গুপ্ত-মন্ত্র শিক্ষা পেয়ে চতুর দেবগণ,
দৈত্যে শাসি করিলেন বিশ্বে শান্তি স্থাপন।
কচ-দেবযানী-কথা করিলে শ্রবণ,
হরিভক্তিভাবে হবে সফল জীবন॥

১ নং গীত—জুড়।

কোথা নাথ এ বিপদে দাও হে দরশন—
পাষণ্ড ব্রহ্মরাক্ষসে স্ববলে করে হরণ—
কারে ডাকি হায় হায়, কে বাঁচাবে অবলায়,
প্রাণাধিক পুত্র কোথায়—
রাখরে মায়ের সতীত্ব-ধন॥
কোথা হরি দাও হে দেখা বিপদবারণ—
অবলায় রাখ পায় হে ভয়-ভঞ্জন—
তব ভক্ত মম পতি, তবে কেন এ দুর্গতি,
রাক্ষসে হরিবে সতী, থাকৃতে তোমার চক্র সুদর্শন

২ নং গীত—ছেলে।

আমি সবার, সবাই আমার আমি সর্ব্বমূলাধার ;
আমি ভক্তের কাছে থাকি, সাকার বা নিরাকার।
জীবে মায়া-ডোরে বাঁধি, আমিই হাসি আমিই কাঁদি,
আমিই আদি আর অনাদি, আমার খেলা এ সংসার।
আমা হ'তে সবাই আসে, অনন্তকাল স্রোতে ভাসে,
প্রাণ দিয়ে যে ভাল বাসে, তার সনে হই একাকার।

৩ নং গীত—জুড়ি।

চল রে সংগ্রামে, স্বর্গধামে, গভীর গর্জ্জনে।
দেবতার অহঙ্কার চূর্ণ আজ,
দৈত্যরাজ ব'স্‌বে স্বর্গ-সিংহাসনে ॥
রণবাদ্য ঘোর রবে, বাজাও বাজাও সবে,
চলরে দেব-আহবে, বেঁধে আনি দেবগণে ॥
মুখে তারা তারা বল, বীরদন্তে সবে চল,
রণস্থল টলমল, কাঁপিবে দৈত্য-চরণে ॥

৪ নং গীত—ছেলে।

এই কি পরিণাম, বল গুণধাম !
হরিনাম নিয়ে মায়াতে কাঁদিলে।
জ্ঞানের আঁখি মিলে, চেয়ে না দেখিলে,
কত এলে গেলে কালের সলিলে ॥
মায়াবশে তুমি পুত্র ভেবে যারে,
স্নেহের শিকল প'রেছ সংসারে,

পূর্ব্বজন্মে সে ধন ছিল হে কার ঘরে,
সে কথা কি বারেক ভেবে দেখেছিলে ?

৫ নং গীত—ছেলে।

কোথা গুরো এ বিপদে, রক্ষা কর অবলারে,
রাখ হে সতীর মান, দণ্ড দিয়ে দুরাচারে।
আমি ইন্দ্রসোহাগিনী, নিরাশ্রয়ে একাকিনী,
কি পাপ ক'রেচি এত ! কেঁদে মরি হাহাকারে।
পতির চরণ বিনা, অবলা কিছু জানে না,
তবে কেন এ লাঞ্ছনা করিলে হে অবিচারে।

৬ নং গীত—জুড়ি।

অজ্ঞানে ক্ষম গো গুরো ! এই অভাগারে।
অনুতাপে জ্ব'লে মরি, আমায় রক্ষা কর দয়া করি,
সার তোমার ঐ চরণতরি, অসার সংসারে ॥
মত্ত যে ঐশ্বর্য্য-মদে, অভক্তি যার গুরুপদে,
জড়ীভূত হয় বিপদে, অপমান হয় পদে পদে ;—
যায় না দিন তার নিরাপদে, সদাই জ্বালা পায় রে ॥

৭ নং গীত—জুড়ি।

কেন ত্যজিবি রে প্রাণ।
না পাবি রে পরিত্রাণ ॥
পৈশাচিকবলে বিনা সাধনায়,
দেবের দেবত্ব কে কবে রে পায় ?
অট্টালিকা গেঁথে আকাশের গায়,
লোক হাসাবি কেন, বল্ রে অজ্ঞান ॥

দেবদ্বেষী হ'লি ধ্বংসের কারণ,
দেব-সখা হরি বিপদবারণ,
তাঁর করে হবে পাপের শাসন,
ভস্ম হবি ক্রোধে পতঙ্গসমান ॥

৮ নং গীত—ছেলে।

হরিনাম নিয়ে সাধনার পথে, প্রাণ যদি যায় দেবো তাই।
ভক্তসখা তাঁরে কেঁদে কেঁদে ডেকে, দেখি এ সঙ্কটে পাই কি না পাই।
হরিনাম নিয়ে প্রাণ যদি যায়, বল বল পিতঃ! কিবা খেদ তায়,
স্বজাতির দুঃখ দেখা নাহি যায়, স্বপ্নময় সেই পথে চ'লে যাই।
সে হৃদয়-নাথে হৃদিমাঝে রেখে, জলে স্থলে শূন্যে সে রূপ ধ্যানে দেখে,
প্রেমময় হরিভক্তি প্রাণে মেখে, দেবের দুর্গতি সে পদে জানাই।

৯ নং গীত—জুড়ি।

হায় রে! সে কাল-সংগ্রামে,
কি জানি কি মায়াবলে, কালি প'ড়্ল দৈত্যনামে।
শত শাণিত কৃপাণ, বীরবক্ষে তীক্ষ্ণ বাণ,
এত দিন স'য়েছে দৈত্য, রণে স্বর্গধামে।
কিন্তু সেই দানবগণ, ক'রেছে ধরায় শয়ন,
প্রলয়-দৈত্যগর্জ্জন, হ'য়েছে নীরব ;—
চল পুনঃ দৈত্যরাজ! দেবে দিবে দৈত্যে লাজ,
বিশ্ব ধ্বংস হবে আজ, দানব-বিক্রমে।

১০ নং গীত—ছেলে।

অকূলে আমায়, ফেলিয়ে কোথায়,—
গেলে দৈত্যরাজ প্রাণ পরিহরি।

কে আছে আমার, কোথা যাব আর,
কি সুখে সংসারে এ পাপ-জীবন ধরি॥
এই ধূলি-শয্যা সাজে কি তোমায়,
সোণার শ্রী-অঙ্গ ধূলায় লোটায়,
দেখে শোকানলে বুক ফেটে যায়—
সঙ্গে যাবে দাসী ও চরণ ধরি॥

১১ নং গীত—ছেলে।

যোগারাধ্য ধন, পতিতপাবন!
দেখা দাও দাসে জ্যোতির্ম্ময়রূপে।
হৃদয় আমার, কর অধিকার,
কাঁদাও না আর, ফেলে মোহ-কূপে॥
জগতের তুমি অন্তরে বাহিরে.
সর্ব্বদা বিরাজ অতি সূক্ষ্মাকারে,
জ্ঞানের নয়নে যে হেরে তোমারে—
সেজন আত্মভোলা সদাই মোহনরূপে॥

১২ নং গীত—ছেলে (কীর্ত্তনের সুরে)।

হরি! কোথায় তুমি দয়াময়!
প্রাণ যায় তোমার দারুণ বিরহানলে হে!
একবার ভক্তবিনোদন ত্রিভঙ্গিম ঠামে—
সম্মুখে দাঁড়াও প্রাণধন!
ওহে নীরদবরণ! তোমার নাম যে ভবে অধম-তারণ!
যদি পাপিজনে না তরাবে—
তোমার দয়াল নাম আর কেই বা লবে?

ওহে দীনবন্ধু দীননাথ হে !
দীনের সেই শুভ দিন কবে হবে ?
তোমার শ্রীপাদপদ্মের রেণু মেখে—
প্রেমরঙ্গে মনোভৃঙ্গ—
ও নাম-মধুপানে মত্ত হবে।

১৩ নং গীত—ছেলে।

জলবিম্বসম জীবনের তরে, মায়ামুগ্ধ হয় মূঢ়জন,
ফুটেছি প্রভাতে শুখাব সন্ধ্যায়, কুসুমসদৃশ এ জীবন।
শ্রীহরিচরণে এ ফুল যে জন,
সময় থাকিতে করে সমর্পণ,
সার্থক তাহার ধরায় জনম, ভস্ম বিনিময়ে পায় সে রতন।
কে রাখিতে পারে কালপূর্ণ হ'লে,
কেউ নয় চিরদিন সবাই যাবে চ'লে,
হরি হরি ব'লে জীবনান্ত হ'লে, লভে সে অনন্ত অভয়চরণ।

১৪ নং গীত—জুড়ি।

দুগ্ধ দিয়ে কালসর্প পুষিলাম সযতনে।
কে জানিত এত ছিল, সে কুটিল শুক্রের মনে॥
শুক্র-কন্যা দেবযানী, দৈত্যকুলের কালসাপিনী,
হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী, পুষিল শক্র-নন্দনে॥
নিজ-বুদ্ধিদোষে ভুলে, কালি দিলাম দৈত্যকুলে,
তীক্ষ্ণ খড়্গ শিরে ঝুলে, প্রাণ সঁপে দুষ্ট ব্রাহ্মণে ;—
প'ড়েছি বিষম দায়, চিন্তানলে প্রাণ যায়,
এখন কি করি উপায় মহাশক্র-নিধনে॥

১৫ নং গীত—জুড়ি।

পাপ দানবপুরী করিব পরিহার,
দানবের নিস্তার না দেখি আর ;—
করে কার বলে সে অপমান আমার।
কচ সুশীল অতি, নির্দ্দোষ ধীরমতি,
করিল তার প্রতি কঠোর অত্যাচার ;—
ধিক্ ধিক্ প্রাণে, ধিক্ তার রাজনামে,
আজ সবংশে নিধন হবে দুরাচার।

১৬ নং গীত—ছেলে।

দয়াময়ী দেবযানী মম জীবনদায়িনী,
পাব না কি একটীবার দেখ্‌তে সে চরণ দু'খানি।
কত বিপদে পদে পদে, ক'রেছেন আমায় উদ্ধার,
জানিয়ে যাব কৃতজ্ঞতা তাঁর পদে একটীবার,
এ বিষাদ-বিদায়কালে দেখিব চরণ তাঁর—
সে চরণে চিরদিন এ অভাগা আছে ঋণী।

১৭ নং গীত—ছেলে।

শোন দাম্ভিকা ধর্ম্মঘাতিনি !
দিলে বিনা দোষে প্রাণে বেদনা।
হ'য়ে ব্রাহ্মণকুমারী, ধর্ম্ম পরিহরি,
করিলে অন্যায় কামনা॥
গুরুকন্যা তুমি, আমি তব ভ্রাতা,
কোথা সে মমতা-স্নেহ সরলতা ?

(এত নীচ হৃদয় জানি কি তোমার !)
ফুলঢাকা ফণিনী, নিদয়া বাঘিনী—
(কামাতুরা এত হ'লে গো !)
যৌবন-অহঙ্কার, এত কি তোমার,
নাহি করিলে সম্বন্ধ বিচার !
(ধর্ম্মবিধানে ভগ্নী তুমি)
পাইবে প্রতিফল কুলকলঙ্কিনি !
মম শাপে হবে ক্ষত্রিয়-কামিনী,
(পাবে মরমে ব্যথা)
(শরম ধরম তেয়াগিয়ে)
ধর্ম্মভ্রষ্টা হবে, শান্তি নাহি পাবে,
জ্ব'লে মরিবে যৌবন-গরবে !
ছিলে ব্রাহ্মণকুমারী, হবে রাজ্যেশ্বরী,
তবু না পিয়াসা মিটিবে !
(অগ্নিশিখা জ্ব'ল্‌বে প্রাণে)
তব পুত্রগণ, হইবে যবন—
পাবে ম্লেচ্ছভাবে ভবে যাতনা ॥